হৃদয় কিছুতেই আর্দ্র হইল না। কিছুক্ষণ পরে, তাঁহাকে স্নান করাতে লইয়া গেল, শোকার্ত্ত ভ্রাতা সেই সুযোগে পলাইবার চেষ্টা করাতে, তাঁহাকে পথে ফেলিয়া টানা টানি করিতে লাগিল। তখন ছিন্ন বস্ত্রে ধূলি ধূসরিত অঙ্গে চতুর্দ্দিকে কাহাকেও আপনার লোক না দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, পথি মধ্যে লোকারণ্য হইল, এবং তাঁহাকে বাতুল বলিয়া সকলে বিবিধ প্রকারে অপমান ও নির্যাতন করিতে লাগিল, কিছুতেই ছাড়িয়া দিল না তিনিও কিছুতেই আর তাহাদের বাসায় প্রত্যাগমন না করাতে তাহারা তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়াগিয়া কহিল যে, "আমারা আর তোমার মুখাবলোকন করিব না, তুমি যথেচ্ছা গমন কর।" তখন তিনি ক্ষত বিক্ষত শরীরে ক্লেশে ও অনাহারে শীর্ণ হইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিপদাপন্ন ভ্রাতাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আমাদের শোক সাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহাকে অতি স্নেহের সহিত সান্ত্বনা করিয়া সকলে একত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

অনন্তর আমাদের প্রিয়ভ্রাতা তাঁহার পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ ১ লা পৌষ মঙ্গলবার দিবসে সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন লাহিড়ীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকল ব্রাহ্মেরই অধিকতর উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সাধনে সকলেই যেন "ক্ষত বিক্ষত শরীর, অনাহারে শীর্ণ, এবং ধুলি ধূসরিত" হইতে প্রস্তুত থাকেন, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

সং

বিগত ১১ অগ্রহায়ণে যে ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়াগিয়াছিল তাহার বিবরণ।

ওঁ তৎসৎ। সম্প্রদাতা যথাকালে সম্প্রদান শালায় বেদির সম্মুখে বেদিকে দক্ষিণ বা বাম পার্শ্ব করিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পাত্রকে সম্মুখে উপবেশন করাইয়া মঙ্গল-বিধাতা পরমেশ্বরের ধ্যান করিলেন। যথা সেই পূর্ণ মঙ্গল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। পরে সম্প্রদাতা মঙ্গলবাচন করিলেন। যথা, সম্প্রদাতা—কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। জামাতা—ওঁ পুণ্যাহং। সম্প্রদাতা—কর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। জামাতা—ওঁ ঋদ্ধ্যতাং। সম্প্রদাতা—ওঁকর্ত্তব্যেস্মিন্ শুভকন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু। জামাতা—ওঁ স্বস্তি। অনন্তর বরকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক বরণ করিলেন। যথা, সম্প্রদাতা অর্ঘ্য লইয়া—ওঁ ইদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং। জামাতা অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্লামি। সম্প্রদাতা পরিচ্ছদ লইয়া—ওঁ এষপরিচ্ছদঃ প্রতিগৃহ্যতাং জামাতা—পরিচ্ছদং প্রতিগৃহ্লামি। সম্প্রদাতা অঙ্গুরীয় লইয়া—ওঁ ইদং অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং। জামাতা—অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্লামি। অনন্তর সম্প্রদাতা—ওঁ তৎসদদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিকরাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য-আসিতদেবলপ্রবরস্য রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং ঐ দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং ঐ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ পুত্রং ঐ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মাণং কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপঅবসারনৈযধ্রুবপ্রবরস্য সীতারাম দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং ঐ প্রাণকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং ঐ শ্রীহরদেব দেবর্ম্মশণঃ পুত্রীং ঐ শ্রীনীপময়ী দেবীং কন্যাং শুভবিবাহেন দাতুং এভিরর্ঘ্যাদিভিঃ অভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে। জামাতা—ওঁবৃতোঽস্মি॥ সম্প্রদাতা—ওঁ যথাবিহিতং বিবাহকর্ম্ম কুরু॥ জামাতা—ওঁযথাজ্ঞান করবাণি। অনন্তর সম্প্রদাতা জামাতাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইলেন এবং তথায় সকলে যথাবিহিত বরণ করিলেন। পরে কন্যা ও পাত্রকে সম্প্রদান স্থানে আনিয়া সম্প্রদাতা বেদির অভিমুখীন হইয়া বসিলেন, পাত্রকে আপনার সম্মুখে বেদির অভিমুখীন করিয়া বসাইলেন এবং কন্যাকেও সেই রূপ বেদির অভিমুখীন করিয়া পাত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। অনন্তর ব্রাহ্ম সমাজের প্রণালী অনুযায়িক ব্রহ্মোপাসনা হইল। তদনন্তর আচার্য্য এই প্রার্থনা করিলেন। হে দেব! অদ্যকার এই শুভকার্য্য উপলক্ষে আমরা এখানে সবান্ধবে মিলিত হইয়াছি। তুমি মঙ্গল-দাতা, আমরা তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া মঙ্গল-ফল বিধান কর। তুমি সংসারের সেতু-স্বরূপ, আমরা তোমার শরণাপন্ন হই। বিশ্বপতি! তুমিই মনুষ্যকে সৃজন করিয়াছ; শৈশবাবস্থায় তুমি স্নেহের সহিত তাহাকে লালন পালান কর এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার আত্মাকে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত কর। তুমি স্ত্রীপুরুষকে উপযুক্ত বয়সে একত্রিত করিয়া উদ্বাহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ কর এবং তাহারদের মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেম সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহারদিগকে জীবন-পথে পরস্পরের সহকারী কর। তুমি স্বয়ং গৃহ-দেবতা হইয়া পরিবারের মধ্যে অবস্থিতি কর এবং অজস্র-রূপে সুখ-শান্তি বর্ষণ কর। তুমি যেমন মঙ্গলময় প্রাকৃতিক নিয়মে এই অসীম বিশ্ব-

রাজ্য শাসন করিতেছ, সেই রূপ মধুময় ধর্ম্ম-নিয়মে প্রতি পরিবারকে রক্ষা করিতেছ। হে জগদীশ্বর! অপার তোমার করুণা, তোমার মঙ্গল ভাবের অন্ত নাই। তুমি যে অনুপম প্রেম-সহকারে সংসারের মঙ্গল সাধন করিতেছ, তাহা অনুকরণ করিবার ক্ষমতা আমারদের প্রতি অর্পণ কর। আমারদের সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্য তুমি বিশুদ্ধ কর; যেন আমরা তোমার আদেশানুসারে সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারি। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং। ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে কন্যা পাত্রকে পরস্পর সম্মুখীন করিয়া আপনার সম্মুখবর্ত্তী স্থানের অপর দুই পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া সম্প্রদাতা পাত্র-কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বহস্তোপরি লইয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। যথা, ওঁ ইমাং কন্যাং তুভ্যমহং দদানি। জামাতা—ওঁ দদস্ব। সম্প্রদাতা—ওঁ তৎসদদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ কাশ্যপগোত্রঃ শ্রীহরদেব দেবশর্ম্মা ঈশ্বর প্রীতিকামঃ শাণ্ডিল্যগোত্রস্য শাণ্ডিল্য আসিত দেবল প্রবরস্য রামলোচন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় ঐ দ্বারকানাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় ঐ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় ঐ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মায় অর্চ্চিতায় কাশ্যপগোত্রস্য কাশ্যপ অবসার নৈয়ধ্রুব প্রবরস্য সীতারাম দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং ঐ প্রাণকৃষ্ণ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং ঐ শ্রীহরদেব দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং ঐ শ্রীনীপময়ী দেবীং। (ইহা তিন বার উচ্চারণ করিয়া) এনাং কন্যাং সালঙ্কারাং অরোগিণীং সুশীলাং বাসসাচ্ছাদিতাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে। জামাতা—ইমাং গৃহ্ণামি ওঁ স্বস্তি। সম্প্রদাতা—ধর্ম্মে চ অর্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ং। জামাতা—নাতিচরিষ্যামি। সম্প্রদাতা—ওঁ তৎসৎ অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি বৃশ্চিক রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণ পক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ কাশ্যপগোত্রঃ শ্রীহরদেব দেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শুভ-কন্যা সম্প্রদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং শাণ্ডিল্যগোত্রায় শাণ্ডিল্য অসিত দেবল প্রবরায় শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে। এই বলিয়া জামাতাকে কাঞ্চন দিলেন। জামাতা তাহা লইয়া—ওঁ স্বস্তি। অনন্তর কন্যা ও পাত্রের অন্যোন্যাবলোকন হইল। পরে জামাতার দক্ষিণ পার্শ্বে কন্যাকে লইয়া গ্রন্থিবন্ধন করা হইল। তৎপরে বধূকে ভর্ত্তার বাম-পার্শ্বে ভর্ত্তার অভিমুখীন করিয়া উপবেশন করাইল, পরে ভর্ত্তা বলিলেন—ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং মম। যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তং তবাস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব ধর্ম্মাবহস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যং॥ অনন্তর দম্পতী বেদির অভিমুখীন হইয়া উপবেশন করিলে আচার্য্য বেদি হইতে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন। যথা,—অদ্য মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এত দিন স্বীয় স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাক জবীন পথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধজনিত গুরুতর ভার তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইল। অদ্য তোমরা সংসারের প্রথম সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতেছ, সাবধান হইয়া অগ্রসর হইবে। ইহার পথ-সকল অতি দুর্গম; ইহার প্রলোভন রাশি রাশি; ইহার বিঘ্ন বিপত্তি তোমাদিকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সাবধান, যেন সংসারের মোহ-পাশে জড়িত না হও, যেন ইহার সুখ-সম্পদে সর্ব্ব-সুখ-দাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্য-স্বরূপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতি-সাধন ও সুখ-বর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে তাবৎ গৃহ-কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ উপদেশ সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবে "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"। "গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্ব-জ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন"। তোমারদিগের যাহা কিছু, সকলি তাঁহাতে সমর্পণ কর; তিনি তোমারদিগকে রোগ শোক, ভয় বিপত্তি, পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন। শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ! তুমি নিয়ত তোমার পত্নীর মঙ্গল-সাধনে যত্নশীল থাকিবে; অদ্য তোমার হস্তে জগদীশ্বর সংসারের গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন, সংযতেন্দ্রিয় ও সৎকর্ম্মশীল হইবে এবং সাংসারিক সকল অবস্থাতে শান্ত-চিত্ত থাকিবে। যে রূপ আপনার আত্মাকে রক্ষা করিতে ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে, সেই প্রকার তোমার পত্নীর আত্মাকেও পবিত্র ধর্ম্ম-পথে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে। উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে সাংসারিক শুভ-কার্য্যে নিয়ত প্রবৃত্ত রাখিবে, যেন সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে মঙ্গলের পথে তিনি তোমার অনুগামিনী হয়েন। শ্রীমতী নীপময়ী দেবি! যাহাতে তোমার স্বামীর মঙ্গল হয়, কায়মনোবাক্যে সেই কর্ম্ম করিবে। তাঁহার উপর একান্ত মনে নির্ভর করিবে, ও তোমার হিতের জন্য তিনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহা প্রতিপালন করিবে। পতি-প্রাণা ও সদাচারা হইবে, অপরিমিত ব্যয় বা কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ রাখিবে এবং স্বামীর সাহায্যে

সর্ব্বদা আত্মার উন্নতি সাধনে যত্নশীলা থাকিবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ। করুণাময় পরমেশ্বর তোমাদিগের উভয়ের মঙ্গল সাধন করুন এবং তোমারদিগকে তাঁহার আনন্দময় অমৃত ধামের অধিকারী করুন। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং। ওঁ যএকোবর্ণ বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। যিনি এক এবং বর্ণহীন, এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কামা বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত-মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং। অনন্তর• দম্পতী তদ্গতচিত্তে ঈশ্বরকে প্রণিপাত করিলেন॥ ইতি বিবাহ কর্ম্ম সমাপ্ত॥ উদীচ্য কর্ম্ম॥ বিবাহের পর ভর্ত্তা সস্ত্রীক স্বালয়ে আগমন করিলে সপ্তাহের মধ্যে আচার্য্য আপনার সম্মুখে ভর্ত্তাকে ও ভর্ত্তার বামপার্শ্বে বধূকে উপবেশন করাইয়া যথাবিধ ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক বধূকে ধর্ম্মদীক্ষা প্রদান করিলেন। যথা—বৎসে নীপময়ি! সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলদাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গল-স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয়, পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিবে। পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিবে না। রোগ বা বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবে। কায়মনোবাক্যে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে। পাপ-চিন্তা পাপ-আলাপ, ও পাপ-অনুষ্ঠান হইতে নিরস্ত থাকিবে। যদি মোহবশতঃ কখন কোন পাপ আচরণ কর, তবে তন্নিমিত্তে অকৃত্রিম অনুশোচনাপূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত হইবে। পতিব্রতা হইয়া পতির হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে॥ সৌম্য হেমেন্দ্রনাথ! যাহাতে তোমার পত্নী এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-ব্রত পালনে সমর্থ হন, তুমি তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবে। তোমার সহধর্ম্মিণীর জ্ঞান ধর্ম্ম, সুখ শান্তি সম্পাদনে নিযুক্ত থাকিবে। যাবৎ তোমার পত্নী ঋতুমতী না হন, তাবৎ তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না। কায়মনোবাক্যে হিতৈষী বন্ধুর ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিবে। ধর্ম্মএব হতো হন্তি ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতোবধীৎ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

ইতি উদীচ্য কর্ম্ম সমাপ্ত।

নূতন গ্রন্থ প্রাপ্তি।

হিতোপদেশঃ—সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন নীতিগ্রন্থ হইতে মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি ভাগে বিভক্ত করত যে সংস্কৃত হিতোপদেশ সংগ্রহ করেন এই পুস্তকে তাহা বাঙ্গলা অর্থ সহিত শ্রীযুক্ত রামগোপাল তর্কলঙ্কার কর্ত্তৃক শোধিত হইয়া, উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে সাহস যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহার মূল্য ১৷৷০ টাকা। ইহা অতি সরল ভাষায় লিখিত এবং গদ্য ও নানাবিধ পদ্য ছন্দে সুশোভিত। ব্যাকরণে অল্প বোধাধিকার হইলেই ইহা অনায়াসে অধ্যয়ন করা যায়।

—:০:—

সরলার উপাখ্যান।

এই পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত সুরতনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়া কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার মূল্য ৴১০ আনা মাত্র।

এই উপদেশ-গর্ভ পুস্তক খানি পাঠ করিলে বালকবালিকাগণের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। গ্রন্থকার যদি আর একটু সরল ভাষায় পুস্তক খানি রচনা করিতেন, তাহা হইলে তাহারা ইহা অপেক্ষা অধিকতর উপকার লাভ করিতে পারিত।

There is no range of emotion more enlarged or more minutely subdivided than that of tenderness. * * * * * * * * * * All the affections are based on it, from the mere fondness of infancy to the exquisite passionateness of sexual and paternal regard. It embraces equally the tranquil interest of friendship and the lofty zeal of patriotism. It is the chord which vibrates in the warm-heartedness of the host, the geniality of the old schoolfellow, and the kindness of neighbourhood. Compassion and sympathy are among its most influential manifestations springing from a fountain of good in the social bosom and spreading around them, as they flow, unnumbered blessings. Respect, esteem, veneration, blending as they do to a greater or less degree merely intellectual elements, may all be traced back to it; and finally, worship is best expressed by the name of love, in which at once the emotion culminates, and of which throughout it testifies. This form moral of feeling is the flower of the emotive capacity. It is the richest and worthiest outgoing of man's spiritual activity, the course of which is evrywhere and

always more continually beneficent, and which, in this its inexhaustibleness, or rather ever-accumulating force of good, contains the pledge of its own peculiar immorality. In its more special meaning it has been supposed to imply not merely the going forth of good towards an object, but the meeting of good in that object, the term benevolence being used to express the love of that which in itself does not contain any love-worthiness. There is only as it were, room for love after benevolence has accomplished its end, in bring ng the object into a state of wellbeing or love-worthiness. There is something in this distinction, and yet we question the propriety of so fixing down or confining the name of love. The distinction seems to us to be not between one species or shade of affection and another, but rather between a complete and incomplete enjoyment or fruition of the same affection. Love may certainly, in the purest and loftiest sense, go forth towards wretched ness, but it cannot, so to speak, complete itself towards it by embracing it till the wretchedness is turned away. So far, however, we apprehend, is love from being postponed till this result, that it is the very energy and activity of the love concentrated on the object which accomplish the result.

The pleasure which attends the exercise of the benevolent affections has been rightly considered a special proof of the Divine goodness. The mere existence of these affections sufficiently shows that goodness. The mere presence of love in human life pervading and beautifying it in so many forms, attests the presence of love in the great Source of that life. But the fact of our not only having such emotions implanted in us, but of our deriving from their exercise such pure delight, while the gratification of the opposite evil emotions is accompanied with pain, is a fact of peculiar significance. For what is its language? Does it not say with clearest force that the good alone is divine? We are so constituted, that in imparting happiness through the channel of any one of the benevolent emotions, we ourselves experience happiness; while, on the contrary, through the indulgence of envy or hatred, or any other of the malevolent emotions, we ourselves suffer in imparting suffering. So radically is the good fixed in our natures that its violation thus avenges itself. Putting out question, then, in the mean time, how such evil affections emerge in human nature—looking only at its actual constitution—it seems impossible to imagine how it could have borne stronger testimony to the Divine goodness; for it not only, expresses the good, but delights in it. The good is not only, notwithstanding all that may be said to the contrary, the most prominent fact in human nature, but it thus approves itself to be the only normal action of human nature. Our delight in well'doing says, as powerfully as it is possible to say it, that man was made to be good and to do good; or in other words, that the Author of his being is good.

The partial happiness that lies in the indulgence of evil affections, expressed in the word gratification, equally used with reference to them, does not at all militate against this conclusion, for this is simply an accidental result of their accomplished activity. They and all our mental activities cannot express themselves successfully without a certain measure of enjoyment; but such is the essential destructiveness of the evil that its very gratification is in the end its most perfect misery. Its continued successes, affording a minimum of enjoyment all along its course—as in the case of the drunkard, or the continued gratification of hatred or cruelty—become its accumulating curse. Nature thus everywhere bears her testimony against the evil, stamping it with her reprobation amid whatever apparent triumph—uttering her voice against it, however it may exalt itself—and so declaring, in the most emphatic and unceasing language, that the good alone is divine; or, in other words, that God is good, and alone loveth good.

Rev. J. Tullock On Theism.

বিজ্ঞাপন।

বামাবোধিনী পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা ব্রাহ্ম সমাজের মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহার উক্ত পত্রিকা আবশ্যক হইবে সমাজের কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। প্রতি খণ্ডের মূল্য ৴০ মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

আগামী শনিবার ১২ পৌষ অবধি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে। ইংরাজী এবং বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

—০—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৫ শকের আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়	১২৩৪৵১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৪১৩।১০
	১৬৪৭।৶৫
ব্যয়	১৪৫২
সম্পাদকের হস্তে	১৯৫।৶৫
এতদ্ভিন্ন	
বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	২১৬৶৫
কোং কাগজ	১০০০

—০—

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরি	২৫
" কেশবচন্দ্র সেন	১০
" যোগেন্দ্রনাথ সেন	১০
" অক্ষয়কুমার মজুমদার	৬
" কৃষ্ণচন্দ্র দে	৫
" কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় ..	৫
" হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ..	৫
" সম্ভুনাথ রায়	৫
" রামমোহন দে	৪
" বেহারীলাল ভট্টাচার্য্য	৪
" দুর্গাচরণ গুপ্ত	৪
" আশুতোষ ধর	৩
" উদয়চাঁদ দত্ত	২
" রামচন্দ্র ঘোষ	২
" ব্রহ্মমোহন মল্লিক	২
" রামচন্দ্র মণ্ডল	২
" নন্দলাল মিত্র	১
" দ্বারিকানাথ মল্লিক	১
" গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ	১
" ক্ষেত্রমোহন দত্ত	১
" বসন্তকুমার দত্ত	১
" প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র	১
" মহেন্দ্রলাল মিত্র	১
" কাশীনাথ দে	১।০
" অভয়াচরণ গুপ্ত	১
	১০৩।০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত গোপাললাল ঠাকুর	৬০
" রমণীমোহন চৌধুরী	১২
" রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব রায় ..	১২
" নীলকমল মিত্র	৭
" দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	৬
" নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	৬
" যাদবকৃষ্ণ সিংহ	৫
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৪
" জয়গোপাল সেন	১
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
	১১৪

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ধর	২
" কাশীনাথ দে	১
	৩

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত ত্রিলোচন রায়	১
" উমাকান্ত দাস	৴০
	১৴০
দানাধারে প্রাপ্ত	১৸৶১৫
	২২৩।১৫

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোঁড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য।৶০ ছয় আনা মাত্র। ৯ পৌষ বুধবার সম্বৎ ১৯২১ কলিগতাব্দ ৪৯৬৫।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রাহ্মদিগের সাম্বৎসরিক উৎসব।

এক বৎসর কাল অতীত হইয়া পুনর্ব্বার আমাদিগের সাম্বৎসরিক উৎসবের সময় সমাগত হইল। এক্ষণে নব স্ফূর্ত্তী ও নব বীর্য্য অবলম্বন করিয়া স্বদেশস্থ এবং বিদেশস্থ তাবৎ ব্রাহ্মভ্রাতাগণের নিকট এই শুভ সমাচার আমরা প্রকাশ করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা সম্বৎসরকাল শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্রতপরায়ণ হইয়া সম্বৎসর কাল যাঁহারা অটল হৃদয়ে নানা প্রকার সাংসারিক অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, এবং ধন প্রাণ সমর্পণ করিয়া যাঁহারা অবিচলিত চিত্তে কর্ত্তব্যের গুরুভার বহন করিয়াছেন, গৃহানুষ্ঠিত আবহমান অধর্ম্ম আচারকে পরাজয় করিয়াছেন, উৎসাহ পূর্ণ মনে পুনর্ব্বার আমরা তাঁহাদিগকে উৎসব ক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি।

ত্রয়স্ত্রিংশ বৎসর বিবিধ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আগামী মাঘ মাসের একাদশ দিবসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ স্বীয় চতুস্ত্রিংশ বর্ষে সমারোহণ করিবে। সেই দিবসে এ দেশস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ যেন ঈশ্বরের স্তুতি গানে প্রতিধ্বনিত হয়; "বালক, প্রাচীন, যুবা" সকল ব্রাহ্মই যেন উল্লাস ও পবিত্রতাতে পূর্ণ হয়েন বালিকা প্রাচীনা, যুবতী, সকল ব্রাহ্মিকাই আনন্দ বিকশিত নয়নে যেন বহু প্রকার মঙ্গল সূচক কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্তা হয়েন। ব্রাহ্মসমাজের জন্ম দিবস বঙ্গ ভূমির পুনর্জ্জন্ম দিবস, প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই মহোৎসব দিবস। যে দিন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্বর্গলোক হইতে এদেশে অবতীর্ণ হইলেন, সেই দিনাবধি তাহাতে জীবনের সঞ্চার হইল, সেই দিনাবধি তাহার অসাড় হৃদয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদ্রেক হইল, পবিত্র প্রীতি অনুভূত হইল, এবং কর্ত্তব্যের ভাব প্রস্ফুটিত হইল, সেই দিনাবধি তাহার দুঃখ পাপ, মোহ অবসান হইতে আরম্ভ হইল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে প্রত্যেক ব্রাহ্মের নব জীবন, প্রকৃত জীবনের অভ্যুদয় হইল, কারণ ধর্ম্মই জীবন, পাপ মৃত্যুর প্রতিকৃতি মাত্র। বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের উৎস স্বরূপ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের হৃদয় ব্রাহ্ম

ধর্ম্ম বীজ স্বদেশ ক্ষেত্রে বপন করিয়া আমাদিগের কত মঙ্গল সাধন করিয়াছে ব্রাহ্মসমাজের উন্নত অনুষ্ঠান তাহার প্রকৃত প্রমাণ, যতই ব্রাহ্ম সমাজ উন্নত হইবে তাঁহার প্রতি আমাদিগের কৃতজ্ঞতা ঋণ ততই বর্দ্ধিত হইবে।

ব্রাহ্ম সমাজের গত বৎসরের ইতিবৃত্ত সমালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরই ধর্ম্মোন্নতি এবং সমাজোন্নতির একমাত্র উপায়। যাঁহারা গত বৎসরে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার-কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই এরূপ উৎকট বিপদে পতিত হইয়াছিলেন যে সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের জীবনাশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মেরা তথাপি ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি কল্পে এবং জন সমাজের উৎকর্ষ কল্পে স্থির নিশ্চয় ছিলেন, সেই মঙ্গল ভাবের প্রভাবে এক্ষণে সকল গুরু বিপদ একে একে তিরোহিত হইয়াছে এবং গভীর মেঘমালা নিঃসৃত পূর্ণ শশী সদৃশ ব্রাহ্মসমাজ পুনর্ব্বার বিশুদ্ধ গগণে প্রকাশিত হইয়া সজ্জন দিগের নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতেছে এবং বঙ্গ দেশের মোহ তিমির বিনাশ করিতেছে। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, উত্তর হইতে দক্ষিণে. সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত বসুন্ধরাকে আয়ত্তাধীন করিবে সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অর্থাভাব এবং লোকাভাব, কেবল ঈশ্বরের উপর নির্ভর মাত্রকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগের আরাব্ধমহৎ কার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মনে যে উক্ত প্রকার নির্ভর সম্যক্ রূপে স্থান পাইতেছে ইহা হইতে আনন্দের বিষয় আর কি আছে? ব্রাহ্মদিগের সাংসারিক হীনাবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যদি কেহ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতির গূঢ় কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তবে ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় বিশ্বাসকেই ইহার কারণ রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অদুরদর্শী লোক নিচয় তাঁহাদিগের এবম্প্রকার আন্তরিক নির্ভর ও বিশ্বাস জনিত মানসিক বল লক্ষ্য করিতে পারে না, দুর্ব্বল চিত্ত সাংসারিক লোকেরা তাহা হৃদয়ঙ্গম বা অনুকরণ করিতে কোন মতেই সমর্থ হয় না। এই বিশ্বাস স্বরূপ অমূল্য ধন সাধারণের পক্ষে দুর্ল ভ,তাহা ঈশ্বর কেবল তাঁহার অনন্যগতি ধর্ম্ম পরায়ণ সন্তানদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া রাখেন। শত সহস্র কৃতবিদ্য ধন মান সম্পন্ন গর্ব্বিত লোক দ্বারা জগতের যত উন্নতি না হয়, এক বিনীত বিশ্বাসপূর্ণ সাধু দ্বারা তদপেক্ষা শত গুণে অধিকতর উন্নতি সাধন হয়। এই রূপে পৃথিবীর সকল মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে ও চিরকালই হইবে। ব্রাহ্ম ভ্রাতা দিগের প্রতি নিবেদন যে, সকল বিপদ মধ্যে যাবজ্জীবন তাঁহারা পরম পিতার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করুন, যে হিতকর বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করিবে তাহাতেই সফল মনোরথ হইবেন। মনুষ্যের প্রতি কখনই যেন তাঁহারা নির্ভর না করেন, কারণ গত বৎসরে তাঁহারা বিশিষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, মনুষ্য যেমন মহৎ হউক না কেন তাহার সাহায্য অবশ্যই অচিরস্থায়ী হইবে।

গত বৎসরে ব্রাহ্ম সমাজের দিকে দৃষ্টি পাত করিলে আরও লক্ষিত হইবে যে চেষ্টা ও পরিশ্রমই উন্নতির সোপান। ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধীলোকে যতই তাহার অনিষ্টাচরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে ততই তাহার প্রকৃত উন্নতি লাভ হইয়াছে। শরীরের ব্যায়ামে যেমন বলাধান হয়, পরিশ্রমা-

ভাবে যেমন তাহার সকল বৃত্তি শিথিল হইয়াপড়ে আত্মার বিষয়েও সেই রূপ। বহির্বিষয়ের বাধা যতই অতিক্রম ও পরাজয় করা যায় অন্তরে প্রতিজ্ঞা ও বল ততই বৃদ্ধি হয়। সম্পদে শান্তিতে নির্ভাবনায় ক্রমশই আত্মাতে আলস্য জন্মে এবং তাহার বল বীর্য্য সাহস অল্পে অল্পে নিঃশেষিত হইয়া যায়। বর্ত্তমান কালে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম এত উন্নতি লাভ করিতেছে তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, এক্ষণে অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে ভীত হইয়া বিশেষ রূপে তাহার বিরুদ্ধাচরন করিতে চেষ্টা করিতেছেন; তাঁহারদিগের নিকট আমারদিগের প্রার্থনা যে কখনই যেন তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ না করেন, কোন ক্রমেই ব্রাহ্মদিগের প্রতি উপেক্ষা না করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে সত্যের জ্যোতি প্রকাশিত হইবে,সত্যের জয় সম্পূর্ণ হইবে। ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ গত বৎসরে সত্য-কাম ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের জন্য যেমন অন্যমতাবলম্বী লোক সমুহের সমক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমাকে মহীয়ান করিয়াছেন, সেই রূপ যত্ন সহকারে আগামী বৎসরেও কর্ম্মভুমিতে অবতীর্ণ হউন, স্বদেশের এবং সমস্ত পৃথিবার প্রচুর মঙ্গল লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

সাম্বৎসরিক উৎসব ক্ষেত্রে সমাসীন হইয়া ব্রাহ্মেরা যেন তাঁহাদের জীবনের মহদ্ভাবের ও মহদুদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করেন, ব্রাহ্মদিগের উৎসব সাংসারিক উৎসব নহে, ব্রাহ্মদিগের উৎসব শারীরিক সন্তোষ, বা সামান্য মানসিক আমোদ লাভ করিবার জন্য নহে, কিন্তু তাহা বিশ্ব জগতের মঙ্গল উপলক্ষে, তাহা সেই স্বর্গীয় বিমল মহোৎসবের প্রতিভা স্বরূপ, যাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে পূর্ণ হয়, নেত্র প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করে ও আত্মা নীরবে পরম পিতাকে ধন্যবাদ করে।

মঙ্গল নিয়ন্তা, সর্ব্ব সুখ-দাতা পরমেশ্বর এই সমাগত উৎসব উপলক্ষে সকল ধর্ম্মার্থী মুমুক্ষু ব্রাহ্মের নির্ম্মল হৃদয়ে আনন্দ ও উৎসাহ প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের সম্বৎসর কালার্জ্জিত আশাকে পূর্ণ করুন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় প্রকরণ —নবম আদেশ।

১৭৮৩ শকের ২৯ কার্ত্তিকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে

প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক

বিবৃত হয়।

যেনাহং নমৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।

ব্রহ্ম-পরায়ণ যাজ্ঞবল্ক্যঋষি সংসারাশ্রম হইতে অবসৃত হইবার সময় যখন স্বীয় ব্রহ্মবাদিনী পত্নী মৈত্রেয়ীকে আপনার ধন সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন, তখন মৈত্রেয়ী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে স্বামিন! যদি এই সমুদয় পৃথিবী বিত্তেতে পূর্ণ হয়, তবে ইহার দ্বারা আমার অমৃত লাভ হয় কি না? "নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, তাহা হয় না—"যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ"—কতকগুলিন উপকরণ লইয়া সংসারী ব্যক্তির জীবন যে প্রকারে গত হয়, তোমারও জীবন সেই প্রকার হইবে। "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন" বিত্তেতে অমৃতত্বের আশা নাই। এই সকল অস্থায়ী অধ্রুব বস্তু দ্বারা সেই নিত্য সত্য বস্তুকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ"। ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন

"যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" "যাহার দ্বারা আমি অমৃত না হই, মুক্ত না হই, ঈশ্বরকে না পাই, তাহা লইয়া আমি কি করিব?

সকলেরই এক এক সময়ে এই প্রকার অভাব বোধ হয়। যখন জীবনের মহান্ লক্ষ্য মনেতে প্রতিভাত হয়; তখন সংসার আমারদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না—সংসারের সমুদয় সম্পত্তি সেই গভীর আন্তরিক অভাব মোচন করিতে পারে না। তখন তৃষ্ণার্ত্ত মৃগের ন্যায় ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করি—সকলকেই জিজ্ঞাসা করি; যেখানে তাঁর কোন চিহ্ন পাই, সেখানেই যাই। যেখানে সাধু-মণ্ডলী একত্র হয়। যেখানেই তাঁর গুণ কীর্ত্তন হয়; সেই খানে গমন করি। প্রথমে হৃদয়ে অভাব বোধ হয়—পরে ব্যাকুলতা আইসে—জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়—সর্ব্বত্র অন্বেষণ করি। আপনাকে পবিত্র রাখিবার ইচ্ছা হয়; কেন না জানিতে পারি, যাঁহাকে চাহিতেছি, তিনি শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। পরে ঈশ্বরের নিকটে সমুদয় হৃদয়ে প্রার্থনা করি, তাঁহাকেই সর্ব্বস্ব সমর্পণ করি এবং তাঁহার প্রেম-মুখ দেখিয়া কৃতার্থ হই। হয়ত আপনাকে পবিত্র করিতে পারি নাই—হয়ত কোন গূঢ় পাপ অন্তরে পোষণ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না; তখন মনে করি, কেন ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না। কিন্তু যখনি সেই পাপপ্রবৃত্তিকে বলিদান দিয়া অকৃত্রিম ভাবে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করি, তখনি তার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাই। ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার সঙ্গে এই প্রকার যোগ। যখন অন্তরের বিষাদ-অন্ধকারের মধ্য হইতে সেই স্বপ্রকাশ সূর্য্যের উদয় দেখিতে পাই, তখন কি সম্পদ্ না লাভ করি! তখন শরীর রোমাঞ্চিত হয়—নেত্র-যুগল প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করে—হৃদয় বিমলানন্দে পূর্ণ হয়। কিন্তু এ আনন্দ আমরা ধারণ করিতে পারি না। ঈশ্বর-রত্নকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে পারি না। তিনি একবার আসেন, আবার থাকেন না। সময়ে সময়ে দেখা দেন—আমরাও কৃতার্থ হই। কিন্তু যেমন ইচ্ছা, সে প্রকার তাঁহাকে পাই না। তাঁর সেই আনন্দ-ভাব মঙ্গল ভাব একবার পাইয়া আমারদের তৃষ্ণা শত গুণ বৃদ্ধি হয়। কোথায় সজ্জন ভগবজ্জনের সাক্ষাৎ পাই; কোন্ স্থানে গেলে এই আন্তরিক স্পৃহা তৃপ্ত হয়; কি প্রকার কর্ম্ম করিলে, কি প্রকার মনের ভাব হইলে, ঈশ্বরকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে পারি; তখন তাহাই দেখি। তখন ইচ্ছা ও প্রার্থনা শত গুণ বল ধারণ করে। তখন ঈশ্বরকে বলি, যখন হৃদয়ে দর্শন দিয়াছ, তখন কেননা সেখানে চিরস্থায়ী হও। একবার যখন কৃতার্থ করিয়াছ, তখন বার বার আমারদের জীবনকে কৃতার্থ কর। এই শরীর-কুটীরে আসিয়া চিরদিন বাস কর—কৃপা বিতরণ কর। যেমন ঈশ্বর-লাভের জন্য তন্মনা একাগ্রমনা হই—তেমনি হৃদয়কে পবিত্র রাখিবার জন্যও সাবধান হই; তখন শুদ্ধ অপাপবিদ্ধকে হৃদয়ে রাখিয়া পূজা করিবার জন্য পাপ হইতে বিরত থাকিতে প্রাণ-পণে যত্ন করি। আর কিছুতে তেমন ভয় হয় না, যেমন ভয় হয়, পাছে ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ আর দেখিতে না পাই। এই ইচ্ছা প্রবল হইলে সংসারের বিঘ্ন-রাশি অনায়াসে অতিক্রম করা যায়। সংসারের সম্পদ্ বিপদের বল থাকে না। কর্ত্তব্যের কঠোরতা থাকে না। ধর্ম্ম-পথের কণ্টক-সকল শরীরে বিদ্ধ হয় না। তখন আশা ভয়, সুখ দুঃখ, ঈশ্বরেতেই সমর্পিত থাকে। তাঁহাকে পাইলে সকল সম্পত্তি লাভ হয়—

তাঁহাকে হারাইলে সকলি শূন্য, সকলি নিরাশ ও অন্ধকার। যত ক্ষণ দিগ্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় তাঁর দিকেই আত্মার লক্ষ্য স্থির থাকে, তত ক্ষণ আর কিছুতেই ভয় নাই। চতুর্দ্দিকে ঝঞ্ঝা তরঙ্গ, চতুর্দ্দিকে বিপত্তি বিষাদ, তথাপি তাঁর মুখ দেখিতে দেখিতেই আমরা সকল বিঘ্ন, সকল শোক, সকল তাপ অতিক্রম করি।

হে ব্রাহ্মগণ! তোমারদের এই লক্ষ্য যেন স্থির থাকে। তোমারদের ইচ্ছা যেন দুই ভাগ না হয়। তোমারদিগের সেই ঈশ্বরকে লাভ করিবার একই ইচ্ছা থাকিবে, আর আর ইচ্ছা তাহারই অনুগত হইবে। ব্রহ্মই তোমারদের লক্ষ্য, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই তোমাদের লক্ষ্য। তাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছাই প্রধান। সেই ইচ্ছাই তোমারদের রাজা, মন্ত্রী, যন্ত্রী; আর আর বৃত্তি, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, তাহার দাসের ন্যায়। আমরা ব্রাহ্ম—ব্রহ্মের সঙ্গে আমারদের সম্বন্ধ, নিত্য সম্বন্ধ। আমরা কি সামান্য বিষয়ী লোকের ন্যায় সংসারের ক্ষতি লাভ লইয়াই থাকিব? যেমন "উপকরণবতাং জীবিতং"—যেমন কতকগুলি উপকরণ লইয়া সংসারীদিগের জীবন গত হয়, আমারদেরও কি সেই প্রকার জীবন হইবে? আমরা কি ঈশ্বরেতে প্রীতিশূন্য হইয়া—পাষাণ-সমান হৃদয় লইয়া, কেবল বিষয় ব্যাপার, ক্রিয়া-কলাপ, কার্য্য কর্ম্মেতেই লিপ্ত থাকিব? ঈশ্বরের কার্য্য পশু পক্ষী চন্দ্র সূর্য্য, সকলেই করিতেছে। সূর্য্যের ন্যায় অবিশ্রান্ত-রূপে কে তাঁহার কার্য্য করিতে পারে? মেঘের ন্যায় এত বারি-ধারা বর্ষণ করিয়া কে এ পৃথিবীর উপকার করিতে পারে? আমরা কি অচেতন মেঘ সূর্য্যের ন্যায় অচেতন হইয়া ঈশ্বরের কার্য্য করিব? আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্মের তো উপদেশ এই যে, আমরা ইচ্ছার সহিত—প্রীতির সহিত ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিব। ঈশ্বরও চাই সংসারও চাই, আমারদের ইচ্ছা এমন দ্বিধা নহে। ঈশ্বরকে পাইয়া যদি সংসার থাকে তবে থাকুক; নতুবা সংসার চাহি না। আমারদের আত্মার উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য যে সকল সাংসারিক বিষয়-সুখের প্রয়োজন, সে সকল সুখ তো ঈশ্বর নিয়তই বিধান করিতেছেন এবং করিবেনই। তিনি "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।" "তিনি সর্ব্ব কালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন।" যে সকল কঠোর পর্ব্বত কেবল হিমের আলয়, সেখানেও অগ্রে জীবিকা রাখিয়া জীব-সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে কি তিনি আমারদিগকে বিস্মৃত থাকিবেন? যখন আমরা মাতৃ-গর্ব্ভ-অন্ধকারে থাকিয়া কিছুই জানিতাম না, তখনো তিনি আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখন কি দেখিবেন না? তিনি যদি এখনি আমারদের সম্মুখে তেজোরাশি-রূপে আবির্ভূত হইয়া বলেন, বর প্রার্থনা কর, আমরা কি প্রার্থনা করিব? আমরা কি প্রার্থনা করিব, প্রতিদিন যেন অন্ন পাই, বস্ত্র পাই? না বলিব, যেমন এখন কৃপা করিয়া দেখা দিলে, এই প্রকার চির কাল আমার নয়নের সম্মুখে থাক; আমার হৃদয়ে থাক; অনন্ত কালের উপজীবিকা হইয়া থাক। আমরা যেমন এই পৃথিবীতে বিষয়-সুখের জন্য প্রার্থনা করি না, সেই রূপ পরলোকের সুখের জন্যও আকাঙ্ক্ষী নহি। আমারদের প্রার্থনা ইহা নহে যে, ইন্দ্র-লোকে গিয়া রাজত্ব করিব—স্বর্গে গিয়া সুখ-ভোগ করিব—সুরা অপ্সরা লইয়া নানা-প্রকার ইন্দ্রিয়-সুখে পরিবৃত থাকিব। এ সকল কল্পনা ও ক্ষুদ্রতা আমারদের নহে। যে সকল সুখ

এই পৃথিবীরই যোগ্য নহে, তাহা আমরা স্বর্গ লোকে গিয়া আবার ভোগ করিতে চাহি না। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এ প্রকার নয় যে " চন্দ্র লোকে বিভুতি মনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে। " " পুণ্য-বলে চন্দ্রলোকে গিয়া তথাকার ঐশ্বর্য্য-ভোগের শেষ হইলে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্মিতে হইবে। " আমরা চন্দ্রলোকেরও ঐশ্বর্য্য চাহি না, পৃথিবীরও দুর্গতি চাহি না; আমারদের আকর্ষণ ঈশ্বরের দিকে। সর্ব্ব-সুখ-দাতা আমারদের জন্য স্বর্গলোক-সকল যে কি প্রকার সজ্জাতে সজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু আমরা সেখানে তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেই আমারদের সকল কামনা সিদ্ধ হইল, সকল সম্পত্তি লাভ হইল। আমরা স্বর্গ নরকের প্রতি দেখিতেছিনা, আমরা ঈশ্বরকেই দেখিতেছি, তাঁহাকেই চাহিতেছি। আমারদের এই ইচ্ছা, যে যত কাল থাকি, তাঁর সঙ্গেই থাকিতে পাই; লোক হইতে লোকান্তরে দিন দিন উন্নত হইয়া তাঁহার সহবাস-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ অধিকাধিক উপভোগ করিতে পারি।

হে পরমাত্মন্! তুমি যখন আমারদের হৃদয়ে এই উন্নত আশা প্রেরণ করিতেছ; তুমি অবশ্যই তাহা পূর্ণ করিবে। এখানে যেমন তোমার সঙ্গে যোগ হইয়াছে, নিত্য কাল তোমারই সঙ্গে থাকিব, এবং তোমার পথে অগ্রসর হইব; এই আমারদের আশা—এই আশা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

—০—

সক্রেটিস।

২৪৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৩৫ পৃষ্ঠার পর।

সক্রেটিসের স্বাভাবিক উজ্জ্বল বুদ্ধি, অতুল তর্কশক্তি ও প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় লোকে দিন দিন প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং তিনি অত্যল্প কাল মধ্যে সুবিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি যে কত দূর পর্য্যন্ত জ্ঞানাভিমান-শূন্য ছিলেন তাহা পশ্চাল্লিখিত বিবরণ দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। একদা কিরোফন নামক তাঁহার প্রিয় বন্ধু কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া দেলফিস্থ সুপ্রসিদ্ধ দেবালয়ের পবিত্র-দেহ তপস্বিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া এই প্রশ্নের সদুত্তর যাচ্ঞা করিলেন, যথা—সক্রেটিসের অপেক্ষা জ্ঞানী কে? তাহাতে দেবানুগৃহিতা সত্য-ভাষিণী তপস্বিনী মুক্তকণ্ঠে কহিলেন যে, সক্রেটিসের তুল্য জ্ঞানবান্ কেহই নাই। কিরোফন এই কথায় সাতিশয় আনন্দিত হইয়া সক্রেটিসকে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু সক্রেটিস তাহা শুনিবামাত্র বিস্ময় যুক্ত ও চিন্তিত হইলেন। তিনি আপনাকে নিতান্ত অজ্ঞ ও ভ্রান্ত বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন, অতএব এ প্রকার দৈব বচন কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে? এই রূপ ভাবনার পর তিনি স্থির করিলেন যে উক্ত বচনের নিগূঢ়ার্থ জানিতে হইবেক, এবং তজ্জন্য তিনি নগরীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের জ্ঞানের তারতম্য পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে এক জন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট গেলেন এবং তাহাকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা দেখিলেন যে, তাহার যে রূপ সুখ্যাতি তদনুযায়ী কিছুই জ্ঞান নাই। কিন্তু সক্রেটিস উক্ত নীতিবেত্তাকে যখন তাহার জ্ঞানের দৌর্ব্বল্য ও অপরিপক্বতার কথা বুঝাইতে গেলেন ত-

খন দেখিলেন যে সেই ব্যক্তি তাহা কোন মতেই স্বীকার করিতে চাহে না। তাহাতে সক্রেটিস এই সিদ্ধান্ত করিলেন " আমাদিগের দুই জনের মধ্যে আমিই সুতরাং বিজ্ঞতর হইলাম, কারণ বস্তুতঃ আমি ও উক্ত নীতিবেত্তা উভয়েই যে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী নহি তাহার কোন সন্দেহ নাই; তবে আমাদিগের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ দেখিতেছি, যে উক্ত নীতিবেত্তা স্বয়ং অজ্ঞ হইয়াও আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করিতেছেন, কিন্তু আমী আপনার জ্ঞানের স্বল্পতা সম্পূর্ণ রূপে জানিতেছি, অতএব অন্যতর ব্যক্তির জ্ঞানাভিমানরূপ যে ভ্রম আছে তাহা আমার নাই।" সক্রেটিস এই প্রকার পরীক্ষা অন্যান্য পণ্ডিতদিগকে লইয়াও করিয়াছিলেন, এবং তাহাতেও তিনি উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে লোকে আত্মাদরের বশীভূত হইয়া আপনার প্রকৃত জ্ঞানাভাব বুঝিতে পারে না সুতরাং জ্ঞান লাভ করিতেও চেষ্টা করে না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে লোকে যাহাতে তৎকাল-প্রচলিত অসার ও কল্পনামূলক দর্শন ও প্রাকৃতিকবিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মানব জাতির প্রকৃত মঙ্গলকর নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রে শিক্ষা করে, ইহাই সক্রেটিসের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার মতে জগতের প্রাকৃতিক ব্যাপার সকলের নিগূঢ় তত্ত্ব মনুষ্যের জ্ঞাতব্য নহে, সুতরাং তাহার অনুসন্ধানে কাল ক্ষেপণ করা নিষ্ফল। বাস্তবিক তৎকালে বিজ্ঞান শাস্ত্রের যে রূপ দুরবস্থা ছিল তাহাতে সহজেই এই প্রকার সিদ্ধান্ত তাঁহার মনে উদয় হইতে পারিত। জ্যোতিষ-গণিত ও অপরাপর প্রচলিত বিদ্যার যে যে অংশ মনুষ্যের প্রয়োজনোপযোগী তাহাই কেবল তিনি শিক্ষা করিতে কহিতেন। অপর, সক্রেটিস জ্ঞান উপার্জ্জনের দুইটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, প্রথম দৈব—যদ্দ্বারা জগৎপতি বজ্রাঘাত উল্কাপাত আদি অদ্ভূত ভৌতিক ঘটনা দ্বারা মনুষ্যকে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, এবং দ্বিতীয়ত যুক্তি—যাহাতে মনুষ্য স্বীয় বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে; এই প্রকার জ্ঞান পরস্পর কথোপকথন, বাদানুবাদ বা বিচার দ্বারা ক্রমশঃ পরিষ্কৃত ও উন্নত হয়। এই দুই উপায়ের মধ্যে দ্বিতীয়ই শ্রেষ্ঠ, এবং তাহা অবলম্বনে আত্মার প্রকৃত বল ও উন্নতি লাভ হয়। এই হেতু সক্রেটিস আত্মজিজ্ঞাসা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া উপদেশ দিতেন। তিনি কহিতেন, যে জীবন জিজ্ঞাসা ব্যতীত অতিবাহিত হয় তাহা জীবনই নহে।

সক্রেটিস যে শিক্ষা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা তিনি স্বীয় জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তিনি যে মনুষ্যগণকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন, এবং এই বিশ্বাসের অনুযায়ী তাঁহার সমস্ত চরিত্র পরিণত হইয়াছিল। অপর, তিনি পাপ ও সাংসারিক প্রলোভনে আকৃষ্ট হইলে, তাঁহাকে সাবধান করনার্থ একটি দৈববাণী শুনিতে পাইতেন। তিনি এই দৈববাণীর প্রতি ভক্তি পূর্ব্বক প্রণিধান করিতেন এবং তদ্দ্বারা তিনি সর্ব্বদা অসৎকর্ম্ম ও অন্যায়াচরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিতেন। এই দৈববাণী কি তাহা সক্রেটিসের ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস লেখকগণ বিভিন্ন প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ কহেন যে তিনি স্বীয় আন্তরিক ধর্ম্মবুদ্ধিকেই দৈববাণী বলিয়া উল্লেখ করিতেন, কিন্তু বাস্তবিক সক্রেটিস ইহাকে

প্রকৃত দৈবাধীন ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনা প্রচার করিয়া গিয়াছিল, সক্রেটিস তৎপরিবর্ত্তে অনেক সদ্ভাবও সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সমুদায় ধর্ম্মই জ্ঞানমূলক, এবং সকল পাপই অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন হয়। যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম তাহাই মনুষ্যের যথার্থ মঙ্গল-জনক। জ্ঞান দ্বারা সেই সত্যের পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং সত্যের অনুগামী হওয়াই ধর্ম্ম। যাহাতে সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখের হ্রাস হয় ইহা সকলেরই চেষ্টা ; কিন্তু মনুষ্য কেবল অজ্ঞানতা বশত সত্য পথ হইতে পরিচ্যুত হইয়া অসুখী ও পাপের ভাগী হয়। কিন্তু জ্ঞাতসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহই আপনার অমঙ্গল করিতে চাহে না। অতএব যখন কোন ব্যক্তি একটি কুপ্রবৃত্তির চরিতার্থ করিতে যায় তখন সে কেবল এই মনে করে যে উক্ত প্রবৃত্তির চরিতার্থতা দ্বারা তাহার সুখ বৃদ্ধি হইবেক অথবা কোন প্রকার ইষ্ট সাধন হইবেক। সুতরাং যদি তাহাকে বুঝান যায় যে বস্তুত তদ্দ্বারা পরিণামে তাহার কেবল অনিষ্টোৎপত্তিরই সম্ভাবনা, তাহা হইলে সে অবশ্যই প্রতি নিবৃত্ত হইবেক। যাহা মন্দ তাহাকে মন্দ জানিয়াও যে মনুষ্য ইচ্ছা করিবেক ইহা সক্রেটীস অসম্ভব বোধ করিতেন। পাপ বহুরূপী, সে নানা প্রকার মনোহর বেশ ধারণ করিয়া এবং সুখরূপ প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া অবোধ লোককে অনায়াসে আকর্ষণ করে। অতএব মনুষ্যকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইতে হইলে প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। লোকে সকল বিষয়ের প্রকৃত তথ্য যত জানিতে থাকে, ততই ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, এবং ততই ধর্ম্মের সহিত প্রকৃত সুখের সম্বন্ধ দেখিতে পায়। সক্রেটিস ধর্ম্মোপদেশ কালে ধর্ম্মের আবহ পবিত্র পরমেশ্বরকে কদাপি বিস্মৃত হইতেন না ; তিনি জগৎ পিতাকে এক মাত্র ধর্ম্মের আকর সকল ও সত্য সকল সৌন্দর্য্যের প্রেরয়িতা রূপে জানিতেন।

সক্রেটিস এই প্রকার উপদেশ কার্য্যে বহু কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি অহঙ্কারশূন্য হইয়া নীচ ও মহৎ, ধনী ও দরিদ্র সকলের নিকট গমন করিতেন এবং সকলের সহিত ভ্রাতৃভাবে সদালাপ করিতেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে এই রূপ নির্ব্বিশেষে কথোপকথন কদাপি নিষ্ফল হইবার নহে, কারণ হয় তাহাতে তিনি আপনি জ্ঞান লাভ করিবেন, নয় অপরকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারিবেন।

কি উপদেশ কালে কি দার্শনিকদিগের সহিত বাদানুবাদ সময়ে, তিনি নির্ভয় চিত্তে স্বীয় মত ব্যক্ত করিতেন ; তজ্জন্য লোকাপবাদ বা লোকের শত্রুতাকে কিছু মাত্র ভয় করিতেন না ; সত্যের যে কি প্রকার প্রভাব তাহা তিনি বিশেষ রূপে জ্ঞাত ছিলেন, সেই সত্যের পবিত্র জ্যোতি লোকের অন্তঃকরণে যাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় ইহাই তাঁহার একান্ত অভিলাষ ও যত্ন ছিল ; এবং এই মহৎ কার্য্যের নিমিত্ত যে তিনি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার চির জীবন মনোমধ্যে বিরাজিত ছিল। তিনি স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তিনি সপ্ততি বৎসর জীবিত ছিলেন কিন্তু উপদেশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অবধি কদাপি আপনার সাংসারিক উন্নতির জন্য ক্ষণ কালের নিমিত্ত চিন্তা করিতেন না। যে সকল

গুণে আত্মার প্রকৃত মহত্ত্ব হয় তাহাতে তিনি ভূষিত ছিলেন।

এই রূপ দৃঢ়ব্রত সত্য-পরায়ণ পর-হিতৈষী ব্যক্তির প্রতি এথিনীয়গণ কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছিল, এই বিষয় অনুধাবন করিতে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সর্ব্বত্রই জনসমাজের অধিকাংশ লোকে কুসংস্কারাবিষ্ট এবং চির প্রচলিত প্রথার দাস। তাহারা নূতন মতের প্রচার বা প্রচলিত প্রথার অন্যথাচরণের প্রতি সর্ব্বদাই বিরুদ্ধ ও খড়্গহস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এথিনীয়দিগের নিকটে সক্রেটিস যে নিন্দাভাজন হইবেন তাহার আশ্চর্য্য নাই। তিনি অত্যল্পকাল মধ্যেই অনেকের শত্রুতায় পতিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার শত্রু-বৃদ্ধির আরও একটি কারণ ছিল, তিনি দার্শনিকগণকে তর্কে পরাজয় করিতেন, তাহাদের কাল্পনিক মত-সকল নির্দ্দয় রূপে খণ্ডন করিতেন, এবং তাহাদের চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া তাহাদের ভ্রম দেখাইয়া দিতেন। ইহাতে প্রথমাবধিই তাহারা পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বিচারে তর্কে তাঁহার সহিত সমকক্ষ হইতে না পারিয়া তাঁহার অনিষ্ট করিবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিল।

তাহারা প্রচার করিতে লাগিল যে সক্রেটিস নগরের নবা সম্প্রদায়কে অসৎ উপদেশ দিতেছেন, নূতন মতের সৃষ্টি করিতেছেন, এবং গ্রাম্য দেবতাগণকে অমান্য করিয়া নাস্তিকতা বিস্তার করিতেছেন। অবশেষে জন-সাধারণে যখন এই রূপে সক্রেটিসের বিপক্ষ হইয়া উঠিল, তখন মেলিটস নামক এক জন সামান্য ব্যক্তি অপর দুই জনের পোষকতায় রীতিমত সক্রেটিসের নামে এক অভিযোগ ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করিল। অভিযোগের আবেদন পত্রে এই প্রকার লিখিত ছিল "সক্রেটিস অপরাধী হইয়াছেন; যেহেতু প্রথমত তিনি নগরীস্থ দেবতাগণকে পূজা করেন না কেবল আপনার কল্পিত নূতন দেবতা সকলের অর্চ্চনা প্রচলিত করিতেছেন, দ্বিতীয়ত তিনি যুবকগণকে কুপথে লইয়া যাইতেছেন।—এই অপরাধে প্রাণ দণ্ড কর্ত্তব্য।" এই অভিযোগের কথা শ্রবণ করিয়া সক্রেটিসের শিষ্যগণ অতিশয় ভীত ও উৎকণ্ঠা যুক্ত হইয়াছিল। তাহারা বিচার কালে উপযুক্ত মত উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার জন্য তাঁহাকে উকীল নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করিল এবং যাহাতে তাঁহার নিরপরাধতা সপ্রমাণ হয় তাহার নানাবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু সক্রেটিস ইহাতে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিচলিত হন নাই; তিনি উক্ত অভিযোগের সংবাদ পাইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন এবং স্বীয় নির্দ্দোষিতার প্রতি নির্ভর করিয়া অকুতোভয় চিত্তে স্বয়ং বিচারের নিরূপিত দিবসে বিচারপতিদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। বিচারালয়ে তাঁহার স্নিগ্ধ গম্ভীর এবং উন্নত মূর্ত্তিতে নির্ভয়তা এবং নির্দ্দোষতা স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত ছিল। অভিযোক্তাগণ তাঁহার প্রতি যে সকল দোষারোপ করিয়াছিল তাহার অমূলকতা তিনি অনায়াসে প্রমাণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি শত্রুদিগের প্রতি তাচ্ছল্য করিয়া তাহাদিগের অভিযোগ খণ্ডন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিলেন না। আপনার জীবন রক্ষার জন্য বিচারপতিদিগের নিকটে যাচঞা করা হীনতা মাত্র বোধ করিলেন। কিন্তু তিনি এথিনীয়দিগের সম্বোধন করিয়া আপনার নিরপরাধতা ও মঙ্গল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিচার-স্থলে যে চির-স্মরণীয় কথা গুলি কহিয়াছিলেন তাহা আমাদের হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখা কর্ত্তব্য। দার্শনিকগণ তর্কে পরাজিত হইয়া কি রূপে তাঁহার পরম

শত্রু হইয়াছিল এবং ক্রমে জন সাধারণেই বা কি রূপে তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিল তাহা তিনি সবিস্তার উল্লেখ করিয়া এই রূপ কহিতে লাগিলেন।

আমার অপবাদকেরা কহেন যে আমি কুশিক্ষা প্রদান করিয়া যুবকগণকে অসৎ পথে লইয়া গিয়াছি। হে এথিনীয়গণ! তোমরা আপনারাই জ্ঞাত আছ যে আমি কদাপি বেতন লইয়া শিক্ষকের ব্যাবসায়ে প্রবৃত্ত হই নাই আমার দরিদ্রতাই ইহার সাক্ষী, আমি অধন সধন সঁকলেরই নিকট আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছি তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং সাধুদিগের সৎকর্ম্ম সাধনে উৎসাহ প্রদান করিয়াছি। শরীর হইতে উৎকৃষ্ট পদার্থ যে আত্মা তাহার উন্নতি সাধন করিতে শিক্ষা দিয়াছি এবং নিরন্তর তোমাদিগকে কহিয়াছি অর্থ হইতে ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় না, বরঞ্চ ধর্ম্ম হইতে অর্থ লাভ হইতে পারে। এই সকল উপদেশ যদি অনিষ্টকর ও কুসংস্কার জনক হয় তবে হে এথিনীয়গণ আমি স্বয়ং আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিতেছি এবং দণ্ডার্হ বটি। আমি যাহা কহিতেছি তাহা যদি অসত্য হয় তবে অবশ্য তোমরা আমার মিথ্যা—বাদিত্ব সপ্রমাণ করিতে পারিবে। এখানে আমার বহুসংখ্যক শিষ্যগণকে উপস্থিত দেখিতেছি তাহারাই অগ্রসর হইয়া এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করুক যদি তাহারা গুরু ভক্তি বা গুরুর অনুরোধ বশত আমার বিপক্ষে কোন কথা কহিতে না চাহে তথাপি তাহাদের পিতা পিতৃব্য এবং জ্ঞাতি বন্ধুগণও মৎপ্রদত্ত শিক্ষার অনিষ্টতা জানিয়া এস্থলে আমাকে অপরাধী করিতে সচেষ্ট হইত। কিন্তু এই সকল ব্যক্তি আমার নিরপরাধতা সপ্রমাণ করিতে ব্যগ্র হইয়াছে।

হে এথিনীয়গণ আমার উপর যে প্রকার আজ্ঞা প্রদান করিতে তোমাদের অভিমত হউক তাহাতে আমি অনুতাপ করি না এবং আমার আচরণেরও পরিবর্ত্তন করিব না, পরমেশ্বর আমাকে যে কর্ম্মের ভার দিয়াছেন তাহা আমি কদাপি পরিত্যাগ করিব না। তিনিই আমাকে স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের উপদেশ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। যখন পোটিডিয়া আম্পিপালিস এবং ডিলিয়মের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আমি নির্ভয় চিত্তে স্বীয় সেনাপতি-নির্দ্দিষ্ট পদে অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইয়াছিলাম; তখন ঈশ্বর আমার ও অন্যের শিক্ষার্থে আমাকে দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনের আদেশ দিয়া, যে পদে স্থাপন করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রাণ-ভয়ে কদাপি পলায়ন করিব না।

যদি তোমরা আমাকে নিরপরাধী জানিয়া অব্যাহতি দাও তথাপি আমি তোমাদের ইহা কহিতে ভীত হইব না যে " হে এথিনীয়গণ! আমি তোমাদিগকে যথেষ্ট সমাদর ও প্রীতি করি তথাপি তোমাদের অপেক্ষা ঈশ্বরকে অধিক মান্য করিব এবং আমার মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা করিতে ত্রুটি করিব না।" আর পূর্ব্ব মত তোমারদিগকে সচেতন ও উৎসাহিত করিতে নিরস্ত হইব না ; এবং নিরন্তর এই প্রকার কহিব " হে প্রিয় বন্ধুগণ হে সুবিখ্যাত নগরীর বীর্য্যবন্ত পৌরগণ তোমরা সত্য সদ্ভাব ও জ্ঞান রূপ অমূল্য ধনকে উপেক্ষা করিয়া ও আপনাদের আত্মার উন্নতি সাধন না করিয়া কেবল অর্থ সঞ্চয় ও সাংসারিক যশ ও সম্ভ্রম প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিতে কি লজ্জা বোধ কর না।"

কোন সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হইতে বিপদের আশঙ্কায় বা প্রাণ ভয়ে বিমুখ

হওয়া কর্ত্তব্য নহে,মৃত্যুকে ভয় করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে বিরত হওয়া অল্প বুদ্ধির কর্ম্ম। তোমরা এ রূপ মনে করিও না যে, আমি এক্ষণে বিচার-পতিগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব এবং অবিহিত উপায়ে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিব। ইহাতে আমি অহংকার প্রকাশ করিতেছি না কিন্তু এ প্রকার যাচ্ঞা করাই অন্যায়। অতএব এক্ষণে আমি কেবল ঈশ্বরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করিয়া আপনাকে তাঁহার ও তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিতেছি; তোমাদের যাহা সুবিচার বোধ হয় তাহাই কর।

যাহারা এই বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কি ছয় শতের মধ্যে হইবেক। সক্রেটিসের বক্তৃতা শেষ হইলে তাহারা কিয়ৎকাল পরামর্শ করিয়া অধিকাংশের মতে সক্রেটিসকে অপরাধী স্থির করিলেক। পরে তাহারা তাঁহাকে অভিযোক্তার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের পরিবর্ত্তে তাঁহার স্বেচ্ছামত অন্য কোন উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিতে কহিল। ইহাতে তিনি অর্থ দণ্ড বা অন্য কোন লঘুতর দণ্ড স্বীকার করিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু সক্রেটিসের প্রায় ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল তিনি বৃদ্ধাবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং তিনি জানিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য প্রায় সংসাধন হইয়াছে, অতএব তিনি সংসার-লীলা সম্বরণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। সুতরাং তিনি গর্ব্বিতস্বরে বিচার-পতিগণকে কহিলেন, যে "আমি আপনাকে দোষী জ্ঞান করি না বরঞ্চ আমাকে পুরস্কার দেওয়া তোমাদের কর্ত্তব্য। আমি যাহা করিয়াছি তন্নিমিত্ত সাধারণ সম্পত্তি হইতে আমি যাবজ্জীবন জীবিকা পাইবার উপযুক্ত, কেবল ব্যবস্থা রক্ষার্থ আমার শিষ্য পেলেটো আমার দণ্ড স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে সম্মত আছেন।" এই কথা শুনিবা মাত্র বিচার পতিগণ মহাক্রুদ্ধ হইল এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ প্রদান করিল,সক্রেটিস এই আদেশ শুনিয়া তাঁহার বিপক্ষ বিচারপতিগণকে সাবধান হইতে কহিলেন, কারণ তাঁহাকে নিহত করিলেই তাহারা অভয় পাইবেক না, তাহাদেরও বিচার কাল আসিবেক। পরে তাঁহার পক্ষীয় ব্যক্তিগণকে তিনি আক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন কারণ মৃত্যু তাঁহার পক্ষে ভালই হইবেক; তাহাতে হয় তিনি অকাতরে দীর্ঘ নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবেন, নয় উৎকৃষ্টতর লোকে উত্তীর্ণ হইয়া দেবতাগণের সহবাস লাভ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইবেন। স্বীয় অপবাদকগণ ও বিচারপতিদিগের প্রতি তাঁহার যে কিছু মাত্র দ্বেষ ভাব বা বৈর ভাব ছিলনা, তাহা তিনি মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন। এবং পরিশেষে তিনি কহিলেন এক্ষণে প্রস্থান করিবার সময় হইয়াছে; আমাকে মৃত্যু মুখে—এবং তোমাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহার্থে যাইতে হইবেক। কিন্তু এই দুই অবস্থার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ তাহা কেবল পরমেশ্বরই জানেন।

সক্রেটিসের প্রাণদণ্ডের আদেশের পর ত্রিংশৎ দিন অতিবাহিত হইয়াছিল, এই সময় তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন, এবং তথায় স্বীয় শিষ্য দিগের সহিত নানা প্রকার কথোপকথনে এবং মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনায় কাল যাপন করিতেন। এক দিনের নিমিত্ত তাঁহার মনের চাঞ্চল্য হয় নাই। তাঁহার এক জন শিষ্য তাঁহাকে পলায়ন করিবার উপায় প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাকে বুঝাইয়া কহিলেন যে, রাজাজ্ঞার অ-

ন্যথাচরণ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার মৃত্যুর কিয়ৎ কাল পূর্ব্বে তিনি আত্মার অমৃতত্ব বিষয়ে শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। পরে উপযুক্ত সময়ে বিষ পূর্ণ পাত্র প্রদত্ত হইলে তিনি ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। যদিও এথিনীয়গণ কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়া তাহাদের পরম হিতৈষী উদার চরিত্র বন্ধুর প্রাণ হত্যা করিলেক। কিন্তু সক্রেটিস তাঁহার শিষ্যদিগের হৃদয়ে সত্যান্বেষণ রূপ যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর সহিত নির্ব্বাণ হইল না। তিনি প্রকৃত জ্ঞান উপার্জ্জনের দ্বার স্বরূপ তর্ক শাস্ত্রের যে সৎপথ প্রদর্শন করিয়া দিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্বরূপ রহিয়াছে। সেই পথের অনুবর্ত্তী হইয়া উন্নত-চিত্ত মহানুভব প্লেটো এবং অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক আরিস্ততল বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কোন সুবিজ্ঞ কবি কহিয়াছেন যে, মহানুভব পুরুষ দিগের জীবন-চরিত পাঠে আমরা এই উপদেশ পাই যে আমরাও আপনাপন জীবনকে উন্নত করিতে পারি। এই সত্যটি সক্রেটিসের বিষয়ে বিশেষ রূপে সংলগ্ন হয়। কারণ তাঁহার দৃষ্টান্তে মনুষ্য জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। যিনি মনুষ্যের মঙ্গল সাধনে আপনার জীবনকে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং সত্যের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার দৃষ্টান্তের অবশ্যই অমোঘ প্রভাব বলিতে হইবেক। যত দিন পৃথিবীতে সত্যের সমাদর থাকিবেক তত দিন সক্রেটিসের নাম পরিকীর্ত্তিত হইবেক। যাঁহারা এক্ষণে আমাদের হতভাগ্য বঙ্গ ভূমিতে সত্যের প্রচারে ব্রতী হইয়া অধর্ম্ম ও কুসংস্কারের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং তজ্জন্য নানা প্রকার তাড়না ও ক্লেশ সহ্য করিতেছেন তাঁহারা যেন সক্রেটিসের দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অধিকতর বল ও উৎসাহের সহিত আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হন।

—•—

সংবাদ সার।

গত বারের পত্রিকাতে আমরা পাঠক বর্গকে জ্ঞাত করিয়াছিলাম যে নদিয়া জিলাস্থ বাগআঁচড়া গ্রামে কতকগুলি পরিবার এক কালে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সম্প্রতি এখান হইতে এক জন সাধু-চরিত্র ব্রাহ্ম উক্ত স্থানে গমন করিয়া নয় দিবসমাত্র তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং এই অল্পকালমধ্যেই তিনি, ২৩টী পরিবারকে যথাসাধ্য ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আসিয়াছেন; তিনি আর অধিককাল তথায় বাস করিতে পারিলে যে, ইহা অপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতে শক্ত হইতেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা যে ১৫০টী পরিবারের কথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম এইক্ষণে অবগত হইলাম যে,তাহারা সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহে কিন্তু অতি সামান্য চেষ্টাতে যে তাহাদের মধ্যে ৫০। ৬০টীকে সত্যের পথে আনা যায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রচারক মহাশয় বাগআঁচড়া গ্রামে একটী সমাজ স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন, এবং শীঘ্রই পুনর্ব্বার গমন করিয়া একটী ইংরাজী এবং বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তত্রত্য লোকদিগের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধা প্রীতি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

অতি অল্প দিন মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ব্রহ্মানন্দ মহাশয় বোম্বাই প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার মানসে গমন করিবেন। এই কার্য্যে যে, ভারত বর্ষের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে, তাহা পাঠক মাত্রেরই বোধগম্য হইবে। বোম্বাই বাসীগণের ধর্ম্মাভাবের জন্য আমরা সততই দুঃখিত, পরমেশ্বর আমাদিগের এই দুঃখ দূর করুন।

সোম প্রকাশ সংবাদপত্র পাঠে দৃষ্ট হইল যে, তাহার সম্পাদক একটী প্রাতঃকালের এবং একটী

সায়ংকালের প্রার্থনা প্রস্তুত করিয়া “আরাধনা” তাহাদের নাম-করণ করিয়াছেন। এই “আরাধনা” দ্বয়ের মধ্যে “সূর্য্য, মলয় পবন, ও পক্ষিগণ যেমন ঈশ্বরের মহিমার পরিচয় দিতেছে,” তিনিও সেই রূপ পরমপিতার মহিমার পরিচয় দিবার জন্য এবং বিনয়াদি গুণ দ্বারা সকলের স্নেহ-ভাজন হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার আন্তরিক সাধু ইচ্ছা সফল করুন এবং তাঁহাকে এ রূপ শুভ বুদ্ধি দান করুন, যেন তিনি প্রার্থনার বিরোধে আর কখন কোন কথা প্রয়োগ না করেন।

সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ গ্লেসর সাহেব ব্যোম-যানারোহণ করিয়া ঊর্দ্ধে বহু দূর উত্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। “যখন আমরা তিন ক্রোশাধিক উত্থান করিলাম, তখন পারদ দণ্ড বিন্দু চিহ্ন নিম্নস্থ তৃতীয় চতুর্থাঙ্ক নির্দ্দেশ করিতে লাগিল। এ কাল পর্য্যন্ত নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ায় কোন কষ্ট অনুভব করি নাই, কিন্তু শীঘ্রই শরীর মধ্যে এক প্রকার অসুখ হইতে লাগিল। নিকটস্থিত মদিরা-পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ পান করিবার মানসে হস্ত প্রসারণ করিতে গিয়া দেখিলাম যে হস্ত অসাড় ও বল-হীন হইয়া গিয়াছে। চক্ষুতে ক্রমে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম, সহচরের নিকট ক্লেশ প্রকাশ করিতে গিয়া দেখিলাম বাক্‌রোধ হইয়াছে। ক্রমে তথায় অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, তাহার মধ্যে আমার সহচরের অবয়ব অতি অল্প অল্প দেখিতে পাইতে লাগিলাম। আমার বোধ হইল শীঘ্রই অচেতন হইব, পরে একবারে চৈতন্য-শূন্য হইলাম।” তাঁহার সহচরও অচেতন প্রায় হইয়াছিলেন, তিনি আসন্ন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া এবং হস্ত পরিচালনে অক্ষম হইয়া দন্ত দ্বারা বাষ্পাধারের রজ্জু বারম্বার শিথিল করাতে ব্যোমযান ক্রমে অধোগামী হইতে লাগিল। ব্যোমযানস্থ জল এমত জমিয়া গিয়াছিল যে পৃথিবীতে আসিবার এক ঘন্টা কাল পর পর্য্যন্ত তাহা তুষারাবস্থায় ছিল। গ্লেসর সাহেব ছয়টী কপোত লইয়া গিয়াছিলেন, কিয়দ্দূরে একটীকে ছাড়িয়া দিলে তাহা কাগজ খণ্ডের ন্যায় এক কালে পৃথিবীর দিকে নিপতিত হইল, এক নিমেষও শূন্যে তিষ্ঠিতে পারিল না, অপর একটী মৃত হইয়া গেল, তৃতীয়টী ধরাতলে আনীত হইলেও কোন ক্রমে শরীর পরিচালন বা কিছু আহার করিতে পারিল না। গ্লেসর সাহেব যত ঊর্দ্ধে গমন করিয়াছিলেন মনুষ্য মধ্যে এত দূর কেহই গমন করে নাই। ইহা দ্বারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের বহু উপকার হইয়াছে। জ্ঞান অন্বেষণে মনুষ্য জীবন পর্য্যন্ত বলিদান দিতে সঙ্কুচিত হয় না। যদি গ্লেসর সাহেবের সহচরের হস্তের ন্যায় দন্তও বল-হীন হইয়া পড়িত, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কি দশা হইত, তাঁহারা কোথায় যাইতেন কিছুই বলা যায় না।

গত ২৭ পৌষ রবিবারে বৈদ্যবাটী গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াচরণ গুপ্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে তাঁহার মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, এতদুপলক্ষে বৈদ্যবাটীতে কলিকাতার অনেকানেক ব্রাহ্ম উপনীত ছিলেন। গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ তাবৎ লোকের বিরুদ্ধে অভয়াচরণ বাবু অভয় হৃদয়ে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়া সাধারণের অবজ্ঞা, নিন্দা ও অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। পরমেশ্বর তাঁহার মনে ধর্ম্ম-বল প্রেরণ করুন। ব্রহ্মোপাসনার মহদ্ভাবে বিস্মিত হইয়া গ্রামস্থ অপর সাধারণ সকল লোকেই সাধুবাদ করিতে লাগিল এবং যাহারা শত্রুতা করিতে আসিয়াছিল, তাহারা পর্য্যন্ত কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিল।

মজিলপুর গ্রামে ব্রাহ্মবর শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্ত এবং তাঁহার কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধু একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন মানসে একখানি ঘর প্রস্তুত করাতে তত্রত্য জমিদার আপনার লোক দ্বারা তাহা ভগ্ন করাইয়া তৎসম্বন্ধীয় বংশ রজ্জু ইত্যাদি অন্যান্য বস্তু ভস্মসাৎ করিলেন, এবং অবিকল সেই স্থানে দুই দিবসের মধ্যে আর এক খানি ঘর নির্ম্মিত করিয়া কালীনাথ বাবুর নামে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মিথ্যা অভিযোগ করিলেন। বিচার-কর্ত্তা জমিদারের লোকদিগকে তিন মাস কারা-রুদ্ধ হইবার আদেশ দিলেন এবং জমিদারের মোক্তেয়ারকে কার্য্যচ্যুত করিলেন। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া জমিদারগণ যেন সাবধান হন, এবং সাধুদিগের সহিত শত্রুতাচরণ না করেন।

আমাদিগের পাঠকবর্গ সকলেই অবগত আছেন যে, সূর্য্য একটী প্রকাণ্ড তমসাবৃত জড় পিণ্ড, তাহার নিজের কোন জ্যোতি নাই, কেবল এক প্রকার উজ্জ্বল তেজঃ-পুঞ্জ পদার্থে আবৃত হইয়াই জগতে আলোক ও উষ্ণতা প্রদান করে। ইউরোপীয় এক জন পণ্ডিত সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন যে, এই তেজোময় আবরণ কতকগুলি তরল সূক্ষ্ম সুদীর্ঘ পদার্থ-রাশির সমষ্টি মাত্র। উক্ত তরল পদার্থ-রাশি-সমূহ ভয়ানক বেগ সহকারে নদীর ন্যায় সূর্য্য-পৃষ্ঠে নানা প্রকারে নানা দিকে নিয়তই ভ্রমণ করিতেছে, এবং যে যে স্থানে তাহারা সংযুক্ত না হইয়াছে, সেই সেই স্থানে সূর্য্য-গর্ভস্থ অন্ধকার-পূর্ণ দ্রব্য-পিণ্ড দৃষ্টি-গোচর হয় এবং এই স্থান গুলিই এত কাল সূর্য্য-কলঙ্ক বা সূর্য্য-চিহ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। প্রাগুক্ত তেজোময় পদার্থ-স্রোতে এই চিহ্ন-নিচয়

এক এক বার অদৃশ্য হইয়া যায় এবং পুনর্ব্বার দৃশ্যমান হয়। যদি কেহ একটী কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার কাষ্ঠ ফলকে কতকগুলি সূক্ষ্ম দীর্ঘ এবং শুভ্র কাগজ খণ্ড সংযুক্ত করিয়া স্থানে স্থানে ঐ কাষ্ঠ ফলককে অনাবৃত রাখেন, এবং এই সকল কাগজ খণ্ডকে নানা দিকে ঘূর্ণায়মাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে কিয়ৎ পরিমাণে আবিষ্কৃত বিষয় বুঝিতে পারিবেন। বিশ্বপতির রচনা-কৌশল কে বুঝিতে পারে, বাহ্য জগতে বা অন্তর্জগতে "যে দিকে দেখি, তাঁহারি মহিমা"।

অষ্ট্রীয়াস্থ এক জন বিজ্ঞানবিৎ বাগ্‌যন্ত্রবীক্ষণ নামক একটী অতি আশ্চর্য্যকর যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা কণ্ঠাভ্যন্তরস্থিত বায়ু-গমনাগমন-প্রণালী এবং শব্দ-নিঃসরণ কৌশল চাক্ষুষ দৃষ্টি করা যায়। এই যন্ত্রের অধোভাগে একখানি কুব্‌জাকার দর্পণ (Concave Mirror) আছে এবং তাহার উপরি ভাগে আর একখানি ক্ষুদ্র সামান্য দর্পণ আছে। শেষোক্ত দর্পণ খানির পশ্চাদ্ভাগ ঈষদবনত ভাবে কণ্ঠমেরুর সহিত ৪৫° লঘু কোণে উপজিহ্বার উপর সংস্থাপিত হইলে উপরোক্ত কুব্‌জাকার দর্পণ হইতে সূর্য্যালোক বা দীপালোক সেই ক্ষুদ্র দর্পণখানিতে পতিত হয় এবং সেই সময় শব্দ নিঃসরণ ও কণ্ঠাভ্যন্তরস্থ অন্যান্য কার্য্য তাহাতে প্রতিফলিত হয়। পরে যন্ত্র সম্বলিত অপর এক খানি দর্পণে দর্শকগণ এবং যন্ত্র-নির্ম্মাতা সকলেই তত্তাবৎ সম্যক্ রূপে দেখিতে পান। এই যন্ত্রের সাহায্যে কণ্ঠ-সম্বন্ধীয় বহু বিস্ময়কর ব্যাপার মনুষ্যের গোচর হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। এতৎ-পূর্ব্বে বন্দুকের গুলি দ্বারা এক ব্যক্তির উদরে ছিদ্র হইয়া গেলে ছিদ্র সহিত তাহাকে আরোগ্য করিয়া তদ্দ্বারা যেমন পরিপাক প্রণালী সম্যক্ রূপে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এই যন্ত্র দ্বারা সেই রূপ শব্দ যন্ত্র সম্বন্ধীয় সকল বিষয় আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইবে সন্দেহ নাই।

মেদিনী পুরস্থ ব্রাহ্মদিগের সচ্চরিত্রতার কথা শুনিয়া আমরা নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। তাঁহারা লোকাপবাদ ভয় পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন জন্য অতি সামান্য অবস্থা অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিতও হয়েন না। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন স্বীয় "খুল্‌ভাতের ক্ষেত্রের শস্য আপনি স্বহস্তে কাটিয়াছেন, কাটিবার সময় একটী গীত তৎক্ষণাৎ রচনা করিয়া গাইতে লাগিলেন, সেটী নিকটস্থ কৃষকদিগের এমনি ভাল লাগিল যে তাহারা সকলেই সমস্বরে ঈশ্বরের গুণ গান করিতে লাগিল।"

বিশেষ রূপে অবগত হওয়াগেল যে কর্ণাট, রাজপুতানা, সৌরাষ্ট্র, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা দিন দিন প্রচারিত হইতেছে। এই সকল স্থান হইতে সময়ে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে পত্রাদি আসিতেছে।

—০—

প্রেরিত।

আমি হুগলী জেলান্তর্গত চন্দ্রকণান্তঃপাতী আগড়-পুষুরি ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে গত দুর্গোৎসবাবকাশ-কালে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করিয়াছিলাম, তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ বিদিত করিতেছি। আমি যথায় গমন করিয়াছিলাম, তথায় কি বিদ্যালয় কি কোন প্রকার সভা কিছুই নাই; নিবাসীরা ঘোর অসভ্য, কেবল কৃষি-কার্য্য দ্বারাই আপনাপন জীবন যাত্রা কথঞ্চিৎ রূপে নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহাদিগকে দুশ্ছেদ্য পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত করিয়া পরম পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতে কয়েক দিবসের মধ্যেই যে আনয়ন করিতে পারিব, ইহা কখনই সম্ভব নহে। তবে পরমেশ্বর আপনার কার্য্য তাঁহার এই অল্পমতি দাস দ্বারা যাহা কিছু সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাই এ স্থলে সংক্ষেপ অবিকল লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১ কার্ত্তিক শনিবার।

আমরা এখান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রায় ২৪। ২৫ ক্রোশ অন্তর আগড়পুষুরি নামক গ্রামে প্রচারণ মানসে নৌকা যোগে গমন কালে পথিমধ্যে রাত্রিকালে অপর দুইজন ঐ দেশীয় শূদ্র জাতির সহিত কতক সময় ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিলাম। তাহাতে প্রথমতঃ অসীম আকাশে চন্দ্র সূর্য্য তারা ও পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ ও উপগ্রহগণের গতিবিধি এবং শূন্যমার্গে অবস্থিতির বিষয় তাঁহাদিগকে সাধ্যমত হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলে, তাঁহারা আশ্চর্য্যে মোহিত হইলেন; এবং সেই সর্ব্বনিয়ন্তার সর্ব্ব নিয়ম কৌশল যে পরম আশ্চর্য্য জনক, তাহা তাঁহাদের বিলক্ষণ প্রতীত হইল। জগদীশ্বর যে, আমাদের প্রতি প্রতিনিয়ত অজস্রধারে করুণা-বারি বর্ষণ করিতেছেন, তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণন করিলে তাঁহারা প্রীতি-রসে আর্দ্র হইয়া ঈশ্বরকে হৃদয়াভ্যন্তর হইতে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে আমাদিগের নৌকোপরি জ্যোৎস্না পতিত হইয়াছিল বলিয়াই চন্দ্র সূর্য্যের কথা আইসে, এবং তাহাতে আমি তাঁহাদিগের নিকটে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য নিয়ম কৌশল ব্যক্ত ও তাঁহার অসীম করুণার পরিচয় প্রদান করিতে অবসর প্রাপ্ত

হইয়াছিলাম। নতুবা বোধ হয় হয়তো তৎকালে তথায় ঈশ্বরের প্রসঙ্গও আসিত না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমরা দৃঢ় রূপ জানিতেছি, যে ঈশ্বর আপনার কার্য্য আপনিই করেন।

২ কার্ত্তিক রবিবার।

অদ্যও আমাদিগকে নৌকায় থাকিতে হয়। গত দিবসে যাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্ম কথা কহিয়াছিলাম অদ্যও তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম্ম-বিষয়েই আলাপ করিয়া সময় অতিবাহিত করিয়াছিলাম। পরে আমরা আগড়ে উপস্থিত হইলে আর তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। ইহাতে বোধ হইল, যে তাঁহারা উপযুক্ত উপদেশ পাইলে অল্প-দিবস মধ্যেই এক এক জন যথার্থ ব্রাহ্ম হইতে পারিতেন। ঈশ্বর কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না। তিনি হয়তো আবার উক্ত লোকদিগকে কোন সদ্ব্রাহ্মের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া তাঁহাদিগকে আপনার সুশীতল ক্রোড়ের আশ্রয় প্রদান করিবেন।

৩ কার্ত্তিক সোমবার।

আগড় হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ পশ্চিমে সাটি তেঁতুল নামে এক গণ্ডগ্রাম আছে। অদ্য অপরাহ্নে উক্ত গ্রামের তারাচাঁদ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির আলয়ে গমন করি। উক্ত মণ্ডল মহাশয় নিতান্ত সঙ্গীত-প্রিয়, এবং তিনি নিজেও সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইলে, তিনি যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক আমাদিগকে বসাইলেন। ক্রমে ক্রমে তথায় বহু লোকের সমাগম হইলে প্রথমে দেশের উন্নতি বিষয়ক বক্তৃতা এবং শেষে কিয়ৎক্ষণ ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিলাম। অর্থাৎ যদিও আমরা তাঁহার আজ্ঞা পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন করিতেছি, তথাপি আমরা তাঁহার কৃপায় এপর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে জীবিত রহিয়াছি, ও নানা প্রকার সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করিতেছি ইত্যাদি শ্রবণে তাঁহারা সকলেই যথেষ্ট আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। রাত্রি অধিক হওয়াতে আমরা সে দিবস পুনরায় আগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

দেশের উন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তচ্ছ্রবণে সকলেরই মুখমণ্ডলে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ-চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল। সকলেই উক্ত গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে গাঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই উপযুক্ত লোক না থাকাতে তাঁহারা উক্ত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসগ্রাম এই আগড়ের অতি সান্নিধ্যে; তিনি যে অদ্যাবধিও এই সৎ ও মহৎ কার্য্য সাধনে উদাসীন রহিয়াছেন, ইহাই পরম আশ্চর্য্য। যাহা হউক, স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মারা যদি সময়ে সময়ে এই স্থানে আগমন করিয়া বিদ্যাবীজ রোপণ করেন, তাহা হইলে এখানকার লোকদিগের পরম উপকার সাধন করা হয়। এখানে লোকেরা বিদ্যাবান্ হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার অধিক অসুবিধা থাকে না।

৪ কার্ত্তিক মঙ্গলবার।

অদ্য কোন প্রকার সুবিধা না পাওয়াতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য বহির্গমন করা হয় নাই। কেবল বাসা-গৃহে দিবস অতিবাহিত করিয়াছি।

৫ কার্ত্তিক বুধবার।

এই দিবস আগড় হইতে প্রায় দেড় পোয়া পথ অন্তর পুর্ষুড়ি নামক গ্রামে তিতু কর নামক সম্ভ্রান্ত কোন কায়স্থ মনুষ্যের বাটীতে গমন করা হয়। তাহাতে তাঁহারা যথেষ্ট সম্মান পূর্ব্বক আসন প্রদান করেন। সে স্থানেও বহু লোকের সমাগম হয়। তথায় কোন বিদ্যালয় বা বিদ্যালোচনা না থাকাতে পূর্ব্বের ন্যায় অনেক দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক যাহাতে তথায় বিদ্যার উন্নতি হয় এবং ক্রমে ক্রমে তদ্দ্বারা কি প্রকারে উন্নতি হইতে পারে তাহার বিস্তারিত বাহুল্যরূপে বর্ণন এবং অবশেষে ধর্ম্মই যে আমাদের একমাত্র জীবনের লক্ষ্য ও বন্ধু তাহা বিশেষ রূপে বলিয়া ধর্ম্ম উন্নতি যাহাতে হয়, তদ্বিষয়েও কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া সে দিবস পুনরাগমন করিলাম।

৬ কার্ত্তিক গুরুবার।

অদ্য প্রাতেই ঈশান নামক কোন ব্রাহ্মণ-সন্তান (তিনি তথায় পৌরোহিত্য, কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন) আমাদের কথা শুনিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে আমাদের কাছে রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিতে লাগিলাম। তিনি ক্রমে ক্রমে আমাদিগকে যত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা সাধ্য মতে তাহার সকলগুলিরই সদুত্তর প্রদান করিলাম। আমরা তাঁহাকে যে কয়েকটী ধর্ম্ম বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কোন প্রকার ধর্ম্ম পুস্তকে তাঁহার দৃষ্টি না থাকাতে একটীরও উত্তর করিতে তিনি সমর্থ হয়েন নাই। আমাদিগের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে যে পুস্তক ছিল, তাহা তাঁহাকে পাঠার্থ দেওয়াতে তিনি তৎপাঠে পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। কহিলেন "ব্রাহ্মধর্ম্মই জগতের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্মই অনন্ত কালের ধর্ম্ম। এ

ধর্ম্মের শরণ-গ্রহণ করিলে সংসারের পাপ-তাপ হইতে অনায়াসেই মুক্ত হওয়া যায়।” পুরোহিত মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্মে যে রূপ নিষ্ঠা দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয় ভরণ-পোষণের কোন উপায় করিয়া দিলে ইনি সপরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন(১)।

১৭ কার্ত্তিক সোমবার প্রাতেঃ আমরা কলিকাতায় আগমন করি। ইহার পূর্ব্বে কয়েক দিন কতক স্থানে প্রচার করি, কোন্ কোন দিন বা কেহ কেহ আমাদিগের বাসায় আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ লইয়া যান। যাহা হউক, দেশীয় লোকদিগের মনোগত অভিপ্রায় দেখিয়া স্পষ্ট রূপে জানিয়াছি, যে অল্প পরিশ্রম করিলে সকলকেই ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে আনয়ন করিতে পারা যায়। “যত শস্য তত শস্যচ্ছেদক নাই।”

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

কলিকাতা; যোড়াসাঁকো ১৭৮৫ শক।

নূতন পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে, নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। “অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত” এই পুস্তক খানি “পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও প্রকটন সভা” হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃত অনুতাপ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে যে, তাহার পাপ এবং মলীনতা কিপ্রকারে প্রক্ষালিত হইয়া যায়, তাহা এই পুস্তক খানি পাঠ করিলে বোধ গম্য হইবে। প্রায়শ্চিত্ত অন্তরে, পাপের শান্তি পাপী ভিন্ন অন্য কাহাকেও সম্ভবে না, ঈশ্বর, পাপী তাপীকেও মঙ্গল ছায়া প্রদান করেন, এই যে সকল ব্রাহ্মধর্ম্মের মহাবাক্য, তাহা এই পুস্তক পাঠে বিশেষ রূপে অনুভূত হইবে।

২। “রম্যপাঠ” পাবনা উদ্যোগবিধায়িনী সভা হইতে শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু গোস্বামী দ্বারা এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা সহজ এবং অসংযুক্ত বর্ণে লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণের উপকার হইতে পারে।

৩। “জানকী নাটক” শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়া ঢাকা ইমামগঞ্জ সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। “ব্যবস্থাদর্পণ” শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

(১) ভরণ পোষণের উপায় স্বরূপ অর্থ দিয়া ব্রাহ্ম করা ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব সঙ্গত নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম অমূল্য রত্ন তাহা অর্থ দ্বারা ক্রয় করা যায় না।

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য।৶০ ছয় আনা মাত্র। ৬ মাঘ সোমবার সম্বৎ ১৯২১ কলিগতাব্দ ৪৯৬৫।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

চতুস্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা।

১১ মাঘ ১৭৮৫ শক।

অদ্যকার মহোৎসবে কেবল সেই মহান্ পুরুষের মঙ্গল জ্যোতিই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ দেখিতেছি, সেই করুণাময়ের করুণাই সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্বই অনুভব করিতেছি। সেই আদি দেবতা—সেই অনাদি দেবতা আজি সমস্ত দিনই আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত আছেন এবং প্রতিক্ষণে আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতেছেন। আজি যে দিকে চাহিতেছি, তাঁহাকেই দেখিতেছি, করতল-ন্যস্ত আমলকের ন্যায় তাঁহারই সত্ত্বা প্রতীতি করিতেছি। সূর্য্যের দিকে চাহিতেছি, সেই প্রেম-সূর্য্যকেই দেখিতেছি, সুধাকরের দিকে চাহিতেছি, সেই প্রেম-সুধার আকরকেই দেখিতেছি, যখন আত্মার পানে চাহিতেছি, তখন আত্মার আত্মাকে দেখিয়া আপ্যায়িত হইতেছি। এই আলোক তাঁহারই জ্যোতি ধারণ করিতেছে, এই সমীরণ তাঁহাকেই উদ্বোধন করিয়া দিতেছে, এই গৃহ তাঁহারই আবির্ভাবে উজ্জ্বলিত হইয়াছে। বাহিরে যেমন পূর্ণ-চন্দ্র উদয় হইয়া সহস্র-ধারে সুধা বর্ষণ করিতেছে, সেইরূপ অন্তরে সেই প্রেম-শশী উদয় হইয়া অনুপম জ্যোৎস্না-রাশি প্রকাশিত করিতেছেন। আজি আমাদের হৃৎ-পদ্ম ঊর্দ্ধমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে প্রীতি-সৌরভ প্রদান করিতেছে; আবার তিনি আমাদের হৃদয়ের সমস্তাৎ অধিকার করিয়া মুক্ত-হস্তে আনন্দ বিতরণ করিতেছেন।

এই জ্ঞান-গোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষ সকলেরই নিকটে বিরাজ করিতেছেন, জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর, এখনই চরিতার্থ হইবে। হৃদয়-মন্দিরের মোহ-কবাট উদ্ঘাটন কর, এখনই সেই স্বর্গীয় জ্যোতি তাহাতে প্রবেশ করিয়া শোক, তাপ, হৃদয়-জ্বালা সকলই দূরীকৃত করিবে। এমন সন্তাপ-হারিণী মূর্ত্তি আর কোথাও নাই।

একাগ্র-চিত্ত ব্রাহ্মগণ! তোমরা অবশ্যই সেই সর্ব্ব-সন্তাপ-হারিণী মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিতেছ। অবশ্যই সেই হৃদয়-নাথকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছ,

তোমাদের কৃতজ্ঞতা, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, একত্র হইয়া অবশ্যই সেই দেবদেবের আরাধনা করিতেছে। তোমরাই ধন্য, তোমাদিগের জন্যই এই আনন্দময় মহোৎসব। অজিতেন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত বিক্ষিপ্ত-চিত্ত লোকে এই উৎসবের মধুরতা কি বুঝিবে। যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের উপর—প্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব করিতে শিখিয়াছেন, ব্রহ্মানুরাগের আঘাতে বিষয়াসক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন, দিগ্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় চিত্তকে একাগ্র করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, এই উৎসব-ক্ষেত্রে কার মঙ্গল-জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। যাঁহার কোমল-হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইয়াছে, প্রীতি-রসে উচ্ছলিত হইতেছে, শ্রদ্ধার আবেশে তটস্থ হইয়াছে, তিনিই বলুন এই উৎসব-ক্ষেত্রে কোন্ মঙ্গল জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। যেমন আলোকের অস্তিত্বে চক্ষু ব্যতীত আর প্রমাণ নাই, সেইরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারে আত্মা ব্যতীত আর সাক্ষী নাই। যিনি তাঁহাকে দেখিতেছেন, তিনি আপনিই জানিয়াছেন; তিনি আর কাহাকেও জানাইতে পারেন না। সেই জ্ঞান-গোচর সুন্দর পুরুষ যে সাধু-জনের হৃদয় মন্দিরে অতিথি হন, সেই সাধুই একাকী প্রীতি-পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করেন। তিনি আশ্চর্য্যে স্তব্ধ হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাবান্তর প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার হৃদয় হইতে ধন্যবাদ এবং চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে থাকে। তৎসদৃশ সাধক ব্যতীত আর কে এই রহস্যের মর্ম্মগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে?

অদ্য ব্রহ্মপরায়ণ সাধকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, তাঁহারা কি উজ্জ্বলতর জ্যোতি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডল কি অন্তঃস্ফূর্য্য আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে। তাঁহাদের তদ্গতচিত্ততা কি আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারা এই আলোকের মধ্যে এক অলৌকিক আলোক অবলোকন করিতেছেন, এই জন-সম্বাধ স্থানে এক নির্লিপ্ত পুরুষকে উপলব্ধি করিতেছেন, হৃদয়ের চিরকাঙ্ক্ষিত ধনকে প্রাপ্ত হইয়া আপ্তকাম হইয়াছেন। এখানকার প্রত্যেক ব্রহ্মধ্বনি, প্রত্যেক ব্রহ্ম-সংগীত তাঁহাদের কর্ণে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতেছে, প্রত্যেক স্থান তাঁহারা সেই প্রেমময় পুরুষ দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতেছেন। ইহাঁরাই ধন্য, ইহাঁদের জন্যই এই আনন্দময় মহোৎসব।

আমাদের উৎসব কেবল বাহ্য আড়ম্বরেই অলঙ্কৃত নহে, কিন্তু সেই প্রাণ-স্বরূপের আবির্ভাবে ইহা জীবন্ত ভাব প্রকাশ করিতেছে। অদ্যকার উৎসব সাধুগণের সাধু ভাব বর্দ্ধিত করিতেছে, অসাধুগণকে সাধুভাবে আকর্ষণ করিতেছে; নির্ভয়-চিত্ত উদ্যোগী পুরুষের উৎসাহ গুণ দ্বিগুণ করিতেছে, দুর্ব্বল ভীরুগণের হৃদয়ে সাহস দান করিতেছে, ঈশ্বরের পিতৃভাব প্রদর্শন করিতেছে, মনুষ্যের ভ্রাতৃ-ভাব উজ্জ্বল করিতেছে; ইহলোকেই সেই স্বর্গ ধামের আভাস প্রদর্শন করিতেছে। ঈশ্বর এই উৎসবের প্রেরয়িতা এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই জন্যই ইহা এমন আনন্দজনক; এই উৎসবে সেই মঙ্গলময় পুরুষের আবির্ভাব হয়, এই জন্যই ইহার এত গৌরব। যে ব্রাহ্ম এই উৎসবের অংশভাগী হন, তাঁহার আত্মা সহস্রগুণ বল ধারণ করে, এই জন্যই ব্রাহ্মেরা এই উৎসবের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। সর্ব্ব-সন্তাপ-হারী অমৃতময় পুরুষের আলিঙ্গনে আত্মাকে শীতল করা, তাঁহার প্রেম-মুখ দর্শন করিয়া আত্মাকে জীবন্ত করা, তাঁহার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র হওয়া এই উৎসবের উদ্দেশ্য।

সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, বিপদের সহিত বন্ধুতা করিতে হইবে, শোক দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিতে হইবে, ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, এই সকল বিষয়ে প্রস্তুত হইবার জন্য অমৃতময় পিতার নিকট অমৃত পান করা এবং ব্রহ্মপরায়ণ ভগবদ্ভক্তের উৎসাহকর সংসর্গ লাভ করা এই উৎসবের উদ্দেশ্য।

ধনী ও দীন হীন, বিদ্বান্ ও মূর্খ, সাধু ও অসাধু, সাহসী ও ভীরু সকলেরই জন্য এই উৎসবের দ্বার উদ্ঘাটিত আছে। আমাদের ঈশ্বর যেমন সকলেরই ঈশ্বর, আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন সকলেরই ধর্ম্ম, আমাদের উৎসব তেমনি সকলেরই উৎসব। কিন্তু ঈশ্বর যাঁহার লক্ষ্য এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম যাঁহার সহায়, তিনি ব্যতীত আর কেহই ইহার ত্রিসীমায় আগমন করিতে সমর্থ হইবে না। যাঁর চক্ষু আছে, তিনি এই উৎসব দর্শন করিতেছেন, যাঁর কর্ণ আছে, তিনি ইহার আনন্দ-ধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন; কিন্তু যিনি ব্রাহ্ম, তিনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ উত্থিত হইতেছে। কোন্ ব্যক্তি কি অভিসন্ধিতে এই উৎসব-গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহার কিছুই জানি না। কিন্তু যাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহার চক্ষু সকলের প্রতিই আছে; তিনি সকলেরই অভিসন্ধি অবধারণ করিতেছেন। তিনি তাঁর আতিথ্য-শালায় সকলকেই আহ্বান করিয়াছেন, এবং সকলকেই পরিবেশন করিবার জন্য মুক্ত-হস্ত হইয়া আছেন; কিন্তু যাঁহারা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইয়া গমন করিবেন, আর সকলকেই শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আবার ক্ষুধার্ত্তগণের মধ্যে যাঁহার যে পরিমাণ ক্ষুধা, তিনি তাঁহাকে সেই পরিমাণেই পরিবেশন করিবেন, কিছু মাত্র অবিচার হইবে না। তাঁর আধ্যাত্মিক সদাব্রতের আশ্চর্য্য ভাব! কত শত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও ইহার পথ দেখিতে পান না; কত শত চক্ষুহীন অন্ধও অনায়াসে এই পথে আগমন করেন। কত শত বিদ্বান্ ইহার সন্ধানও পান না, কিন্তু কত শত মূর্খও ইহার সন্ধান পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছেন। যাঁহারা এই সদাব্রতে কখন আতিথ্য গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা অন্যের মুখে শুনিয়া ইহার ভাব গ্রহ করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহারাই ধন্য, যাঁহারা এই উদার-প্রেমের পরিবেশন পাইয়া একবার মাত্রও পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

আমরা এই দ্বারের চির ভিখারী; এই প্রেম-স্বরূপই আমাদের পিতা, ইনিই আমাদের মাতা, ইনিই আমাদের বন্ধু এবং ইনিই আমাদের সর্ব্বস্ব। যখন আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হই, তখন ইহাঁর নিকটে আসিয়া তৃপ্তি লাভ করি, যখন কঠোর পরিশ্রমে কাতর হই, ইহাঁরই ক্রোড়ে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করি, যখন সংসারে আঘাত পাই, তখন আরামের জন্য ইহাঁরই মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, যখন বিপদ্-সাগরে নিমগ্ন হই, তখন ইহাঁরই হস্ত অবলম্বন করি, যখন শোকানলে দগ্ধ হই, তখন এই অমৃত-সাগরে অবগাহন করিয়া শীতল হই। আমাদের যাহা কিছু অভাব, যাহা কিছু কামনা এই বাঞ্ছাকল্প-তরুর নিকটে সকলই নিবেদন করি; এবং ইহাঁর আদেশ জানিবার জন্য ইহাঁর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি। ইনি যাহা কিছু বিধান করেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁরই প্রেম গান করিতে করিতে বিচরণ করি। ইনি

যে কার্য্য আদেশ করেন, সেই কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে যত্ন করি; যদি কৃতকার্য্য হই, ইহাঁকেই ধন্যবাদ করি, যদি কৃতকার্য্য না হই, ফিরিয়া গিয়া ইহাঁরই নিকট বল প্রার্থনা করি। ইনি আমাদিগকে প্রীতি করেন, স্বার্থ চান না; আমরা ইহাঁর আদেশ প্রতিপালন করি, ফলের প্রত্যাশা করি না, ইঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ বোধ করি। যখন কুপথে পদার্পণ করি, দণ্ডাঘাত প্রাপ্ত হই, ফিরিয়া দেখি, ইনিই স্নেহময় হস্তে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। সংসারের দুর্ঘটনায় ভীত হইয়া ইহাঁরই ক্রোড়ে সংকুচিত হই, ইনি প্রেম-গর্ভ আশ্বাসে আমাদিগকে অভয় দান করেন। মৃত্যুতেও আমাদের ভয় নাই, কেন না আমাদের যোগ এই অমৃতের সঙ্গে, আমাদিগের উপর মৃত্যুর অধিকার নাই, মৃত্যু যত ক্ষমতা প্রসারিত করুক, আমাদের স্নেহময় পিতা আমাদিগকে যন্ত্রণায় কাতর দেখিলেই আশ্রয় প্রদান করিবেন। পিতার হস্তে পুত্র কখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। আমাদের প্রীতি কিসে অটল হয়, আমাদের নির্ভর কিসে দৃঢ় হয়, এই জন্য আমরা সাধ্যানুসারে যত্ন করি। যে কয়েক দিন এখানে থাকিব, এই রূপে অতিবাহন করিতে পারিলেই চরিতার্থ হইলাম। তার পর ইনি যেখানে লইয়া যাইবেন সেই খানেই যাইব এবং সেখানে গিয়াও আবার এই রূপ আচরণ করিব।

এই ব্রাহ্ম সমাজ আমাদের উৎসব-গৃহ, এখানে প্রবেশ করিলেই আমাদের সকল জ্বালা নির্ব্বাণ হয়। আমরা প্রতি সপ্তাহে প্রতি মাসে এই গৃহে উৎসব করিয়া থাকি। আবার প্রতি বৎসরের মাঘ মাসে আমাদের এই রূপ মহোৎসব হয়। মহোৎসবের পূর্ব্বে আমাদের চেষ্টা, আমাদের যত্ন, আমাদের আশা অধিক হয়; এই জন্য এই দিনে আমরা তাঁর আবির্ভাব অধিক দেখিতে পাই। আজি বলিয়া নয়, যে দিন আমাদের যে রূপ আগ্রহ থাকিবে, সে দিন তাঁহার আবির্ভাব সেই পরিমাণে দেখিতে পাইব। এই গৃহ বলিয়াও নয়, যেখানে তাঁর নিকট প্রার্থনা করিব, সেই খানেই তিনি আমাদিগকে দর্শন দিবেন। অরণ্যেও আমাদের উৎসব হইতে পারে; গিরি-কন্দরও আমাদিগের সমাজ-গৃহ হইতে পারে; সমুদ্রও আমাদিগের উৎসব-ভূমি হইতে পারে, যাঁহাকে লইয়া আমাদের উৎসব, তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, সুতরাং সকল স্থানই আমাদিগের উৎসব-গৃহ। আমাদের উৎসবের আত্মা দেশ কালের অতীত, সুতরাং আমাদের উৎসবও দেশ কালের অতীত।

আমরা গুরু শিষ্যে, পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, মিত্রে মিত্রে একহৃদয় হইয়া সেই পরম পিতার—সেই পরম গুরুর প্রেম পান করিতেছি, তাঁহার প্রেম-গান শুনিতেছি, এবং তাঁহাকে প্রেম দান করিতেছি। চিরকালই আমরা এই রূপ করিব। আমাদের যে সকল ভ্রাতা এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত আছেন, তাঁহাদিগকে ইহাতে আনিবার চেষ্টা করিব। যাঁহারা আসিবেন, তাঁহাদিগের সহিত একহৃদয় হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিব। যাঁহারা দূরে যাইবেন, তাঁহাদিগের শুভ বুদ্ধির নিমিত্ত পিতার নিকট প্রার্থনা করিব। ধর্ম্মের জয় হউক, সত্যের জয় হউক, পিতামাতা পুত্র কন্যার কল্যাণ সাধন করুন, পুত্র কন্যা পিতা মাতার প্রিয় কার্য্য করুক; ভ্রাতায় ভ্রাতায় সৌভ্রাত্র অক্ষত হইয়া থাকুক, পতি পত্নী পরস্পর অনুরক্ত হউক; সকলের হৃ-

দয় ঈশ্বরেতে সমর্পিত হউক; এই আমাদের ইচ্ছা।

হে পরম পিতা! তোমাকে কোটি কোটি নমস্কার। আমরা প্রতি নিশ্বাসে তোমারই করুণা প্রত্যক্ষ করিতেছি, চতুর্দ্দিকে তোমারই মঙ্গল ভাব দেখিতেছি। আমাদিগের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর, আমাদের প্রীতি গ্রহণ কর, আমাদের আত্মাকে গ্রহণ কর, আমাদের আত্মা চরিতার্থ হউক। সমুদায় লোক তোমার প্রেম পান করিতে করিতে তোমার উৎসবে আনন্দিত হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

—০—

এই উৎসব দিবসের প্রাতঃকালে ১০ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে ব্রাহ্মসমাজ আহূত হইলে ব্রহ্মোপাসনা কালীন পশ্চাল্লিখিত প্রস্তাব দ্বয় পঠিত হইয়াছিল।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, মেদিনীস্থিত সমুদায় বস্তু জীর্ণ হইতেছে। ক্ষণ কাল পূর্ব্বে যাহাকে প্রফুল্লতার স্ফূর্ত্তি-বলে নবোদ্যম সম্ভোগ করিতে দেখিলাম, একটুকু পরে তাহা মলিন বিষাদ-পূর্ণ পুরাতন বিশীর্ণ হইয়া গেল। আশ্চর্য্য কিন্তু প্রীতির ভাব! প্রীতি, রোগেতে জীর্ণ হয় না, শোকেতে অবসন্ন হয়না, কালেতে পুরাতন হয় না। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য, রূপ লাবণ্য, কেবল যৌবন কালেই বিকশিত হয়; প্রীতির গাঢ় জীবন্ত রমণীয়তা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতে থাকে।

প্রতি বৎসর এই আনন্দ ধামে আমরা সম্মিলিত হই; প্রতি বৎসরই কি উন্নত অনুরাগ ও দ্বিগুণিত প্রেম সকলের চক্ষে লক্ষিত হয় না? আমাদের সংখ্যাতে হয় ত তাদৃশ বৃদ্ধি নাই, কিন্তু পবিত্র প্রেমে সেই পুরাতন সুহৃদ্দিগের মুখমণ্ডল কি সহস্রগুণ উজ্জ্বল হইয়া দীপ্তি পাইতেছে না? স্বর্গ হইতে প্রীতিস্রোত ভূলোকে যেমন নিয়ত বহমান; আজ প্রভুর করুণাবলে ক্ষুদ্র মানব হৃদয় হইতে প্রীতিপ্রবাহ, সকল আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধেতে চলিয়া যাইতেছে। সেই দরিদ্রের ধন, কৃপা করিয়া যদি এখানে আসিয়াছেন, এস এক বার সকলে একত্র হইয়া অবনত শিরে তাঁর পবিত্র চরণে প্রণিপাত করি। মলিন মানবের প্রতি ত্রিভুবন-নাথের এত করুণা বর্ষণ দেখিয়া দেবতারা স্তম্ভিত হইয়া আমাদের ব্রহ্মগান শুনিতেছেন;—আজ ভূলোক ও দ্যুলোক অভিন্ন হইল, আজ আনন্দের সীমা কোথা। নয়ন! আজ তোমার সাধ পূর্ণ হইল। হৃদয়! তুমি প্রেমানন্দে বিগলিত হইয়া যাও। বন্ধুগণ! ব্রহ্ম নামের মধু পান করিয়া চরিতার্থ হও। আজ আমাদের পরম পিতা যেমন মুক্ত হস্তে করুণা বিতরণ করিতেছেন,আমাদের হৃদয়াধার তেমনি প্রশস্ত হউক। আমাদের এক এক দিনের আনন্দ মনে হইলে হৃদয় কি আপনা হইতে বলিতে থাকে না—"নাথ ত্রিভুবনে তোমা সদৃশ আর দেখি না, দীন হীনের প্রতি এত করুণা অনেক হইয়াছে।"

কহিতে কহিতে আমার বাক্য হয় ত পুরাতন হইয়া পড়িল; কিন্তু আমার প্রেমানন্দ উৎসারিত হৃদয় সরসী যাঁহার স্নেহ কমলে আলোকিত হইয়া রহিয়াছে এ জীবনে তাঁহার গুণ কি কখন বিস্মৃত হইব? এই মধ্যাহ্ন কালের প্রখর সূর্য্য সন্ধ্যাতে অস্তমিত হইবে, কিন্তু এক্ষণে যে আলোক আমাদের সকলের হৃদয় হইতে প্রতিভাত হইতেছে কাহার সাধ্য সে আলোক নির্ব্বাণ

করে। হিমালয় যেমন উৰ্দ্ধ হস্তে চিরকাল আকাশকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে; আমরাও তেমনি দৃঢ়ব্রত হইয়া সেই অনাদ্যনন্তকে স্পর্শ করিয়া থাকিব। গভীর সাগর যেমন আজন্ম কাল স্বকীয় গর্ভে রত্নরাজি ধারণ করিয়া আছে; তেমনি আমরা ব্রহ্মানন্দ ধন আমাদের কণ্ঠহার করিয়া হৃদয়ে রাখিয়া দিব। এ নয়ন যদি দেখিতে দেখিতে অবসন্ন হয়, তথাপি সে নিরুপম সৌন্দর্য্য হৃদয় পটে চিত্রিত রহিবে। আবার যে দিন এই প্রাণবিহঙ্গ দেহ-কুলায় পরিত্যাগ করিয়া বিমানে চলিয়া যাইবে সে দিন সেই পূর্ণচন্দ্র পূর্ণ মহিমাতে উদিত হইয়া জ্যোৎস্নামৃতে তাহার সকল তৃষ্ণার শান্তি করিবেন। আশা! তুমি বলবতী হও; আমাদের প্রিয় সুহৃদ্ তোমাকে ফলবতী করিবেনই করিবেন্। প্রীতি! তুমি প্রস্ফুটিত হও, এমন সুন্দর বস্তু আর কোথায় পাইবে। মস্তক তুমি অবনত হইয়া সেই রাজরাজের সম্মান কর।

হে অভিন্ন-হৃদয় ব্রাহ্মগণ! সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল কর্ম্মে এখন সকলি আমাদের অনুকূল। এই প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন কালের দারুণ প্রখর সূর্য্য আজ্ সুকুমার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। যে আকাশে আমাদের সমস্বর ব্রহ্ম গান প্রতিধ্বনিত হইতেছে সেই এই আকাশ কেমন অপরূপ প্রিয়দর্শন হইয়াছে; অদ্য সমীরণ মধুময়, দিবালোক মধুময়, এ গৃহ অমৃতময় হইয়াছে। কোটি বৎসর নির্ব্বিঘ্ন বিষয় ভোগের সহিত কি এখানকার মুহূর্ত্তেকও বিনিময় করা যায়? আমরা স্বর্গের প্রত্যাশী হইয়া এখানে আসি নাই, আমরা যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি,যাহা দেখিবার তাহা দেখিতেছি। সেই স্বর্গের অধিপতি আমাদের হৃদয়-কুটীরে প্রেমোপহার গ্রহণ করিতেছেন।

হে অন্তঃপুর-বাসিনী মহিলাগণ! তোমরা সেই পবিত্র-স্বরূপের মঙ্গল গানে আমাদের সহযোগিনী হও। তোমরা নির্জ্জনে যাঁহার অর্চ্চনা কর আজ্ সেই দুর্ব্বলের বল এখানে বর্ত্তমান; মাতা পুত্রের সহিত, ভগিনী ভ্রাতার সহিত, কন্যা পিতার সহিত একতান হইয়া ব্রহ্ম যশ ঘোষণা কর। সেই পরম মাতার পুত্র কন্যা সমস্বরে তাঁহার পূজাতে নিযুক্ত; আজ ভারতবর্ষ পুণ্যবতী হইল।

আমাদের বাস-গৃহ কল্পতরু-তলে; আমরা আর কাহার দ্বারে ভিক্ষুক হইব, আমরা আনন্দের উৎস হইতে আসিয়াছি; আমাদের ঐশ্বর্য্যের অভাব কি? দক্ষিণ সাগর যদি কালেতে শুষ্ক হইয়া যায়, সূর্য্য যদি কিরণ-হীন হইয়া আকাশের এক পার্শ্বে অন্ধের ন্যায় বসিয়া থাকে, অগ্নি যদি কোন কালে ধবলাগিরির তুষার সমান শীতল হইয়া যায়, তথাপি আমাদের অধিকারের এক কণা মাত্র বিনষ্ট হইবে না। ধন্য প্রীতির আশ্চর্য্য শক্তি! প্রীতি ভূলোক ও দ্যুলোককে এক করিল, প্রীতি রাজরাজেশ্বরকে মনুষ্যের হৃদয়াকাশে আবদ্ধ করিল, পৃথিবীর পতঙ্গকে দেবদেবের ক্রোড়-শায়ী করিল। আজ পৃথিবীতে আশ্চর্য্য অদ্ভূত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। আজ নীরস কাষ্ঠ ফল-ভরে অবনত হইল, পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হইল; মৃত দেহে জীবন সঞ্চার হইল। অদ্যকার অমৃত বর্ষণে শোকানল নির্ব্বাণ হইয়া গেল, রুগ্ন দেহ বলীয়ান্ হইল, আমাদের মলিন মুখ প্রফুল্ল হইল। আজ যে করুণাচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না দেখিতে দেখিতে আমরা গাত্রোত্থান করিয়াছি এখন সেই পূর্ণ চন্দ্রমার নির্ম্মল শোভা আমাদের নয়নের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে; আবার যত ক্ষণ এই নয়ন-

তারা জাগ্রৎ থাকিবে তত ক্ষণ সে নিরুপম সৌন্দর্য্য অবিচ্ছেদে দেখিতে পাইব ; আজ উষাতে সন্ধ্যাতে, দিনে নিশীথে ব্রহ্মানন্দ-রস পান করিব ; শয়নে স্বপনে অন্য চিন্তা হৃদয়ে স্থান পাইবে না। এক বৎসরের মধ্যে যদি এ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া কোন নূতন রাজ্যে নীত না হই,তবে আবার বর্দ্ধিত অনুরাগের সহিত পুনর্ব্বার এই পুণ্য গৃহে সবে সমবেত হইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে এক করিব।

হে ব্রাহ্মজনের সর্ব্বস্ব ধন! তোমার প্রতি চক্ষু নিপতিত হইলে আর তাহা ফিরাইতে পারি না ; কেবল নির্ঝর-বিগলিত স্রোতের ন্যায় প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইতে থাকে। তোমাকে কি বলিয়া ডাকিলে যে মনের তৃপ্তি হয় তাহা বলিতে পারি না। " পিতা তুমি মাতা তুমি গুরু জ্ঞান-দাতা " যেখানে তোমার পবিত্র নামের মহিমা পরিকীর্ত্তিত না হয় সেই বিষাদের আলয় পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হওয়াও ভাল ;— বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলে সে তোমাকে দেখাইয়া দিবে। হা বাক্য তুমি কণ্ঠেতেই আবদ্ধ রহিলে! বুঝিলাম অনন্তের মহিমা গান করিয়া শেষ করিবার নহে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০—

১১ মাঘ ১৭৮৫ শক।

আমরা পুনর্ব্বার এক বৎসর পরে ঈশ্বর প্রসাদে সেই স্থলে সম্মিলিত হইয়াছি—সেই চন্দ্রাতপ নিম্নে উপবেশন করিয়াছি—যেখানে বিগত বর্ষে সকল ভ্রাতায় মিলে ঈশ্বরের পবিত্র চরণে প্রীতি-কুসুম উপহার দিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম—যেখানে তাঁর পবিত্র যশ কীর্ত্তন করিয়া রসনাকে সার্থক করিয়াছিলাম। আজ আবার সকলে সেইখানেই উপস্থিত হইয়াছি—জীবনের সেই মহান্ লক্ষ্য সম্পন্ন করিতে আসিয়াছি। আজিকার সূর্য্য-উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রীতি-পঙ্কজ বিকশিত হইয়াছে, সেই পবিত্র উপহার লইয়া আমরা সকলে শশব্যস্তে ব্রহ্ম-পূজার জন্য স্ব স্ব স্থান হইতে আসিয়াছি। এখন আইস আমরা সকলে সম্বৎসরের আশা পূর্ণ করি। সম্বৎসরের আয়োজন ঈশ্বরেতে দিয়া কৃতার্থ হই। সমুদায় হৃদয়—সমুদায় মন—সমুদায় আত্মার সহিত তাঁহাকে—সেই চির-জীবন সখাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া উৎসব-আনন্দের স্বার্থকতা সম্পাদন করি। সম্বৎসর কাল আমরা যাঁহার চরণ-চ্ছায়ায় সুখ স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি—প্রতি নিমেষে প্রতি নিশ্বাসে যাঁহার করুণা সমীরণ সেবন করিয়া দেহ মনের সুখ সাধন করিয়াছি— যাঁহার আদেশানুমত গৃহ ধর্ম্ম এবং সামাজিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া আমরা মর্ত্ত্য জীব হইতে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছি তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে—প্রীতি-ভরে তাঁহার চরণে অবনত হইতে এখন কাহার না হৃদয় মন উৎসুক হইতেছে? এখানে এই সাধুর আশ্রমে আসিবার আবশ্যকতা এখন কে না সম্পূর্ণ বুঝিতেছেন।

এই পৃথিবীতে আমাদের উৎসব আনন্দ, সুখ সৌভাগ্য কেবল ঈশ্বরকে লইয়াই। আজিকার দিনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক এই অবসন্ন-প্রায় ভারতভূমিতে ব্রাহ্মসমাজরূপ অমৃততরু প্রথমে বিরোপিত হয়—এই মৃতকল্প বঙ্গ ভূমিতে এই ১১ মাঘে রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ইহার প্রাণ সঞ্চার করেন—এই পাপ-দূষিত হতভাগ্য দেশকে পবিত্র ও পরিশোধিত করেন,আমরা সেই জন্যই আজ নিখিল মঙ্গল বিধাতা পরমেশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আসিয়াছি আজকার দিনে

এদেশের সৌভাগ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, সেই জন্য আমরা সকলে আমারদের প্রাণ-দাতা পরমেশ্বরের পূজা করিতে—সেই সিদ্ধি-দাতার মহিমা ঘোষণা করিতে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। আবার যাহাতে প্রাণ-সম ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সম্পাদন করিতে পারি—আমারদের এই জন্ম-ভূমিকে ধর্ম্ম-ভূষণে বিভূষিত করিয়া ইহাঁর সুখ শান্তি সাধন করিতে পারি তাহার জন্য সর্ব্ব-মঙ্গল-নিকেতন পরমেশ্বর সন্নিধানে ধর্ম্ম-বল যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছি—এই সাধু সমাজে এই সাধু সহবাসে আমারদের অনুরাগ আরো প্রজ্জ্বলিত করিতে একত্রিত হইয়াছি। ভ্রাতৃগণ! এক বার আলোচনা করিয়া দেখ দেখি! আমারদের প্রতি ঈশ্বরের কেমন অপার করুণা। আমরা পাপে ক্ষীণ হীন মলিন হইয়া একে বারে মনুষ্যত্ব হইতেই ভ্রষ্ঠ হইতেছিলাম—ঈশ্বর-প্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া আমারদিগকে রক্ষা করিলেন—আমারদের এই বঙ্গভূমিকে এই ভারতভূমিকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিলেন। যে দিন এ দেশে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে ক্রমাগতই ইহার উন্নতি চিহ্ন—শুভ চিহ্ন সকল চতুর্দ্দিকেই লক্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ—ব্রাহ্মধর্ম্মই এ দেশের সকল সম্পদের সকল সৌভাগ্যের একমাত্র কারণ। এ দেশের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেই। এখানকার যে লোকের যে কিছু প্রকৃত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রসাদেই। ব্রাহ্মধর্ম্মই এই দুর্ব্বল দেশের একমাত্র বল, এই নিরুপায় অসহায় বঙ্গজ সন্তানগণের একমাত্র সহায়।

ঈশ্বর প্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা এ দেশের যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা স্মরণ করিলে কাহার হৃদয় না সচকিত হইয়া উঠে, কে না সবিস্ময় চিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিয়সী শক্তি কীর্ত্তন করিতে উদ্যত হয়।

এ দেশের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া যখন উত্থিত হইলেন তখন চারি-দিক হইতে কেবল বাধা বিপত্তি আসিয়া তাঁহার আশা-পথকে অবরোধ করিতে উদ্যত হইল। তখন এখানকার আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাঁহার অনিল আবরণে প্রবৃত্ত হইল—ধর্ম্মদ্বেষী পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তি-সকল তাঁহার প্রাণ নাশেই উদ্যত হইতে লাগিল। সেইখানে—সেই বঙ্গভূমিতে চতুস্ত্রিংশৎ বৎসর মধ্যে কি না উন্নতি হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র-পরিমাণ স্থানে ন্যূনাধিক সার্দ্ধশত ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রতি গ্রামে প্রতি পল্লিতে প্রতি গৃহেই ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোচনা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যে গৃহ পূর্ব্বে পৌত্তলিকতার দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল চতুস্ত্রিংশৎ বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতাপে তাহা সমূলে ভূমিসাৎ হইয়া সেখানে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে গৃহে নিত্য নিয়মে ব্রহ্ম পূজার অনুষ্ঠান হইতেছে। যে অন্তঃপুরে বিজ্ঞান-আলোকের একটী স্ফুলিঙ্গ মাত্রও কখন পতিত হয় নাই সেই স্থানে প্রতি নিয়ত ব্রহ্ম-জ্ঞানের আলোচনা হইতেছে—সেখানে ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রবেশ করিয়া সকল কুলবধূর হৃদয়ধামকে, ব্রহ্ম-ধাম করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এখনই যে আনন্দ উপভোগ করিতেছি, ব্রাহ্মধর্ম্মই ইহার এক মাত্র প্রেরয়িতা। এখানে শত শত সাধুকে ভ্রাতৃভাবে যে গ্রথিত করিয়াছে ব্রাহ্মধর্ম্মই তাহার মূল কারণ। ব্রাহ্মধর্ম্মই এই উৎসব আনন্দের একমাত্র প্রবর্ত্তক।

হে বিপদ্‌-বারণ পরমেশ্বর! তোমারই প্রসাদে এই পরিবার সংসারের ভয়াবহ বিপদ তরঙ্গের মধ্যে কেবল তোমার ধর্ম্মের প্রতি নির্ভর করিয়া অল্পে অল্পে শান্তি উপকূলে উপনীত হইতেছেন, কেবল তোমার ধর্ম্মের আস্বাদ পাইয়াই বিষয় গরল হইতে নিস্তার পাইতেছেন। তুমিই এই পরিবারের সর্ব্বস্ব, তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মই ইহার প্রাণ।

আমারা যাঁহার উদ্‌যোগ-বলে যাঁহার ব্রহ্ম নিষ্ঠতা-গুণে আজ এখানে আসিয়া তোমার দর্শন পাইলাম, তোমার যশ গীত শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইলাম তুমি তাঁহাকে সংসারের সন্তাপ বিষাদ হইতে রক্ষা কর। তুমি এই পরিবারের সকলের হৃদয়-ধাম অধিকার করিয়া থাক। এই পরিবারের স্বামী পত্নী, ভ্রাতা, ভগ্নী পুত্র কন্যা গণের মধ্যে তোমার ধর্ম্মই যেন পরস্পরের একমাত্র বন্ধন হয়। তোমার প্রতি এই পরিবারের সকলেরই মনশ্চক্ষু যেন চিরকাল স্থিরীভূত থাকে তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মই যেন চিরদিন এই পরিবারের শিরোভূষণ রূপে বিরাজ করে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

—০—

সংবাদ সার।

বিগত ২৮ মাঘ দিবসে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার মানসে বম্বে প্রদেশে গমন করিয়াছেন। বম্বে গমন করিবার দুই তিন দিবস পূর্ব্বে তিনি একটী বক্তৃতা করেন, তাহাতে নিজ অভিপ্রায় অতি স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। "ব্রাহ্মেরা যে ধনবান্, কি বিদ্যাবান, কি দেশের মধ্যে এমত বর্দ্ধিষ্ণু যে স্বীয় স্বীয় নামের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন এমত নহে। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর তাঁহাদিগের একমাত্র উপায়। সেই উপায় অবলম্বন করিয়া নির্ধনেরা ধনবান্ হয়, দুর্ব্বলেরা সবল হয়, ভীরু ব্যক্তিরা সাহস প্রাপ্ত হয়। সেই উপায়ের প্রতি নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মেরা দীন হীন অনাথ ও মূর্খ হইয়াও ঈশ্বরের কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকেন, এই জন্যই তাঁহারা চতুর্দ্দিকে জয় লাভ করিয়া থাকেন।" এই সকল মহা বাক্যের গূঢ় মর্ম্ম তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যাঁহারা পরম-পিতার প্রিয় কার্য্য সাধন জন্য প্রাণ মন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। আচার্য্য মহাশয়ের মহৎ উদ্দেশ্য সফলতার জন্য আমরা বিনীত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। তিনি যেন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে মহদ্‌জয় লাভ করিয়া এবং স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া অবিলম্বে আমাদিগের মধ্যে প্রত্যাগত হয়েন।

অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ প্রদান জন্য ব্রাহ্মবন্ধু সভান্তর্গত ছাত্রীদিগকে যাঁহার যাহা পুরস্কার দিতে হইবে তাহা ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিলেই যথা স্থানে প্রদত্ত হইবে। কেবল যে অর্থই দিতে হইবে এমত নহে, মনোহর পুস্তক, অলঙ্কার ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য বস্তু ও অতি আদরের সহিত গৃহীত হইবে।

সিংহল বা সিলোন উপদ্বীপস্থ কতিপয় সুশিক্ষিত যুবা একটী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সভা সংস্থাপন করিয়াছেন, প্রচলিত ধর্ম্ম সমূহের, বিশেষতঃ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও হিন্দু ধর্ম্মের, সত্যাসত্য অনুসন্ধান করাই এই সভার উদ্দেশ্য, বিশুদ্ধ বিদ্যালোকে তাঁহাদিগের কুসংস্কার ও ভ্রমান্ধকার দূরীভূত হইলেই এই নব্য সম্প্রদায় অচিরে দেখিতে পাইবেন যে ঘোরতর বাহ্য আড়ম্বরে আবৃত হইলেও কাল্পনিক ধর্ম্ম স্বীয় প্রভাব রক্ষণে সমর্থ হয় না।

আফ্রিকাস্থ নেটাল প্রদেশের বিসপ মেং কোলেন্‌জো খৃষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র বাইবেলের অসত্যতা প্রমাণ জন্য যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছেন তজ্জন্য আর কতক গুলি বিপক্ষ বিসপ তাঁহাকে আপনাদিগের বিচারাধীন করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি নেটালে গমন করিতে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করিয়াছেন, এবং বিচারক বিসপদিগের এবম্প্রকার কার্য্যের ন্যায়-বিরুদ্ধতা দর্শাইয়াছেন, বিসপ্ কোলেন্‌জোর যদি ন্যায় পূর্ব্বক কাহারো বিচারাধীন হইতে না হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিপদের আর অবধি থাকিবে না। কারণ ভবিষ্যতে কোলেন্‌জো সাহেব কেবল যে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম বিরোধী পুস্তকচয় লিখিবেন এমত নহে, কিন্তু একটী উপাসনা স্থান সংস্থাপন করত স্বীয় মতাবলম্বীদিগের সহিত সামাজিক উপাসনা পর্য্যন্ত করিতে সক্ষম হইবেন। ইহা হইলে বিলাতে ব্রাহ্মসমাজের

আর অধিক বিলম্ব থাকিবে না, বাস্তবিক এতৎ মঙ্গল কার্য্য সমাধানের একমাত্র প্রতিবন্ধক এই যে, ইউরোপে যেমন লোকের প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিতেছে তৎ পরিবর্ত্তে সত্য ধর্ম্মে একটী প্রগাঢ় বিশ্বাস সংস্থাপিত না হইলে, সমাজ প্রতিষ্ঠার সুবিধা হইতেছে না, ঈশ্বর প্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ সাগর পার পশ্চিমে সুদূরস্থিত ইউরোপ ক্ষেত্রে নিপতিত হউক, বিশুদ্ধ বিশ্বাস বৃক্ষ তথায় সারবান্ হউক, ভ্রম ও সন্দেহ তথা হইতে দূরে গমন করুক, সত্যের জয় হইবে।

বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সুদীর্ঘ বিবরণ হইতে নিম্ন লিখিত কিয়দংশ রাজা রামমোহন রায়ের কণ্ঠ নিঃসৃত বাক্য কয়েকটী অতি আদর ও উৎসাহের সহিত প্রকটন করিলাম। “আমি ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিবেক ও সরলতার পথ অবলম্বন করিয়াছি। তাহাতে এমত কি আমার আত্মীয়গণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি, যাঁহাদিগের কুসংস্কার প্রবল, এবং পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি যাঁহাদিগের জীবিকা নির্ভর করে, তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমাকে আঘাত ও তিরস্কার সহ্য করিতে হইতেছে। কিন্তু তাদৃশ আঘাত যতই একত্রীভূত হউক, আমি তাহা এই ভরসায় সহ্য করিতে পারি। যে এমত এক সময় আসিবে যখন আমার এই সকল যত্ন যথার্থ রূপে পরিগৃহীত হইবে, এবং হয়ত কৃতজ্ঞতার সহিত আদর পাইবে। লোক যাহাই বলুক আমি এই সান্ত্বনা হইতে নিরাশ হইতে পারি না, আমার কামনা সেই ঈশ্বরের গ্রহণ যোগ্য, যিনি গোপনে সকল দেখেন, এবং প্রকাশ্য রূপে ফল বিধান করেন।’ “মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের এই ভবিষ্যত বাণি কি চমৎকার রূপেই সফল হইতেছে। আমরা সেই বাক্য স্মরণ করিয়া তাঁহার রোপিত এই ব্রাহ্মসমাজ রূপ সুন্দর বৃক্ষের সুধাময় ফল ভোজন করি এবং সকলে মিলিয়া তাঁহাকে মনের সহিত ধন্যবাদ করি” বর্দ্ধমান সমাজের বিবরণ পাঠে অবগতি হইল যে সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় অতি যত্নের সহিত সেই স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছেন। যাহা হউক এক্ষণে সমাজের একটী বাস গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং বোধ হয় শীঘ্রই প্রচুর উন্নতি লাভ হইবে।

বিবিধ ভূতত্ত্ববেত্তারা সম্প্রতি স্থানে স্থানে ভূস্তর নিহিত মনুষ্যাস্থিতে ঈদৃশ লক্ষণ সকল আবিষ্কৃত করিতেছেন যে তদ্দ্বারা বোধ হয়, যখন পৃথিবী পূর্ব্বতন ভয়ঙ্কর পশুচয়ে আবৃত ছিল তখনও ইহা মনুষ্যের নিবাশ স্থান ছিল, তখনকার মানবদিগের দেহ লক্ষণ আমাদিগের দেহ লক্ষণ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বিভিন্ন। যতই বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি হইতেছে ততই পুরাতন পুস্তকগত ধর্ম্মচয়ের বিনাশ নিকটতর হইতেছে। ভূতত্ত্ববিদ্যা হইতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের এত বিপত্তিপাতের সম্ভাবনা যে কৃত বিদ্য খৃষ্টীয় পণ্ডিতেরা বহু যত্ন সহকারে উভয়ের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে গিয়া স্বীয় স্বীয় মতের অসারতা সপ্রমাণ করিতেছেন।

বংশ মধ্যে পরিণয় প্রথা, সকল সভ্য দেশেই নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ, কিন্তু এতৎ ব্যবহার যে কেবল দেশাচার ও ভদ্রতা বিরুদ্ধ এমত নহে, ইহার প্রাকৃতিক অনিষ্ট ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক বংশীয় বা নিতান্ত নিকট সম্পর্কীয় স্ত্রী পুরুষ-জাত সন্তান প্রায় বধির ও মূক হইয়া থাকে। যদিও পিতা মাতা সম্পূর্ণ রূপে পূর্ণাবয়ব ও সুস্থকায় হয়েন তথাপি তজ্জনিত বালক বালিকাগণের মধ্যে ন্যূনকল্পে অর্দ্ধেকগুলি বধির ও মূক হইয়া থাকে। বোধ হয় যেন পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বর প্রকৃতি বিরুদ্ধ দুষ্কর্ম্মের শাস্তি বিধান করিবার জন্য পাপাক্রান্ত পিতা মাতাকে এবম্প্রকারে অসুখী করেন, এই প্রকার অমঙ্গল নিবারণের জন্য হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে গোত্র বিচার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কিন্তু এতদ্দ্বারা সম্যক রূপে কার্য্য সিদ্ধ না হইলেও না হইতে পারে। কারণ গোত্র বিচার প্রণালী কেবল পিতামহ বংশ উপলক্ষে সংলগ্ন হইয়া থাকে, মাতামহ বংশ বা অপরাপর নিকট সম্বন্ধ সূত্রে সংলগ্ন হয় না অপিচ এই গোত্র বিচার প্রণালী সময়ে সময়ে সমাজের পক্ষে অহিতকরও হইয়া উঠে। কারণ ইহার দ্বারা অনেকানেক পরিবার মধ্যে যদিও কোন প্রকার বাহ্যিক বংশ ঘটিত সম্বন্ধ অনুভূত না হউক তথাপি শুদ্ধ এই প্রণালী অনুরোধেই তাহারা উদ্বাহ সূত্রে সংযুক্ত হইতে পারে না। এরূপে—কত পরিবার মধ্যে বিশুদ্ধ প্রীতি সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে নাই, এবং অযুক্তি যুক্ত উদ্বাহে কত লোকের বিষম অনিষ্ট ঘটিয়াছে। আমাদিগের উচিত যে অপকৃত পরিণয় প্রথা নিবারণ জন্য এমত কোন নিয়ম নিবদ্ধ করি যদ্দ্বারা সকল প্রকার অস্বাভাবিক অমঙ্গল দূরীকৃত হয়, এবং বর্ত্তমান হিন্দু সমাজগত দূষণীয় প্রণালীচয় পরিত্যক্ত হয়।

বঙ্গদেশস্থ নানা স্থানীয় ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের জন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে পত্র লিখিতেছেন। আমরা অতি আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে এই সকল সমাজস্থ ব্রাহ্মেরা অচিরেই সফল মনোরথ হইবেন। শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রযত্নে ও বিশুদ্ধ

চেষ্টায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে প্রণালী বদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্ম-নিষ্ঠ, শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্মগণকে সাংসারিক জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে স্থানে স্থানে প্রেরণ করা হইবে—এমত যুক্তি হইয়াছে এবং এতৎ প্রচার কার্য্যের যাহা যাহা তাঁহাদিগের নিকট বিহিত উপায় বোধ হয় তত্তাবৎ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি সাধন করিবেন। যেখানে যে রূপ অভাব সেখানে সেইরূপ উপায় অবলম্বিত হইবে। ইহার মধ্যেই এবম্বিধ কএকটী ব্রাহ্ম প্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন। এ বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট সকলেরই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য। তিনি যে কেবল উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজকে সাহায্য করিতেছেন এমত নহে, অর্থ দ্বারাও প্রচুর রূপে আনুকূল্য করিতেছেন।

—০—

প্রেরিত।

সম্পাদক মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নের লেখাটি সংশোধন করত আপনার পবিত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে স্থান দিবেন যেন ঘৃণা করিয়া ফেলিয়া রাখিবেন না।

মহাশয়! আমি ১২।১৩ বৎসর বয়ক্রমে স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করত মোকাম লাহোরে গমন করি, তথায় প্রায় ১০।১১ বৎসর থাকিয়া মোকাম এলাহাবাদে আসি, এস্থানে ব্রাহ্মসমাজ আছে, যদিও আমি পূর্ব্বে অবগত ছিলাম কিন্তু এখানে আসিয়াও আমি ২।৩ মাস তথায় গমন করি নাই, কারণ শুনিয়াছিলাম যে সমাজের সভ্যদিগের চরিত্র ভাল নহে। কিছু দিবস পরে শুনিলাম ইহা সকলি মিথ্যা, পরে আমি সমাজে গমন করিলাম, প্রতি রবিবারেং যাইতাম কিন্তু তখন কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। পরে তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাও ভক্তি সহকারে প্রার্থনাও উপাসনা দেখিয়া আমার মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ উদয় হইতে লাগিল ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের চরিত্র ও নম্রতা দেখিয়া আমি আরও আহ্লাদিত হইতে লাগিলাম, তাঁহারা পাপের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেন দেখিয়া আমার মনে বড়ই ভয় হইতে আরম্ভ হইল, যে হায়! আমার মত পাপীত আর জগতে কেহ নাই আমার দশা কিঁ হইবে? হায়! আমি কোথায় যাইব। বাস্তবিক মহাশয় আমি বড় পাপী এমত কোন পাপাচরণ নাই যাহা আমার দ্বারায় হয় নাই, ঈশ্বরের নিকটে যে কি প্রার্থনা করিব আর কোন পাপের যে ক্রন্দন করিব তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না, কেবল এই মাত্র বলিতাম নাথ! আমাকে তোমার পবিত্র রাজ্যে কেন রাখিয়াছ? আমি তোমার পবিত্র জগতে কি একই পাপী হইয়া থাকিব? জগদীশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং আমাকে শুভ বুদ্ধি দেও যাহাতে আমিও পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারি, আহা! ঈশ্বরের করুণার কি শেষ আছে? দেখুন আমি কোন্ পাপ সাগরে ভাসমান হইতে ছিলাম এবং তিনি আমাকে কোথায় আনয়ন করিলেন। এক্ষণে মহাশয়, আমি সমাজ ভুক্ত হইয়াছি যাহাতে আমার মন শীঘ্র পবিত্র হইয়া সেই পবিত্র পুরুষের চরণে অবনত হইতে পারে সেই প্রকার উপদেশ দান করুন আমি আর আমার সঙ্গিদিগের মত সাতেও হুঁ পাঁচেও হুঁ দিতে চাহি না। আমার প্রার্থনা এই যে এক্ষণে যেন আমার প্রাণ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে করিতে এবং তাঁহাকেই পূজা করিতে করিতে সমাজ মন্দিরে পতন হয়, মহাশয় যদি এই ধর্ম্ম না হইত তবে আমার দশা কি হইত? যে দিবস হইতে আমি সমাজভুক্ত হইয়াছি আমার জ্ঞাতি কুটুম্ব এক প্রকার আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাতে অনুমাত্র ক্ষতি নাই আমার ভয় এই যে ঈশ্বর হইতে যেন বঞ্চিত না হই, আর যেন পাপাচরণে রত না হই আমি বিলক্ষণ জানিয়াছি যে আমার সঙ্গি কেহ নহে। মহাশয়! এখানকার উপাচার্য্য মহাশয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাঁহার দ্বারায় ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক প্রচার হইতেছে ঈশ্বর ইহাঁকে দীর্ঘজীবি করুন, ইনি মার পর্য্যন্ত খাইয়াছিলেন তথাপি সমাজ পরিত্যাগ করেন নাই, শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র দাস এখানকার সমাজের সম্পাদক। আমি যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মের কার্য্য সুচারু রূপে না করিতে পারিব সে পর্য্যন্ত যেন আপনাতে ব্রাহ্ম না বলি তাহা হইলে ব্রাহ্ম নামের কলঙ্ক হইবেক।*

একটী পাপী।

A BRIEF SKETCH OF THE LIFE OF THEODORE PARKER.

Theodore Parker was born in 1880, near Lexington, Masssachusetts. His parents were of the yeoman class, and old Puritan stock. His grandfather had fired the first shot in the war of independence. From childhood he

* এই অনুতপ্ত অকিঞ্চন ব্যক্তির হৃদয়ে মঙ্গল-স্বরূপ পরমেশ্বর পবিত্রতা ও আত্ম প্রসাদ প্রেরণ করুন, তিনি যেন অবিলম্বে তাঁহার স্নেহ-পূর্ণ ক্রোড়ে শীতল হইতে পারেন। সং

was a laborious student; at twenty-four, after passing through Harvard University, he knew ten languages, and before his death he is said to have acquired no less than twenty. His vocation was little doubtful. "In my early boyhood," he says, "I *felt* I was to be a minister."* In 1837 he was ordained and appointed to the Unitarian Church at West Roxbury, near Boston. Very soon the emancipation from all fetters of thought which he had always sought, brought him to conclusion far beyond his fellow-Unitarians. "The worship of the Bible as a Fetish hindered me at every step." He wrote two sermons of the Historical and Moral Contradictions in the Bible, but hesitated for a year to preach them, lest he should "weaken men's respect for true religion by rudely showing them that they worshipped an idol." But at length he could wait no longer, and to ease his conscience preached his two sermons. His hearers told him "of the great comfort they had given them." "I continued," he says after this, "my humble studies, and as fast as I found a new truth I preached it. At length, in 1841, I preached a discourse of the Transient and Permanent in Christianity." This was the crisis. The other ministers, both Trinitarian and Unitarian, were profoundly indignant, and so far as in them lay excommunicated him. "Some of them would not speak to me in the street, and in their public meetings they left the benches where I sat down."† Then he delivered in Boston the lectures which eventually were published in an enlarged form as "Discourses of Matters Pertaining to Religion."

In September, 1843, Parker came to Europe, and after a year's travel returned to Boston, strengthened in heart and health. On the 16th February, 1845, he entered on the ministry of that congregation (the 28th Congregational Society), which he served with unwearied energy till that fatal morning, fourteen years afterwards, when his excessive labours brought on bleeding from the lungs, and his place knew him no more.

The present volumes will convey but a partial idea of the extent of Parker's labours during the years of his ministry, the sermons he preached, the orations and lectures he delivered through the States, the books he wrote, the studies he prosecuted, and, above all, the philanthropic and anti-slavery labours which he originated and aided. His congregation, which eventually became the largest in Boston, was foremost in every project of social improvement in the city, and the most outspoken and daring of the abolition party. They formed, under Parker's presidency, a committee of vigilance for the aid of slaves, and in the course of a year succeeded in passing four hundred coloured men and women into Canada. The Fugitive Slave Bill he openly announced he would resist by force, and in 1851 he sheltered in his house a man and wife who formed part of his congregation, and whose master sought to reclaim them. He wrote his sermon that week with his pistol in his desk before him! In the same year another negro, named Sims, was arrested in Boston, Parker's efforts for his relief, his attendance on him to the vessel in which he was borne back to slavery, and his discourses afterwards, roused so much animosity, that a prosecution against him was commenced, and only relinquished when it was fonnd that his imprisonment would be a triumph for his cause. It was on this occasion he prepared the elaborate "Defence" to be reprinted in the 10th volume of this series,—also the splendid sermons "on Conscience," and on "the Laws of God and the Statutes of Man."

His courage in the anti-slavery cause, and indeed in every cause he had at heart, was such as might be expected of the preacher of such a faith. Obnoxious beyond any other man in America, both on account of his religion and his politics, he never once failed to go wherever his voice or his presence could be of use, delivering lectures in all parts of the country, and entering meetings where he was an object of bitterest rancour. On one such

* "From my seventh year" he coutinues "I have had no *fear* of God, only an ever greatening love and Trust." Ed. T. P.

† "'Unbeliever,' 'Infidel' 'Atheist' were titles bestowed on me by my brothers in the Christian Ministry. A venerable minister who heard the report in an adjoining county, called on the Attorney General to prosecute, the Grand Jury to, indiet, and the Judge to sentence me to three years confinement in the state prison for blasphemy. Most of my clerical friends fell off; some would not speak to me, aud refused to take me by the hand; in their public meetings they left the sofas when I sat down, and withdrew from me as Jews from contact with a leper" Parker's letter to his congregation. Ed. T. P.

an occasion we have been told by an eye-witness that he was standing in a gallery at a large pro-slavery meeting in New York, when one of the orators tauntingly remarked, "I should like to know what Theodore Parker would say to this!" "*Would* you like to know?" cried he, starting forward into view, —"I'll tell you what Theodore Parker says to it!" Of course there instantly arose a tremendous clamour and threats of killing him and throwing him over. Parker simply squared his broad chest, and looking to the right and the left, said, undauntedly, "Kill me? Threw me over? you shall do no such thing. Now I'll tell you what I say to this matter." His bravery quelled the riot at once.

Parker's intellectual endowments were of the highest class, and enabled him to defend his religious creed with the power of a clear head and an eloquent tongue. The peculiar characteristic of his mental faculties seemed to be a singular lucidity and clearness of arrangement of facts and ideas. These great natural gifts, combined with so much daring originality of thought, would have been perilous had he not laboured to supply himself with such a ballast of deep and solid learning as served to keep his mind steadily balanced. It has been already said that he understood ten languages. Of their literature, ancient and modern, his knowledge was amazing It would probably be difficult to parallel, save in Germany, a scholar-ship at once so varied and so recondite. For the carefulness and minuteness thereof also, let his recension of De Wette's treatise on the Old Testament testify.*

But if God had endowed Parker with a noble intellect and he had honestly multiplied his five talents to ten, there was yet a greater gift which he possessed in still richer measure. The strong, clear head was second to the warm, true heart. Parker loved his friends with a devotion of which men in our day so rarely give proof, that we claim it as the privilege of a woman to know its happiness, albeit such love becomes as much the manliness of a man as the womanliness of a woman. His tenderness to his wife and to all around him broke out in a thousand little gentle cares and delicate thoughtfulnesses continually. No man was ever more beloved in the happy circle admitted to the intimacy of his home, and every mail brought him from far away lands letters of gratitude and affection. His immense power of human sympathy made itself felt so strongly, that it is said no clergyman of any creed, in our day, ever received so many confidences and confessions. No wonder that when the end of that loving life drew near he said to the writer, "I would fain be allowed to stay a little longer here if it pleased God,—the world is so interesting, and friends so dear!" At the last of all, when his noble intellect was sinking under the clouds of approaching night, his tender affections were still lingering, anxiously careful for the gentle wife weeping by his side, and he dreamed that he had found comfort for her, telling us with brightening looks that though he was dying in Florence there was another Theodore Parker in America who would carry on his work and be her support and consolation.

Parker was brave, eloquent, learned, and warm-hearted all in an exceptional degree. He was also a man of fine poetic taste and love of art, and of the most refined and winning manners. There seemed no one human pursuit of an elevated kind in which he could not take interest. The element of pure joyous wit and humour was overflowing in him. Even in his graver writings this sometimes breaks out in freaks of sarcasm irrepressible, as where he argues that there can be no Devil since no print of his hoofs has been found in the Old Red Sandstone,—and that men are after all more well-disposed than the contrary, since "even South Carolina senators are *sober all the forenoon!*" But of course it was in private life that his playful humour naturally overflowed. We have seen letters to his intimate friends as full of pure drollery as Sydney Smith could have penned. One we remember, for instance, in which he answered his correspondent's accounts of a journey from Rome to Naples by *his* remarkable discoveries

---

*"He was a ready reader of twenty different languages, and could plod his way through five more." Report of the *conference of Progressive Thinkers*.

Parker's library consisted of 7000 books, selected by him for his own use. He was master of their contents, even including prefaces, appendices, and foot notes" I bid.

"I could work" says Parker in his letter to his congregation "I could work as many hours in my study as a mechanic in his shop or a farmer in his field. To work ten or fifteen hours a day in my literary labours, was not only a habit, but a pleasure." As a preacher he had, of course, various other labours than those purely literary. Ed. T. P.

and ethnological and antiquarian speculations on a trip down the railway two stations from Boston. In another epistle he parodied some foolish over-illustrated biography then in vogue by extracting all the little woodcuts of advertisements of houses, steamers, &c., from the newspapers, and introducing them solemnly as " The House he was born in," " His bercceaunette," " His perambulator,"—and finally " His Mother," being the well-known lady with half her hair dyed and the remainder grey!

All this versatility gave an inexpressible charm to Parker's character. In conversing with him one chord after another was struck, and each seemed richer and sweeter than the last. At one moment perhaps he was told of some moral results of his labours, or some poor backwoodsman wrote him a letter (we have seen a few out of many such), saying how his sermons were the food of the higher life to the writer and the rough comrades assembled weekly to hear them in their log-huts in the forests of the Far West. Then Parker's eyes would brighten, and the tears start into them, till he turned the subject to hide his emotion, and in a moment he would jest like a boy at some passing trifle with peals of richest laughter. And growing grave again, as some deeper subject opened, he would pour out his strange hoards of learning, all arranged in his own orderly fashion, as if he had constructed a table of it, beforehand, in his memory. Never far away were noble, sacred words of love and faith. One of the most religious women we ever knew, said to us, " It was good only to *see* Mr. Parker in his church on Sunday, before we heard him. It made us all know that he felt the presence of God. We saw it in his face, so full of solemn joy as he rose to lead our prayers."

Perhaps we have dwelt somewhat too fully on these details of Parker's character; but as it is impossible for mankind wholly to refrain from forming an estimate of the root of a man's faith by the product of life which it may bear, it has seemed well thus to display, in some degree, how singularly complete and rounded was that nature which this teacher of Theism displayed. All religions, which have importantly influenced the world, have probably been qualified to produce some special virtue in eminent perfection. But the one which shall approve itself as truly divine, must nourish not only isolated merits, but all the possible virtues and faculties of human nature, such as it has been constituted by the Creator. The creeds stand self-condemned, which dwarf or kill any stem or branch, or flower or even leaflet of true humanity,—which make men emaciate and lacerate the bodies God has so wonderfully made;—or prefer hideous and monotonous churches and edifices of charity to the example of a world of endless beauty and variety;—or regard distrustfully every fresh discovery of science, instead of resting satisfied that all truth is God's truth, and to nothing but error can it be dangerous;—or check and crush their natural domestic affections, instead of regarding each one of them as a step, lent to help us up from earth to heaven;—all these creeds stand self-condemned. They may be of service of some unknown being, but they assuredly do not succeed in harmonizing the soul with the Creator of *this* world, the Divine Author of Human Nature. Nay more, the creed which should freeze all the joyous flow of wit and jest, and teach (without shadow of historical authority) that its Ideal Man " seldom smiled and never laughed"—that creed also is condemned. God who has made the playful lamb and singing lark, the whispering winds which rustle in the summer trees, and the ocean waves' "immeasurable laugh"—that same God gave, in His mercy, jest and glee and merriment to man; and here also, as in the joys of the senses and the intellect and the affections "to enjoy is to obey." Theodore Parker's faith, at least, bore this result,—it brought out in him one of the noblest and most complete developments of our nature which the world has seen; a splendid devotion, even to death, for the holiest cause, and none the less a most perfect fulfilment of the minor duties and obligations of humanity. Though the last man in the world to claim faultlessness for himself, he was yet to all mortal eyes absolutely faithful to the resolution of his boyhood to devote himself to God's immediate service. Living in a land of special personal inquisition, and the mark for thousands of inimical scrutinies, he yet lived out his allotted time, beyond the arrows of calumny, and those who knew him best said that the words they heard over his grave seemed intended for him;

"Blessed are the pure in heart, for they shall see God!" The lilies, which were his favourite flowers, and which loving hands laid on his coffin, were not misplaced thereon. Truly if men *cannot* gather grapes of thorns nor figs of thistles, then must the root of that fruitful life have been a sound one.

At last the end came. The eloquent orations he had poured forth so freely for every righteous cause, and the incessant travelling at all seasons to deliver them, wheresoever he was called, brought out the tendencies of hereditary disease. The last journey he ever made in America was in the midst of a northern winter, and when he was already ill, to perform a funeral service in a friend's family, or rather to comfort the mourners with his sympathy, and speak to them (as he knew so well how to do) of God's great love in their affliction. He returned home much worse, but refused to give up working, and prepared as usual his sermon for the week. He had never spared himself at any time. The words of a hymn he often called for in his church fitted well his brave unwearied spirit:

"Shall I be carried to the skies
On flowery beds of ease,
While others fought to win the prize,
Or sail'd through bloody seas?"

Or another, of Whittier's, which he liked equally well.

"Hast thou through life's empty noises
Heard the solemn steps of time,
And the low mysterious voices
Of another clime?

Not to ease and aimless quiet
Doth the inward answer tend,
But to works of love and duty
As thy being's end;

Earnest toil and strong endeavour
Of a spirit, which within
Wrestles with familiar evil
And besetting sin,

And without with tireless vigour,
Steadfast heart and purpose strong,
In the power of faith assaileth
Every form of wrong."

Had he understood the gravity of his danger he would doubtless have excepted the duty, however dissonant to his habits, of greater care of himself. But it was hard for the strong heart lodged in the powerful frame to believe that its beatings were already numbered, or that it was needful *yet* to check labours whose full harvest daily filled his bosom. How often this same mistake is made by the choicest spirits of the world, and how inexorable is the law which stops the hand *too* ready for its holy work, we need not pause to repeat. The Life Beyond must explain it all. At best a man only finds his place and fits himself to fill it, either in the company of the Prophets or the humbler ranks of philanthropy, when he has gained almost the summit of mortal life, and all beyond must be declivity and decay. It is little marvel then if those whose hearts are truest to their labours "work while it is called the day," even with self-wasteful energy, dreading the inevitable approach of *Age*—if not yet of Death, of the day when our "windows shall be darkened and the grasshopper a burden," even before the final closing of that night "when no man can work."

Theodore Parker's fourteen years of apostleship were over. On Sunday morning, January 9th, 1859, he wrote to his congregation,—"I shall not speak to you to-day, for this morning a little after four o'clock I had a sight attack of bleeding in the lungs or throat. I hope you will not forget the contribution to the poor. I don't know when I shall again look upon your welcome faces, which have so often cheered my spirit when my flesh was weak." He *never* saw them (at least from his pulpit) again. Compelled to seek a warmer climate, he sailed with his wife and friends for Santa Cruz, where he spent the winter, and then passed through England on his way to Switzerland, where he sojourned awhile with his friend Professor Desor of Neufchatel, and then passed on to Rome as the cold weather drew near. Friends gathered round him, dear and congenial friends whom he had known and loved at home, and for a while he seemed to do well. But as the spring drew near it became evident that the sands of life were running out; he sank rapidly and hopelessly. His horror of the oppression and turpitude of the Papal government was so great that he could not endure or die in Rome, and made his friends (among whom was a physician, Dr. Appleton, devoted altogether to his care) carry him away to pass his last hours in a free country. As he passed out of the Roman territory and saw the Italian tricolor waving by the road-side, the dying man raised himself feebly in his carriage and lifted his hat to the emblem of liberty. By the time he had reached Florence the fatigue of the journey had left him but a little residue of days to live. He knew it. He had wished to be

spared, and felt, as he had said years before in his Sermon of the Immortal Life, "It is selfish to wish for death when there is so much need of us here." But when the time came he was calm as a child. The writer, who, although aided by his words and honoured by his friendship for many years, had never seen him till that hour, found him on his bed of death, conscious of the inevitable future, but looking at it as peacefully as if it had been a summons to his home across the ocean. "You know I am not afraid to die," he said; and here a smile, the most beautiful we ever saw on a human countenance, broke over his face. "You know I am not afraid to die, but I would fain have lived a little longer to finish my work. God gave me large powers, and I have but half used them."* *Half* used them! And he said this on his death-bed, whither he had been brought in the prime of manhood by *over* use of them, by the utter sacrifice of his health and strength in the cause of Truth and Right! He lingered on a few days, gently falling asleep, as it seemed, and dreaming, after the wont of the dying, that he was going on a journey, going home after his long wanderings, and only wakening, at intervals, to give a few parting gifts to friends (among others the bronze inkstand, from which these pages are written), and to comfort his wife, and say tenderest words of thanks for the little offerings of flowers, or aught beside we brought him. Now and then he would rouse himself, and speak his old brave thoughts answering, as if to a familiar and welcome voice, if we named sacred things. Once, for example, when he asked the day of the week, and we said, "It is Sunday, a blessed day, is it not dear friend?" "Yes!" he said, with sudden energy; "when one has got over the superstition of it, a *most* blessed day." Gradually and without pain the end come on, and on the 10th of May, 1860, he passed away from earth in perfect peace.

We cannot regard such an end otherwise than with solemn thankfulness, that God allows such men to live and work and die among us, to show us what man may do and be in this life, and to raise our thoughts to what *must* be the life to come, for souls which have made earth itself a holy place. His most gifted countrywoman reached Florence too late to pay her great fellow-abolitionist a last tribute of the respect and regard which outstripped all limits of creed. At her request the writer gave her all the details of his last hours, and repeated (doubtless with faithless tears) the words above quoted, concerning his unfinished labours, adding, "To think that life is over—that work is stopped!" "And do you think," said she, raising her eyes with a flash of rebuke, "do *you* think;—did *he* think that Theodore Parker has no work to do for God *now?*"

It must be so. He who recalled his soldier in the heat of the battle must have a nobler command for him on high; yet we must miss him here, and sorely his country misses him in her hour of trial. He was a great and a good man; the greatest and best, perhaps, which America has produced. He was great in many ways,—in original genius, in learning, in eloquence, and in a courage and honesty which no danger could daunt or check. In time to come his country will glory in his name, and the world will acknowledge all his gifts and powers. His true greatness, however, will in future ages rest on this—that God revealed Himself to his faithful soul, in His most adorable aspect—that he preached with undying faith, and lived out in his consecrated life, the lesson he had thus been taught—that he was worthy to be the *Prophet* of the greatest of all truths, the ABSOLUTE GOODNESS OF GOD, the centeral of the truth universe.

* "Among his last connected words were these." Prof. Newmans, letter to the *Reasoner*.
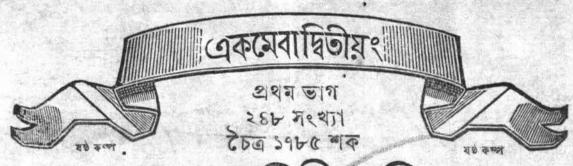
নূতন পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

১ "কন্যা বিক্রয় নাটক" পাবনা নিবাসী শ্রীনফরচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য চারি আনা মাত্র।

২ "কাব্য প্রকাশ" মাসিক পত্রিকা, ঢাকা ইমামগঞ্জ সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। ইহার বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা, ত্রৈমাসিক মুল্য ১ টাকা প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।৴০ আনা।

৩ পুরাণ সংগ্রহ একাদশ খণ্ড।

৪ জেপান। এই গ্রন্থ খানি অনুবাদক সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

১১ ফাল্গুন সোমবার সম্বৎ ১৯৯১ কলিগতাব্দ ৪৯৬৭।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার-ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

১৭৮৫ শকের ১৫ মাঘ বুধবারে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্যের উক্তি।

আমরা দিনান্তে অদ্য এই বুধ বারে এই পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে সেই উৎসাহ-দাতা আনন্দ-দাতা পরমেশ্বরের মঙ্গল ছায়াতে এই সংসারের শোক তাপ হইতে মুক্ত হইতে আসিয়াছি। তিনি নিয়ত আমারদের মস্তকের উপর বিরাজ করিতেছেন, তিনি নিয়ত আমারদের প্রতি হৃদয়ে সঞ্চরণ করিতেছেন। আত্মার তিনি অন্তরাত্মা, তাঁহার প্রসন্ন মঙ্গল মূর্ত্তি দেখিয়া অকুতোভয়ে এই ভয়াবহ সংসারে বিচরণ করিতেছি। আমরা অদ্য সেই শুভ দিন অতিক্রম করিয়া—মাঘের সেই শুভ একাদশ দিবস অতিক্রম করিয়া চারি দিন পরে পুনর্ব্বার এই উৎসব-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছি। উৎসাহদাতা উৎসাহের পর উৎসাহ, আনন্দের উপর আনন্দ বর্ষণ করিতেছেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম, যে সম্বৎসর পরে সেই সাম্বৎসরিক শুভ দিনে দিগ্‌দিগন্তর হইতে সমাগত ভগবজ্জনগণের সহিত একত্রিত হইয়া পরম পিতার উপাসনা করিব। আমরা সেই দিনে আশার অতীত ফল লাভ করিয়াছি—সেই উৎসাহ সম্বৎসরের উপজীবিকা হইয়াছে। আমরা সেই দিনে যে উৎসাহ লাভ করিয়াছি, সেই উৎসাহ আবার উৎসাহের বীজ হইয়াছে। আমরা তাঁহার আদিষ্ট শুভ কার্য্য করিয়া যে আনন্দ লাভ করি, তাহা আবার নবতর কল্যাণতর কার্য্যের বীজ হয়। পরমেশ্বরের নিকট হইতে উৎসাহ লাভ করিয়া এই বৎসর পুনর্ব্বার নব উদ্যমে তাঁর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। পরীক্ষাতে জানিয়াছি যে গত বৎসরে যিনি জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতিতে যে পরিমাণে তাঁহার আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে সেই সাম্বৎসরিক উৎসবের মধ্যে আপনার আত্মার অভ্যন্তরে তাঁর পবিত্র প্রেম-মুখের আভা সন্দর্শন করিয়াছেন, ধর্ম্মের পুরস্কার—পুণ্যের শেষ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। এই পুরস্কার লাভে বৎসরে বৎসরে ব্রাহ্মেরা উন্নত হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিকীর্ণ করিতেছেন। প্রথমে এই বঙ্গ দেশে এই এক মাত্র ব্রাহ্ম সমাজ ছিল, সমুদয় অরণ্যের মধ্যে এই

একটি মাত্র চম্পকের বৃক্ষ ছিল,—কোথাও আর ব্রহ্ম নামের কীর্ত্তন হইত না, কোথাও আর ব্রহ্ম নাম অবগত ছিল না। এই চতুঃ প্রাচীরের অভ্যন্তরে তাঁর গুণ গান হইত, আর সকলই শূন্য ছিল, আর সকলই অন্ধকার ছিল। সেই শূন্য অন্ধকার ভেদ করিয়া একমেবাদ্বিতীয়ং জ্যোতির জ্যোতি-রূপে, প্রাণের প্রাণ-রূপে, আত্মার আত্মা-রূপে এই ব্রাহ্মসমাজে আবির্ভূত হইলেন। যে দিন কৃষ্ণনগর হইতে শব্দ আইল, যে সেই পৌত্তলিকতার দুর্গ মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে, সে দিনের আনন্দ আমি অদ্যাপি বিস্মৃত হই নাই। উৎসাহ-দাতা উৎসাহ প্রেরণ করিলেন, আর সেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। পরে ঢাকাতে বিক্রমপুরে এই শুভ সমাচার গেল, পরে মেদিনীপুরে। এখন দেখ বঙ্গ ভূমি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের রত্ন ভূষণে, ব্রহ্ম-জ্ঞানের দীপ-মালায়, দিন দিন কেমন অলঙ্কৃতা হইতেছে। এই ক্ষণে বিপক্ষেরা বাধিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে জানিতেছে, বিপক্ষেরা স্বপক্ষের ন্যায় ব্রহ্মের নাম কীর্ত্তন করিতেছে। তখন এক জনের মনে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রকাশ পাইতেছিল, এখন দেখ কত লোকে ইহার অনুচর হইয়াছে। রোগী শীর্ণ হইয়াও বলবান্ বিপথগামীকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের শীতল আশ্রয়ে আনিতেছে, নির্ধন কুটীরবাসী হইয়াও শ্রীসম্পন্ন মহাশীল ধনাঢ্যকে স্বধর্ম্মে অনুরক্ত করিতেছে, পিতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়াও নিরাশ্রয় যুবা পরম পিতার নিকটে প্রার্থনা করিতেছে, যে হে পরম পিতঃ! আমার পিতার মনকে তোমার দিকে আকর্ষণ কর। কি আনন্দ! কি আনন্দ! চতুর্দ্দিকে তাঁহার গুণ গান হইতেছে, তাঁহার নাম কীর্ত্তন হইতেছে। ব্রাহ্মেরা সদ্ভাবে সাধুভাবে সুহৃদ্ ভাবে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন—ঐক্য সম্পন্ন হইতেছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সকল বিবাদ তিরোহিত হইয়া এই মাত্র উগ্র বিবাদ রহিয়াছে, যে কে অধিক পরিমাণে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারে। কেহ বা পরিব্রাজক প্রচারক ভাবে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কেহ বা উপদেষ্টা হইয়া আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্বর্গীয় ধর্ম্ম প্রচারের জন্য, যার ধন আছে, সে তাহা অকাতরে অজস্র বিতরণ করিতেছে; যার বিদ্যা বুদ্ধি, তর্ক শক্তি, বাক্ পটুতা আছে, সে লোকদিগের কুসংস্কার কণ্টক-সকল ছেদন করিতেছে, মোহ-অন্ধকার নিরাস করিতেছে, তাহারদিগকে বিপথ হইতে সৎপথে আকর্ষণ করিতেছে; যার গান-শক্তি ও স্বর সৌষ্ঠব, ও তাল মান বোধ আছে, সে লোকের সরল মনকে বিশুদ্ধ ভক্তি-রসে আর্দ্র করিতেছে। যেখানে যে প্রকার ক্ষেত্র, সত্য প্রচারের জন্যে ব্রাহ্মেরা সেখানে সেই রূপ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। বিদ্বানের জন্যে বিদ্বান্ ব্রাহ্ম, কৃষকের জন্যে কৃষক ব্রাহ্ম দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এই প্রকারে দেখ বঙ্গ ভূমি কেমন উজ্জ্বল পবিত্র বেশ ধারণ করিয়াছে, ব্রহ্ম উপাসনা কেমন ঘরে ঘরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, দেব ভাব কেমন পশু ভাবকে অতিক্রম করিতেছে। কিন্তু কেবল কি এই বঙ্গদেশে আমারদের সকল ভাব, সকল স্নেহ বদ্ধ থাকিবে? ইহা হইতে কি দূরে যাইবে না? প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, অনেকের ভাব বঙ্গদেশ হইতে অন্য প্রদেশে প্রসারিত হইতেছে; বঙ্গদেশে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, ভারতবর্ষময় তাহা ক্রমে বিকীর্ণ হইতেছে। অযোধ্যা ও বেরেলীতে তাহা প্রবেশ করিয়াছে, লাহোরে ও পেশওআরে তাহা দীপ্তি পাইতেছে। এই ক্ষণে তাঁহার সমুদ্র

অতিক্রম করিবার উপক্রম দেখিতেছি। আমার প্রিয় সুহৃৎ এই কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, যিনি এই ক্ষণে আমার সম্মুখে বিনীত বেশে ভক্তি ভাবে ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হইয়া পরম পুরুষের আরাধনা করিতেছেন, তিনি নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সত্য ধর্ম্ম প্রচারের জন্য এই মাঘের অষ্টাবিংশ দিবসে বোম্বাই নগরে যাত্রা করিবেন। কিন্তু আপনার কিসের জন্যে? শরীরের সুস্থতার জন্যে, কি প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে, কি প্রভুত্ব বিস্তারের জন্যে, না পরিবারের সন্তুষ্টির জন্যে? ইহার কিছুরই জন্যে নহে। ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে যে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন, সেই তাঁহাকে সমুদ্র-তীরে প্রক্ষেপ করিতেছে। সেখানে যে কি প্রকারে তাহা প্রচার করিবেন, তাহার কিছুই তিনি অবগত নহেন; এই জানিতেছেন, যে যাইতেই হইবে।

হে ব্রাহ্ম সকল! তোমরা তোমারদের আচার্য্যের এই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামী হও, তিনি যদি স্বীয় দুর্ব্বল শরীর লইয়া পৌত্তলিকতার দুর্গম দুর্গ দ্বারকা ধামে ঈশ্বরের জয়স্তম্ভ নিখাত করিতে দণ্ডায়মান হন, তবে তোমরা কি স্বচ্ছন্দ শরীরে বঙ্গভূমিতে স্বীয় গৃহে থাকিয়া তাঁহার পবিত্র রাজ্য বিস্তার করিবে না? যেখানে যেখানে নদী-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, যেখানে যেখানে লৌহ বর্ম্ম প্রসারিত হইতেছে সকল স্থানে যাও, সেই মহদ্‌যশের যশ ঘোষণা কর।

হে জগদীশ্বর! সকলের হৃদয়ে তোমার ধর্ম্ম প্রেরণ কর; যিনি তোমার কার্য্যে দণ্ডায়মান হন, তাঁহাকে তুমি রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০—

মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্ত কালে ব্রহ্মোপাসনা।

আমরা যে বসন্তের উৎসবের দিবস অনেক দিন অবধি প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, অদ্য সেই দিবস উপস্থিত। অদ্য সেই সর্ব্বস্রষ্টাকে স্মরণ কর যাঁহার মধুর মঙ্গলমূর্ত্তি অবলোকন করিলে কোন ভয়, কোন উদ্বেগ থাকে না। অপূর্ব্ব মলয় সমীরণ তাঁহারই মঙ্গল বার্ত্তা সর্ব্বত্র বহন করিতেছে; তাঁহারই করুণা, মূর্ত্তিমতী হইয়া—নব পল্লব ও মুকুলের রূপ ধারণ করিয়াছে। তিনি যেমন বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে বসন্ত প্রেরণ করেন তেমনি আত্মা সম্বন্ধেও বসন্ত প্রেরণ করেন। তিনি যেমন বসন্ত কালে বাহ্য জগৎকে নব জীবন প্রদান করেন তেমনি মৃত আত্মাতে ধর্ম্ম প্রবেশ করাইয়া তাহাকে নবজীবন প্রদান করেন। পাপই মৃত্যুর প্রতিকৃতি; ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবন। যে ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া—ধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করে সে নবজীবন প্রাপ্ত হয়। বসন্তের পুষ্পের ন্যায় ঈশ্বরের-প্রীতিরূপ পুষ্প তাঁহার হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করে; বসন্ত সমীরণের হিল্লোলের ন্যায় ব্রহ্মানন্দের হিল্লোল তাঁহার আত্মাতে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করে। যেমন শীত প্রধান দেশে তুষার ঘনীভূত স্রোতস্বতী-সকল বসন্ত সমাগমে দ্রবীভূত হইয়া মনুষ্যের মঙ্গল জন্য প্রবাহিত হয়, তেমনি স্বার্থপরতা রূপ তুষারে জড়ীভূত মনোবৃত্তিসকল ধর্ম্মের আবির্ভাবে ঔদার্য্য ভাব অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের হিতসাধনে ব্যস্ত হয়। বসন্ত কালে কেবল জীবিত থাকাই যেমন সুখের প্রতি কারণ হয়, বসন্তকালে যেমন প্রতি নিশ্বাসে আমরা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনায়াসে প্রাপ্ত

হই তেমনি ধর্ম্ম রূপ জীবনপ্রাপ্ত মনুষ্য সর্ব্বদা অযত্ন-সম্ভূত সহজ আনন্দ নিরন্তর উপভোগ করেন। তিনি এখানে যে-জীবন ও আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন সেই জীবন ও আনন্দই পরকালে প্রাপ্ত হয়েন; কেবল তাহা তথায় উন্নত ভাব অবলম্বন করে এই মাত্র প্রভেদ। কেবল তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়; তাঁহার জীবন ও আনন্দ উন্নত নূতন অবস্থায় স্ফুরিত হয়। যিনি বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে আত্মা সম্বন্ধে বসন্ত প্রেরণ করেন, অদ্য সেই মধুময় পুরুষকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত উপাসনা করিয়া জন্ম সার্থক কর। অদ্য সাংসারিক শোক দুঃখ বিস্মরণ পূর্ব্বক সেই সকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি কর্ত্তাকে সম্মুখস্থ করিয়া উৎসবের আনন্দে নিমগ্ন হও। যেমন মর্ত্ত্য লোকের পিতা কখন এমত ইচ্ছা করেন না যে, বালক সাংসারিক চিন্তায় অভিভূত হইয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণবদন হইয়া থাকে তেমনি আমাদিগের পরম পিতার কখন ইচ্ছা নয় যে, কেবল সাংসারিক উদ্বেগে উদ্বিগ্ন থাকিয়া আমরা কাল যাপন করি। বালক যেমন সম্পূর্ণরূপে পিতার প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে তেমনি আইস আমাদিগের ভাবী সুখ দুঃখ সেই পরম পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হই। যে ব্যক্তি বালকের ন্যায় নির্ভর ভাবাপন্ন, সরল, নির্দ্দোষ ও সদানন্দ না হইতে পারেন তিনি ঈশ্বর হইতে অনেক দূর। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মনুষ্য, যিনি প্রৌঢ়াবস্থায় অভিজ্ঞতার সহিত বালকের ঔদার্য্য ও সারল্য সংযোগ করেন। বসন্তকাল বাল্য কালের প্রতিরূপ; এক্ষণে বিষণ্ণ থাকা কখনই উচিত হয় না। অদ্য সকলে সাংসারিক চিন্তা দূর করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হও। অদ্য ব্রহ্ম-প্রীতিরূপ সুগন্ধ মাল্য ও আনন্দ রূপ বসন্তীয় পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক বসন্তের উৎসবের কার্য্য, মনের সহিত সমাধা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

—০—

রাজ-তরঙ্গিনী।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা পূর্ব্বতন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি বিরচিত ভূরি ভূরি নিগূঢ়ার্থ ও রমণীয় সংস্কৃত দর্শন এবং কাব্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিতে পারি; পুরাণ উপপুরাণ যে কত আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না; গণিত শাস্ত্রেরও অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত পুরাবৃত্ত বিষয়ক গ্রন্থ পাওয়াই সুকঠিন। পূর্ব্বকালীন হিন্দুগণ কবিতা রসাস্বাদনে অথবা দুরূহ তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক চিন্তাতেই একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা বর্ত্তমান কালের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন না তাঁহাদের সমকাল বর্ত্তী ঘটনাবলিকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করিতেন সুতরাং তৎসমুদায় উত্তর কালে জন সমূহের গোচরার্থ লিপিবদ্ধ করিতেন না। অপরাপর সভ্য জাতি স্ব স্ব দেশীয় ইতিবৃত্ত অবিকৃত ভাবে প্রকটন ও যত্ন পূর্ব্বক সংরক্ষিত করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে অনেকানেক জনপদে ভূপতিগণ স্ব স্ব রাজত্ব কালের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ইতিবৃত্ত লেখক রূপে নিযুক্ত করিতেন। কিন্তু হিন্দুগণ কল্পনা দেবীর একান্ত উপাসক হইয়া রস-শূন্য সাংসারিক ব্যাপারের অবিকল প্রকটন করা কষ্টমাত্র বোধ করিতেন, তাঁহারা অতি প্রাচীন ভূতপূর্ব্ব শ্রুতি পরম্পরাগত মহাপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপ কল্পনা সহযোগে নানাবিধ অলঙ্কারে সুশোভিত এবং বহু

উপন্যাস সংযোগে পল্লবিত করিতে ভাল বাসিতেন। এই রূপে অসংখ্য পুরাণের রচনা হইয়াছে, এবং এই সমস্ত পুরাণের পাঠ ও শ্রবণ করা অদ্যাপি বিস্তারিত রূপে প্রচলিত আছে। কিন্তু পুরাণ গ্রন্থ হইতে প্রকৃত ইতিহাস সংকলন করা দুঃসাধ্য। আমরা রামায়ণ বা মহাভারতে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের অনেকানেক সুবিখ্যাত প্রতাপশালী নরপতির বহু বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হই বটে, কিন্তু সেই সকল ভূপতি কোন্ সময়ে উদ্ভব হইয়াছিলেন, কে কি রূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা কিছুই নিরূপণ করা যায় না, অপর সেই সকল বিবরণের মধ্যে সত্যাসত্য প্রভেদ করাও সুকঠিন। অধিকন্তু সময়ে সময়ে যে সকল পৌরাণিক বা অপরাপর ইতিহাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাদেরও রচনা কাল এবং লেখকের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাচীন নামের গৌরব ভারতবর্ষে যে প্রকার আছে তদ্রূপ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না; এই হেতু গ্রন্থকারগণ জনসমাজে স্ব স্ব গ্রন্থ সমাদৃত হইবে বলিয়া কৌশল পূর্ব্বক তৎসমুদায়কে প্রাচীন ঋষিদিগের নামে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। এই রূপে ভারতবর্ষের হিন্দু-রাজগণের অধিকার কালীন ইতিহাস, ঘোর অন্ধকারাবৃত রহিয়াছে, কোন বিষয়েরই অবিকল ও সুশৃঙ্খল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কল্পনা ও অনুমানের প্রতি নির্ভর করিয়াই অনেক বিষয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ কাশ্মীর দেশকে এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত দেখা যায়। এই দেশের আদ্যোপান্ত আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত সুপ্রণালী বদ্ধ রূপে রাজ-তরঙ্গিণী নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এই ইতিহাসে কাশ্মীরের সমস্ত নরপতি গণের বৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কেবল এই গ্রন্থ খানিই সর্ব্বাংশে প্রকৃত ইতিহাস নামে গণ্য হইতে পারে। এই হেতু ইতিহাসবেত্তাদিগের নিকট ইহা সমধিক সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে। রাজতরঙ্গিণীর সমুদায়ই একব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত নহে; ইহার প্রথম খণ্ড চম্পক-নন্দন কহ্লন পণ্ডিতের লিখিত; তাঁহার পর অপরাপর লেখকগণ স্ব স্ব সময়ের রাজ-বৃত্তান্ত ক্রমে ক্রমে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; এই কারণেই রাজ তরঙ্গণীর সকল বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে বিশ্বাস যোগ্য হইয়াছে। কহ্লন পণ্ডিত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি যে সকল ইতিহাসবেত্তার গ্রন্থ হইতে স্বীয় ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন অগ্রে তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা সুব্রত ও নরেন্দ্র, এ দুই ব্যক্তির রচিত গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয় না; তৃতীয়, হীনরাজ ইনি স্বয়ং উদাসীন ছিলেন এবং ইনি গোনর্দ্দ নামক নরপতি ও তাঁহার পরবর্ত্তি ভূপাল ত্রয়ের বিবরণ লিখিয়া ছিলেন; চতুর্থ পদ্মমিহির যিনি লব নামক নৃপতি হইতে আরম্ভ করিয়া অশোক রাজার সময় পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিয়াছিলেন; এবং পঞ্চম, শ্রীছবিল্লাকার যিনি অশোক রাজ হইতে তৎ পরবর্ত্তি ভূপতি চতুষ্টয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কহ্লন পণ্ডিতের লিখিত ইতিহাস অতি পূর্ব্বতন কালাবধি আরম্ভ হইয়া ৯৪৯ শকাব্দে রাজা সঙ্গ্রাম-দেবের রাজত্ব সময় পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে। এবং কহ্লনের সময়ও প্রায় ১০৭০ শকাব্দের সান্নিধ্য হইবেক। কহ্লন পণ্ডিতের লিখিত বিবরণের পর অবধি মুসলমান নরপতি জৈনুদ্দিনের সময় পর্য্যন্ত যে ইতিহাস রাজ তরঙ্গিণীতে আছে, তাহা যোনরাজ কর্ত্তৃক রচিত; এই খণ্ডের নাম রাজাবলি। ইহার পর

খণ্ডের নাম শ্রীজৈনরাজ-তরঙ্গিণী, এই খণ্ড শ্রীবর পণ্ডিত রচিত, ইহাতে ১৪৭৭ খৃঃঅব্দে ফতেঃসাহ নরপতির সময় পর্য্যন্ত ইতিহাস বিবরণ লিখিত হইয়াছে। রাজ তরঙ্গিণীর চতুর্থ ও শেষ খণ্ডে দিল্লীশ্বর আকবর বাদশাহের সময় পর্য্যন্ত আছে; ইহা পুণ্যভট্ট বা প্রাজ্ঞ ভট্টের রচিত, এবং ইহার নাম রাজাবলি পতাকা। এই রূপে কাশ্মীর দেশের ইতিহাস অতি প্রাচীন কালাবধি আক্বরের সময় পর্য্যন্ত সুপ্রণালী ক্রমে সংরচিত হইয়াছে। অপর রাজতরঙ্গিণীর অনুযায়ী পারস্য ভাষায় অনেক গুলি কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। যদিও এই ক্ষুদ্র দেশের ইতিহাসে কোন বিশেষ রূপ আশ্চর্য্য বা চিরস্মরণীয় ব্যাপার দৃষ্ট হয় না; যদিও ইহাতে আমরা মহাভারতকীর্ত্তিত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের ন্যায় মহাযুদ্ধ বিগ্রহ বিবরণ পাঠ করিতে পাই না, যদিও রাজস্থান বাসি বিক্রমশালী রাজপুত্রদিগের সদৃশ বীরত্বের পরিচয় ইহাতে প্রাপ্ত না হই, তথাপি রাজতরঙ্গিণীর লিখিত বিবরণকে কাশ্মীরের প্রাচীন অবস্থার প্রকৃত প্রতিরূপ বলিয়া যে গ্রহণ করা যাইতে পারে ইহা সামান্য লাভের বিষয় নহে।

কাশ্মীর দেশের হিন্দু রাজত্ব কালীন কি প্রকার অবস্থা ছিল, তথায় কি রূপ শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল এবং ভূপতিগণের কেমন চরিত্র ও কীর্ত্তি কলাপ ছিল, তাহা আলোচনা করিলে তৎকালবর্ত্তি ভারত বর্ষের অপরাপর রাজ্যের অবস্থারও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবেক; এবং রাজতরঙ্গিণীতে অপরাপর জনপদ সংক্রান্ত যে সকল উল্লেখ আছে তদ্দ্বারা তাহাদের ইতিহাসেরও কিছু কিছু সন্ধান জানা যাইবেক। অতএব আমরা এস্থলে কহ্লন পণ্ডিত বিরচিত ইতিবৃত্ত হইতে পশ্চাল্লিখিত সংক্ষেপ বিবরণ সঙ্কলন করিলাম।

কাশ্মীর অতি প্রাচীন রাজ্য, ইহা অতিশয় পূর্ব্বতন কালাবধি ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় নৃপতি পরম্পরা কর্ত্তৃক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রূপে শাসিত ও রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। ইহার সুন্দর প্রাকৃতিক অবস্থা এবং উৎকৃষ্ট ও সাতিশয় স্বাস্থ্যকর জল বায়ু, এবং রমণীয় হিম গিরির অভ্যন্তরস্থিত ও উন্নত পর্ব্বত পরিবেষ্টিত প্রযুক্ত ইহার অপূর্ব্ব রমণীয় শোভা;—এই সকল কারণেই ইহা অতি পূর্ব্বকাল হইতেই মনুষ্যের আবাস ও সমৃদ্ধির আলয় হইয়াছিল। ইতিহাস লেখকের মতে কাশ্মীর দেশ প্রথমে সতীসর নামে একটি বৃহৎ জলাশয় মাত্র ছিল। বাস্তবিক কাশ্মীরের গঠন দৃষ্টি করিলে এই কথা সম্পূর্ণ রূপে সম্ভব পর বোধ হয়, এবং প্রাকৃতিক ভূগোল বেত্তাগণও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, বর্ত্তমান মন্বন্তরের প্রারম্ভে কশ্যপ মুনি উক্ত বিস্তীর্ণ জলাশয়ের জল, উপায় ক্রমে নিঃসারিত করিয়া মনুষ্যের বাস যোগ্য করিয়াছিলেন, এবং তদবধি তাহা একটি বৃহৎ জনপদ হইয়া উঠিয়াছে। কাশ্মীর দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বে নাগোপাসক ছিল, তাহারা সর্পকে দেবতা বলিয়া ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিত, এবং তাহার জন্য বৃহৎ বৃহৎ মন্দির সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কিন্তু এপ্রকার বর্ব্বর ধর্ম্ম কাশ্মীরে অধিক দিন ছিল না। অত্যল্পকাল মধ্যেই তথায় হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল, এবং শিব ও শক্তির উপাসনা অতি প্রশস্ত রূপে দেশ মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। এই বৃত্তান্ত হইতে ইহা অনুমান হয় যে, অগ্রে কাশ্মীর দেশে পর্ব্বতবাসী অসভ্য জাতিরই বসতি হইয়াছিল, পরে হিন্দুগণ তথায় আগমন করিয়া আপনাদের ধর্ম্ম ও ব্যবহার পদ্ধতি প্রচলিত করে। কাশ্মীরের প্রথম নৃপতিগণ কুরুবংশীয় ছি-

লেন, এই বংশ হইতে ক্রমান্বয়ে দ্বিপঞ্চাশৎ সংখ্যক ভূপতি সর্ব্ব শুদ্ধ ১২৬৬ বৎসর ব্যাপিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। কহ্লন পণ্ডিত ইহাদের কোন বিবরণ লেখেন নাই, কারণ তাঁহার মতে ইহারা অধর্ম্মাচারী ও বেদ নিন্দক ছিল, সুতরাং এপ্রকার দুরাচার নরপতিগণের ইতিহাস, লিপি বদ্ধ করা অকর্ত্তব্য। কিন্তু বাস্তবিক এতাধিক পুরাকালের বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না তজ্জন্য তাহা লিখিত হয় নাই। কাশ্মীরের প্রথম রাজ বংশ কৌরব কুলোদ্ভব ছিল, এই হেতু কোন কোন পুরাবৃত্ত বেত্তা অনুমান করেন যে, এই স্থান হইতেই কুরু পাণ্ডবগণ প্রথমে আগমন করিয়া হস্তিনায় রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন (১)। যাহা হউক কুরু বংশের একটি বৃহৎ শাখা যে কাশ্মীর দেশে বিস্তারিত হইয়াছিল ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

কাশ্মীরের কুরুবংশীয় নৃপতিগণ অবশেষে বক্র রাজ নামক কোন পরাক্রমশালী ভূপতি কর্ত্তৃক সিংহাসন চ্যুত হইয়াছিল এবং তদবধি বক্র রাজের বংশাবলি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করে। এই বংশে গোনর্দ্দ নামক নরপতি অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং ইহাঁরই সময় হইতে কাশ্মীরের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। গোনর্দ্দ রাজ শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের সমকাল বর্ত্তি ছিলেন, এবং মগধাধিপতি জরাসন্ধের সহিত তাঁহার সাতিশয় সখ্যতা ছিল। তিনি জরাসন্ধের সহায়তা করিবার জন্য স্বসৈন্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকূলে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। পরে গোনর্দ্দের পুত্র দামোদর সিংহাসনারূঢ় হইয়া পিতৃ বৈর নির্যাতনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া স্বদেশ হইতে বহির্গমন করিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন যে, শত্রু পক্ষীয় এক সম্প্রদায় বিবাহিত বর কন্যা লইয়া যাইতেছে; তৎক্ষণাৎ তিনি সেই দলকে আক্রমণ করিলেন; পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং তাহাতে কন্যাটি নিহত হইল। এই আকস্মিক ব্যাপার দৃষ্টি গোচর করিয়া শত্রু দল মহা ক্রুদ্ধ হইয়া দামোদর নৃপতিরও প্রাণ নাশ করিল।

দামোদরের মৃত্যু কালীন তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী যশোবতী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই ঘটনার বিবরণ শ্রবণ করিয়া রাণীকে সান্ত্বনা ও অভয় প্রদানার্থ কতিপয় ব্রাহ্মণকে তৎ-সন্নিধানে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বিজয়ী হইয়াও উক্ত পতিহীনা নারীর প্রতি বিশেষ অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। যথাকালে যশোবতীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, এবং সেই সদ্যোজাত শিশু অবিলম্বে রাজত্বে অভিষিক্ত হইল, এবং তদীয় পিতামহের নামানুকরণে তাহার ও নাম গোনর্দ্দ হইল। এই নৃপতি স্বীয় শৈশবাবস্থা হেতু তৎকালে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই। এই নৃপতির পরে পঞ্চত্রিংশৎ সংখ্যক রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের কিছুই বিবরণ নাই। তৎপরে কুশেশ্বর, খগেন্দ্র এবং সুরেন্দ্র ইহাঁরা পরে পরে সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন। কুশেশ্বর অতিশয় দানশীল ছিলেন, তিনি বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্র রাজ, অনেক নগর সংস্থাপন ও দেব-

(১) মহাভারতের আদি পর্ব্বে পঞ্চ পাণ্ডবের আদি বাস হিমবৎ পর্ব্বতে উল্লিখিত হইয়াছে। এবং পাণ্ডোঃ সুতাঃ পঞ্চ দেবদত্তা মহাবলাঃ। সন্তু তাঃ কীর্ত্তিমন্তশ্চ কুরুবংশবিবর্দ্ধনাঃ। শুভলক্ষণসম্পন্নাঃ সোমবৎ প্রিয়দর্শনাঃ। সিংহ দর্পা মহেশ্বাসাঃ সিংহবিক্রান্তগামিনঃ। সিংহ গ্রীবা মনুষ্যেন্দ্রা ববৃধুর্দেববিক্রমাঃ। বিবর্দ্ধমানাস্তে তত্র পুণ্যে হিমবতোগিরৌ। এই রূপে পঞ্চ পাণ্ডু পুত্র দেবদত্ত মহাবল বিশিষ্ট, কুরুবংশের কীর্ত্তি স্বরূপ, শুভ লক্ষণ সম্পন্ন সোমবৎ প্রিয়দর্শন সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী এবং মনুষ্যেন্দ্র হইয়া প্রথমে হিমগিরিতে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। (২—৩৪)

মন্দির ও রাজ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। তিনি গোনর্দ্দ বংশের শেষ নরপতি ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় অপত্যাভাব হেতু,ভিন্ন বংশীয় গোধর নামক নরপতি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহাঁর পর তদ্বংশের অপর ভূপতিত্রয় রাজত্ব করেন; তাঁহাদের নাম সুবর্ণ, জনক, এবং সচীনর; শেষোক্ত রাজার পর অশোক নামক প্রাচীন রাজ বংশোদ্ভব নরপতি সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন। ইনি একান্ত শিব-ভক্ত এবং তাপস ছিলেন, সুতরাং রাজ কার্য্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিতেন না, এই হেতু তাঁহার সময়ে দেশময় বৌদ্ধমতের প্রচার ও ম্লেচ্ছ জাতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পরে তাঁহার তপোবলে জলোক নামে এক বীর্য্যবন্ত তনয় হইয়াছিল। জলোক পিতৃ মরণান্তে রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কীর্ত্তি-দ্বারা অতিশয় যশস্বী ও সুকৃতী হইয়া ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম দ্বেষ্টা বৌদ্ধগণ এবং ম্লেচ্ছদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন; এবং অপরাপর দেশে স্বীয় জয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। তিনি পারস্য দেশ আক্রমণ করেন, এবং ভারত বর্ষের কান্যকুব্জ নগর স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ঘটনার পর তিনি আপন রাজ্যের ব্যবস্থা ও নিয়ম পদ্ধতি সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কান্যকুব্জ ও আর্য্যাবর্ত্তের অপরাপর দেশের প্রথানুসারে কাশ্মীরে জাতি ভেদ প্রচলিত করিলেন, এবং নূতন পদ্ধতি ক্রমে শাসন-প্রণালী সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার সপ্ত সংখ্যক প্রধান রাজ-কর্ম্মচারি ছিল, যথা ধর্ম্মাধ্যক্ষ (বিচারপতি,) ধনাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ (যিনি সেনা ও যুদ্ধ সংক্রান্ত দ্রব্য জাত রক্ষা করিতেন) চমূপতি (সৈন্যাধ্যক্ষ,) দূত, পুরোহিত এবং দৈবজ্ঞ। জলোকরাজ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, এবং দেশে হিন্দু শাস্ত্র মত আচার ব্যবহার যত্ন পূর্ব্বক প্রচলিত করিয়াছিলেন। তিনি বহুকাল কুশলে রাজত্ব করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণীসহ পরিশেষে তীর্থ-ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং এই ভ্রমণাবস্থায় পরলোক গমন করিলেন। জলোকের পর ভিন্ন বংশ জাত দামোদর নামক রাজা সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি রাজপথ ও বৃহৎ বৃহৎ নদীর সংক্রমণাদি নির্ম্মাণ দ্বারা দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। কথিত আছে যে তিনি ব্রহ্ম-শাপে পতিত হইয়া সর্পাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার পর তুরস্ক জাতি আসিয়া কাশ্মীর অধিকার করে এবং তাহাদের মধ্যে হুষ্ক জুষ্ক এবং কনিষ্ক নামক তিন ভূপতি এই দেশ তিন খণ্ডে বিভাগ করিয়া লয়। এই সময়েই বৌদ্ধগণ প্রবল হইয়া কাশ্মীরে তাহাদের ধর্ম্ম বিস্তীর্ণ রূপে প্রচার করিয়াছিল। তুরস্ক নৃপতিগণের পর কাশ্মীরে পুনরায় হিন্দু-রাজত্ব হইয়াছিল, এবং অভিমন্যু নামক নরপতি রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মন্ত্রিবর সুবিখ্যাত চন্দ্র পণ্ডিতের(২) সাহায্যে প্রজা সকলকে বৌদ্ধমত হইতে পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্মে আনিতে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহার পর অনেক রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সময়ে বিশেষ কোন ঘটনার বিবরণ দৃষ্ট হয় না; এই হেতু এস্থলে একাদিক্রমে তাহাদের নাম ও রাজত্ব কাল মাত্র প্রকটিত হইল। যথা গোনর্দ্দ (ইনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন, বিভীষণ (৫৩ বৎসর) ইন্দ্রজিৎ (৩৫) রাবণ (৩০) দ্বিতীয় বিভীষণ (৩৫) নর, সিদ্ধ, উৎপলাক্ষ, হির-

(২) চন্দ্র পণ্ডিত ব্যাকরণ শাস্ত্রে মহা পণ্ডিত ছিলেন এবং স্বয়ং এক ব্যাকরণ রচনা করেন। অপর তিনি প্রথমে কাশ্মীর দেশে মহা ভাষ্যের শিক্ষা দেন।

ন্যাক্ষ (৩৭) হিরণ্যকুল (৬০) এবং বামকুল (৬০)। বামকুলের পর তৎপুত্র মিহির কুল রাজা হইয়াছিলেন, ইনি মহা দুর্দ্দান্ত ও অতিশয় নিষ্ঠুর নরপতি ছিলেন। মিহির রাজ্যাভিষেকের কিছু কাল পরেই লঙ্কা দ্বীপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসলেখক, রাজার উক্ত দ্বীপ আক্রমণ করিবার কারণ এই রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—তৎকালে সিংহল দেশে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহাতে তদ্দেশীয় রাজ-পদ চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত; একদা রাজ-রাণী এই বস্ত্র পরিধান করিয়া ছিলেন, এবং বস্ত্রাঙ্কিত পদ চিহ্নটি তাঁহার বক্ষস্থলে সংলগ্ন ছিল; এই ব্যাপার মিহির রাজের দৃষ্টি গোচর হইবা মাত্র তিনি মহাক্রুদ্ধ হইলেন এবং অবিলম্বে লঙ্কাধিপের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করিবার জন্য সিংহল দ্বীপ আক্রমণ করিতে গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া যুদ্ধেতে রাজাকে পরাভূত ও সিংহাসনচ্যুত করিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে অপর এক ব্যক্তিকে রাজপদে স্থাপনান্তর স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। অপর মিহির রাজের আজ্ঞানুসারে তদবধি সিংহল জাত বস্ত্রে সূর্য্যাকৃতি অঙ্কিত হইতে লাগিল। কাশ্মীর-রাজ প্রত্যাগমন কালে পথি মধ্যে দাক্ষিণাত্যের চোল, কর্ণাট এবং লাট দেশের অধিপতিগণকে সংগ্রামে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মিহির কুলের নিষ্ঠুর চরিত্রেরও দুইটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পশ্চাল্লিখিত বিবরণে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক। একদা চন্দ্রকুল নামক নদী মধ্যে এক অতি প্রকাণ্ড শিলা পতিত হইয়া একে বারে স্রোতকে অবরোধ করিয়াছিল; ভুপতি স্বপ্নযোগে জানিতে পারিলেন যে এই প্রস্তর কেবল এক মাত্র নিষ্কলঙ্ক সতী স্ত্রী কর্ত্তৃক নদী হইতে উদ্ধৃত হইবেক। এই রূপ স্বপ্নের পর তিনি সৎকুলোদ্ভবা নারীগণকে এই কার্য্য সাধন করিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু তাহারা কেহই সক্ষম হইল না এই রূপে নগরের প্রায় সমুদায় ভদ্র বংশীয় মহিলাগণ উক্ত প্রস্তর উত্তোলন করিতে অশক্ত হইলে পর, অবশেষে এক সামান্য কুম্ভকার পত্নী অক্লেশে তাহাকে নদী গর্ভ হইতে উদ্ধার করিল। এই ঘটনা অবলোকন করিয়া সমুদায় উচ্চ বংশীয় নারীগণকে কুচরিত্রা ও সতীত্ব বিহীনা বলিয়া নৃপতির সম্পূর্ণ রূপে প্রতীতি হইল। এবং তিনি ইহাদিগকে দেশের কলঙ্ক স্বরূপ জ্ঞান করিয়া স্বামী পুত্র সহিত তাহাদিগের নিহত করিতে আদেশ দিলেন। এই রূপে ভুপতি এককালে ত্রিকোটি মনুষ্য বধ করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রযুক্ত তাহার নাম ত্রিকোটিহা হইয়াছিল। এই নৃশংস ব্যাপারের পর মিহির রাজ এক উৎকট ও দুরারোগ্য রোগ গ্রস্ত হইলেন; ইহাতে তিনি জ্বলন্ত চিতারোহণে স্বীয় প্রাণত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি আর্য্যাবর্ত্ত হইতে উৎকৃষ্ট বংশীয় ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা চিতা নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাহাতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন (৩)।

সংবাদ সার।

—০—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য মান্দ্রাজ প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া বোম্বাই নগরে গমন করিয়াছেন। মান্দ্রাজে তিনি যে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিবার জন্য প্রায় ৭০০ লোক সমাগত হইয়াছিল। মা-

(৩) পূর্ব্বে হিন্দুগণ বার্দ্ধক্য বা রোগ প্রযুক্ত অশক্ত হইলে এই প্রকারেই প্রাণ ত্যাগ করিত। আমরা ইতিহাসে পঞ্জাবাধিপতি রাজা জয়পালের এই প্রকারে জীবন ত্যাগ করিবার কথা পাঠ করিয়াছি।

ন্দ্রাজস্থ "ডেলিনিউস" এবং "এথিনিয়ম্" নামক দুই খানি দৈনিক সংবাদ পত্রে এই বক্তৃতাটি বিশেষ রূপে প্রশংসিত হয়ইাছে। মান্দ্রাজের লোকেরা যে ভ্রমান্ধ চিরকাল আমরা ইহাই জানি, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে যে রূপ উৎসাহ ও সত্যের প্রতি তাঁহাদের যে রূপ আস্থা লক্ষিত হইতেছে ইহাতে বিলক্ষণ বোধ হয় যে সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের আর অধিক বিলম্ব নাই। মান্দ্রাজীদিগের মধ্যে অনেকেরই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে, এবং আপনাদিগের মত প্রকাশ করিয়া তাঁহারা পুনঃপুন ব্রাহ্মসমাজে পত্র লিখিতেছেন এবং একটী ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবার প্রস্তাব পর্য্যন্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কেশব বাবুর পত্র পাঠে অবগতি হইল যে যদি এই সময় কতক গুলি প্রচারক মান্দ্রাজে প্রেরিত হয়েন তাহা হইলে সেই প্রদেশের বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। কৃতবিদ্য উৎসাহপূর্ণ বিশুদ্ধ চরিত্র যুবক ব্রাহ্মদিগের প্রতি আমাদিগের নিবেদন যে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহও যেন ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন জন্য মান্দ্রাজে গিয়া কিছু কাল অবস্থিতি করেন। বর্ত্তমান সময়ই ধর্ম্মকে জীবনে পরিণত করিবার পক্ষে উপযোগী; এসময় যেন কেহ পশ্চাৎ গামী না হয়েন। ঈশ্বরের অনুকম্পায় মান্দ্রাজ প্রদেশীয় এবং বম্বে প্রদেশীয়েরা অবিলম্বেই সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করুন, এবং পরম সুখে কাল যাপন করুন।

সম্প্রতি ব্রাহ্ম বিবহ প্রণালী পুস্তক শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয় দ্বারা প্রস্তুত হইয়া সমাজে সমাজে বিতরিত হইয়াছে। তিনি এক্ষণে "অনুষ্ঠান পদ্ধতি" নামক অন্য এক খানি পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতেছেন। বিবাহপ্রণালী পুস্তকে যেমন ব্রাহ্ম বিবাহ প্রথা অবগত হওয়া যায়, অনুষ্ঠান পদ্ধতি পুস্তকে সেই রূপ সকল অনুষ্ঠানের নিয়ম অবগত হওয়া যাইবে। অনুষ্ঠান বিষয় ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যত প্রণালী বদ্ধ হয় ততই মঙ্গল, কারণ তাহা হইলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম জন-সমাজের ধর্ম্ম হইল।

১ লা চৈত্র রবিবারে বর্দ্ধমান ব্রাহ্ম-সমাজের সাম্বৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে, এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে অনেক গুলি ব্রাহ্ম বর্দ্ধমানে গিয়াছিলেন।

সম্প্রতি শ্রীহট্ট প্রদেশে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে।

নানাকারণ বশতঃ মধ্যে হালিসহর ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা অতি দীন হইয়া আসিয়াছিল। দূরস্থিত ও পীড়িত সভ্যগণ সমাজে পুনরাগত হইয়া নব উৎসাহে তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন। সম্প্রতি তথায় যে একটী স্তোত্র পঠিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল—

স্তোত্র।

হে আমাদের চিরকালের বন্ধু! তোমার এক বৎসরের করুণার পরিচয় আমি এক দণ্ডের মধ্যে কেমন করিয়া প্রদান করিব। তুমি যে, তোমার কেমন নিরাপদ রক্ষণে আমাকে রক্ষা করিয়াছ তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। গতবর্ষে কত প্রবল প্রবল আঘাত আমাদের দুর্ব্বল শরীর মনের উপর পতিত হইয়াছে কিন্তু তোমার শান্তিকর হস্তের স্পর্শনে সেই সমস্ত বেদনা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আমরা কোন ক্লেশ কোন তাপ পাই নাই। তোমার এবম্প্রকার অনুকম্পা না থাকিলে আমরা কি অদ্যকার এই উৎসবে পুনর্ব্বার তোমার পূজার জন্য উপস্থিত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত আমরা তোমার পথে সত্যের পথে জলাঞ্জলি দিয়া বিষয়ীদিগের সহিত বিষয়ের সেবাতেই প্রমত্ত হইতাম, হয়ত তোমার প্রেমানুরক্ত নির্দ্দোষী ভ্রাতাদিগের বিপক্ষেও রসনা চালন করিতাম। নাথ! তুমি আমাদিগকে সেই সমস্ত দুর্জয় পাপের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছ তন্নিমিত্ত অকপট কৃতজ্ঞতাভাবে তোমাকে প্রণিপাত করি। আহা! আমার ন্যায় কত ক্ষীণবল যুবা তোমার প্রসারিত হস্তকে আশ্রয় না করিয়া সংসারের প্রগভীর কূপে অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পতিত হইয়াছে। প্রিয়-সখা! তুমি যে দুর্ব্বলের বল, সহায়-হীনের সহায়, তাহা আমার নিশ্চয়ই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। আমি যেন চিরকাল তোমারই নিকট বল যাচ্ঞা করি; তুমি আমার সহায় হইলে কোন বিপত্তি কোন ভয় থাকিবে না। কিন্তু আমার পাষাণমন তোমার সেই মহোদারভাব অনুভব করিয়াও কেন তোমার প্রেমে বিগলিত হয় না? তাহা হইলেত নাথ! সে কোন আঘাতেই বিকম্পিত হইত না। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তোমার উপর আপনার সকল চিন্তা স্থাপন করিয়াছেন, তিনি এই সংসারে কি অপূর্ব্ব আনন্দ কুঞ্জতেই বিহার করিতেছেন। চতুর্দ্দিগে বজ্র-ধ্বনি, পর্ব্বতপাত, হুতাশন প্রদহমান হইতে থাকিলেও তাঁহার আনন্দ-স্রোত বিচলিত হয় না। এস্রোত সেই আনন্দের অনন্ত সমুদ্র হইতে প্রবহমান হইতেছে, সামান্য পার্থিব কণার কি সাধ্য যে তাহাকে বিকম্পিত করে। কিন্তু আমার ন্যায় হতভাগ্য ব্যক্তির দুর্ব্বল মনের কিছুতেই শক্তি নাই। প্রভো! আমি যতবার স্বকীয় ক্ষীণতার উপর নি-

র্ভর করিয়া তোমাকে নেত্রের বাহির করিয়াছি তত বারই সংসারের বিভীষিকা আসিয়া আমাকে কত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখাইয়াছে, অমনি আপনাকে অনাথ ও নিরাশ্রয় বোধ হইয়াছে, আপনার ক্ষুদ্র শক্তি দেখিয়া আশালতা শুষ্কপ্রায় হইয়াছে, কত আশঙ্কা হইয়াছে যে কিরূপে কঠোর ধর্ম্মব্রত পালন করিয়া কৃতার্থ হইব। তখন আমার শরীর বিকম্পিত হইয়াছে, মন বীর্য্য-হীন হইয়াছে, আত্মা অলব্ধকাম হইয়া ম্লান ভাবাপন্ন হইয়াছে। নাথ! সে কি শোচনীয় অবস্থা! আহা, কেহ যেন এমন দীন হীন না হয় যে সেই অবস্থার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, জগতে তদপেক্ষা নিদারুণ দুর্দ্দশা আর কুত্রাপি নাই। সংসারের এমন কোন ধন নাই যে সেই দীনতার পরিহার করে। সে যে অভাব সে কোন রূপাদি বিশিষ্ট বস্তুর জন্য নহে কোন বৈষয়িক পরাজয়ের জন্য নহে, তাহা অন্য কিছুতেই নিবারণ হয় না। পৃথিবী সমান অধিকার, সাগর-সমান ঐশ্বর্য্য দ্বারাও সে ক্ষতি পূরণ হইবার নহে, কেবল সেই দীন-শরণ সন্তাপ-হরণকে পাইলে সেই জ্বালা নিবারণ হয়। হে দেব! তুমিই কেবল আমাদের একমাত্র প্রাণাধান। হৃদয়ের যত জ্বালা থাকুক না কেন, বাহিরের সহস্র সহস্র বলে তাহাকে বিদ্ধ করুক না কেন, তোমার আবির্ভাব মাত্র সকল তাপ তুষার সমান শীতল হয়। যখন আমি শোক সন্নিপাতে অধীর হইয়া তোমাকে অন্তরে অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছি তখন সকল দুঃখ অবসান হইয়াছে, তখন তাহা প্রফুল্লতার রাজ্য হইয়াছে। যখন সকলে আমাকে ঘৃণা করিয়াছে, তোমার উপাসক বলিয়া জন্মদাতা পর্য্যন্ত স্থান দেন নাই তখন আমি কেবল তোমার মুখপানে তাকাইয়া, তোমার অভয়বরপ্রদ প্রসারিত হস্ত আমার মস্তকোপরি স্থাপিত দেখিয়া কত সাহস পাইয়াছি। নাথ! তোমার আশীর্ব্বাদ-গুণে যে ক্ষীণ-কলেবর সিংহ সম প্রতাপ বিশিষ্ট হয়, ক্ষুদ্রমন সাগর সমান প্রশস্ত হয়, মলীন মানব দেবতা হয় তাহাতে আর সংশয় কি? যেখানে তোমার মহিমা কীর্ত্তিত হয়, যেখানে তুমি অধিষ্ঠান কর, যেখানে তোমার পূজা হয় সেখানে কি সন্তাপের শুষ্কবায়ু থাকিতে পায়, তথায় প্রেমানন্দের মধুর সমীরণ প্রাণ বিহঙ্গকে শীতল করে সেখানে দেবতাদিগের প্রাণ শীতলকারী শুধা বর্ষণ হইতে থাকে স্বর্গের সকল ভাবই তথায় বিরাজমান। হে প্রাণসখা! কবে আমার সমুদায় মন তোমার পদতলে অর্পণ করিতে পারিব, আর কত দিন আমি সুখ সন্তাপ, অভাব পরিপূর্ণতা, এরূপ পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা পর্য্যায়ে ভোগ করিব। তুমিত মুক্তহস্তে বিতরণ করিতেছ—অজস্র অমৃত ভোজন পরিবেশন করিতেছ,—তোমার দানের শেষ নাই—বাৎসল্য স্নেহের অভাব নাই, কিন্তু নাথ! আমি কত কালে তদ্ভোগের যোগ্যতা লাভ করিব। আর কত দিনে আমার আত্মা তোমার প্রেমমধুপানে লোলুপ হইয়া নগরপ্রান্তর জনতা, স্বদেশে বিদেশে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র তোমার সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইবে, কবে আমি অন্য সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তোমার চিন্তাই আমার মনের ভূষণ করিব, কবে অন্য সকল কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার প্রেমের কীর্ত্তন করিয়া সকল স্থানকে পবিত্র করিব, কবে এবম্প্রকার ব্রহ্মোৎসব হৃদয়ে চির-বিরাজিত করিব। হে সিদ্ধিদাতা! তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার সেই দিন নিকটস্থ করিয়া দেও বিনম্র মস্তকে তোমার সন্নিধানে আমার এই প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

এইক্ষণে বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে যে উৎসাহ লক্ষিত হইতেছে ইহা অতি মঙ্গলের চিহ্ন সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল এই উৎসাহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হওয়া যাইতে পারে না। উৎসাহ মনের অস্থায়ী ভাব। উৎসাহই যাহার ধর্ম্মের জীবন তাহার উপর কিঞ্চিৎ মাত্র বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে পারা যায় না, কারণ তাহার উৎসাহ যে রূপ ধর্ম্ম বিষয়ে সেই রূপ অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বোধে সে সেই অধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। বাস্তবিক এবম্প্রকারেই ধর্ম্মোৎসাহী লোকদিগের দ্বারাই ভয়ানক দুষ্কর্ম্মচয় কৃত হইয়াছে। যেমন এক দিকে উৎসাহ উত্তেজিত হইবে অমনি তদনুসঙ্গে যদি অপর দিক হইতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞান লব্ধ হয় তাহা হইলেই আত্মার যথার্থ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। ব্রহ্ম-জ্ঞানই উৎসাহ অগ্নির ইন্ধন। ব্রহ্মজ্ঞান অভাবে উৎসাহ নিষ্প্রভ ও নির্ব্বাণ হইয়া যায়। অতএব যাঁহারা এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের প্রার্থনা যে তাঁহারা সর্ব্বদাই যেন ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ যত্নশীল হয়েন।

সোমপ্রকাশ সংবাদ পত্রের এক জন পত্র প্রেরয়িতা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত সমালোচনা করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বিশেষ আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে ঈদৃশ বিদ্যালয়ের অনুপস্থিতির জন্য বিলাপ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে এবং সর্ব্বোসাধারণকে অবগত করিতেছি যে তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে বহু দিনাবধি ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিয়া আসিতেছে।

ফরাসিস্ দেশীয় এক জন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক মৃত দেহ সংরক্ষার্থে একটী উৎকৃষ্ট উপায় স্থির করিয়াছেন। তিনি এক প্রকার আরক ও গুঁড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। মৃত দেহে এই আরোক সংলগ্ন ও গুঁড়া লেপন করিলে বহু দিনাবধি ইহা গলিত বা দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয় না, যে অবস্থায় মৃত হইয়াছিল সেই অবস্থাই থাকে। ফরাসিস্ দেশীয় ও ইংলণ্ডস্থ প্রায় সকল চিকিৎসালয়েই এই আশ্চর্য্য ঔষধ দ্বারা মৃত শরীর সকল সংরক্ষিত হইতেছে।

চন্দ্র মধ্যে উন্নত শিখর পর্ব্বত সকল পৃথিবী হইতে দুরবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্ট হয় একাল পর্য্যন্ত আমরা ইহাই জানিয়া আসিতেছি, কিন্তু এইক্ষণে চন্দ্র সম্বন্ধীয় নূতন নূতন আবিষ্কার হইতেছে। চন্দ্রগত মেঘ সকলের গতি বিধি নিরূপিত হইতেছে এবং সম্প্রতি তাহার মধ্যে এক প্রকার হরিৎবর্ণ রেখা দৃষ্ট হইয়াছে তাহাকে জ্যোতির্বেত্তারা চন্দ্রস্থ কোন প্রকাণ্ড বন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

অনেক ব্যক্তিকে বর্ণ বিষয়ে অন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। লোহিত বর্ণকে তাঁহারা কৃষ্ণ বর্ণ বোধ করেন, এবং কৃষ্ণকে লোহিত বোধ করেন এবং অন্যান্য বর্ণ বিষয়েও ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন। এতদ্বিষয় হইতে মনো-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একটী সত্যের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ণবোধ একটী মানসিক ভাব। পীত হরিৎ লোহিতাদি বর্ণ দেখিলেই তাহা আপাততঃ যে বস্তু পীত, হরিত, বা লোহিত তদ্‌গতই বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা ভ্রম মাত্র। এই সমস্ত বর্ণবোধ, ও বর্ণ বিচার সম্পূর্ণ রূপে মনোগত। ইহারা মনেতেই উদ্ভূত হয় বাহ্যবস্তুগত নহে, সুতরাং প্রত্যেক মনের গূঢ় প্রকৃতি ভেদে এক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ সম্পন্ন বোধ হইতে পারে। যাহা এক ব্যক্তির নিকট লোহিত বোধ হয় তাহা অপর ব্যক্তির নিকট কৃষ্ণ বোধ হইতে পারে। কথিত আছে বিলাতে এক জন বস্ত্র ব্যবসায়ীর ঈদৃশ দোষ ছিল। কোন ভদ্র লোক মৃত হইলে সে লোহিত বর্ণ বস্ত্রকে কৃষ্ণ বর্ণ বোধে লোহিত বস্ত্রেই তাঁহার কাফিন্‌কে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিল! অপর এক ব্যক্তির বিবাহ কালীন বর্ণ বিভ্রান্ত কন্যাকর্ত্তা পাত্রের পরিচ্ছদের বর্ণকে বিপরীত বুঝিয়া বিবাহ কালীন শোক সূচক বস্ত্র পরিধান অপরাধ জন্য পাত্রকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, পাত্রীর অনুরোধে ও অনুযোগে স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

আকনা গ্রামস্থ কোন একটী ভদ্র স্ত্রীলোক স্বীয় যত্নে ও উৎসাহে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন। শিক্ষিকার বৈষয়িক অবস্থা ভাল নহে, তত্রাপি তাঁহার স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে এরূপ যত্ন! আমরা ব্রাহ্মবন্ধু সভার সভাগণকে অনুরোধ করিতেছি যেন তাঁহারা এবিষয়ে বিশেষ রূপে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া উল্লিখিত স্ত্রীলোকটীকে সাধ্যমতে সাহায্য করেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দান করিবার এই এক বিশেষ অবসর।

সম্প্রতি আমাদিগের কোন এক প্রিয়-সুহৃদের নিকট মান্দ্রাজ দেশীয় হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার নিদর্শক এক খানি পত্র আসিয়াছিল, তাহা হইতে নিম্ন লিখিত বৃত্তান্তটী উদ্ধৃত হইয়াছে—"মান্দ্রাজ দেশীয়েরা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমান্ধ নহে। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অস্মদ্দেশে যেরূপ উন্নতি হইতেছে সেখানেও সেইরূপ; অধিকন্তু এখানকার অপেক্ষা সেখানকার স্ত্রীলোকেরা সহস্র-গুণে স্বাধীন। শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে মান্দ্রাজে স্ত্রী পুরুষ ভ্রাতা ভগ্নী সকলে একত্রে উন্মুক্ত শকটে আরোহণ করিয়া অম্লান বদনে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া বায়ু সেবন করিতে যায়। এখানকার স্ত্রীলোকেরা অবগুণ্ঠন ব্যবহার করে না, সুতরাং সর্ব্বদাই তাহাদের মস্তক ও মুখ অনাবৃত থাকে। তাহারা ঘাঘ্‌রা ব্যবহার করে এবং তদুপরি সাটী পরিধান করে! এখানে সকলেই মেষ মাংস ও কুক্কুট মাংস নির্ব্বিবাদে আহার করিয়া থাকে। এখানকার সামাজিক স্বাধীনতা দেখিলে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী আর্য্যদিগের সদাচার ও অকপট-ভাব মনে হয়, এবং তাহা যে বিদেশীয় ও ভিন্ন জাতীয় ব্যবহারের অনুকরণ নহে তাহা বিলক্ষণ বোধ হয়। সুরাপান মান্দ্রাজিদিগের মধ্যে এত অপ্রচলিত যে তাহারা কলিকাতাস্থ সুরাপান নিবারণী সভার কথা শ্রুত হইয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া উঠিল। এসকল জানিয়া শুনিয়া কি তোমার বোধ হয় না যে মান্দ্রাজ বঙ্গদেশ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নত? এখন অবধি অস্মদ্দেশীয়েরা যেন মান্দ্রাজি দিগকে "ভ্রমান্ধ" বলিয়া অবমাননা ও রহস্য না করেন এবং যেন পরস্পরে পরস্পরের উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়েন"। উল্লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কাহার মনে না আহ্লাদের সঞ্চার হয়? আমরা অসদ্দৃষ্টান্তে পরিচালিত হইয়া স্বদেশীয় প্রাচীন প্রথা পরম্পরা-গত অকপট নিষ্কলঙ্ক-ভাব-ভ্রষ্ট হইয়াছি এবং হীন ভাবাপন্ন হইয়া বিদেশীয় দিগের দূষিত ব্যবহারচয় অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদিগের একদিকে অনুকরণ, আরদিগে লোক-ভয়। হয় লোকভয়ে ভীত হইয়া সেচ্ছা স্বাধীনতা বিহীন পশু জীবন ধারণ করি, না হয় আত্মীয় বন্ধু ও স্বদেশীয় দিগের পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজি ব্যবহারে আত্ম গৌরব লাভ করি। মান্দ্রাজিদিগের মধ্যে এরূপ নহে। তাহাদিগের যেরূপ সমাজ

সেইরূপ আচার, সুতরাং তাহা শোভাও পায় আমাদিগের সমাজ হীন, এবং আমাদিগের আচারও হীন। আমাদিগের স্ত্রীলোক দিগের যেরূপ পরিচ্ছদ পুরুষদিগের যেরূপ অপবিত্র-ভাব তাহাতে সাধারণত স্ত্রী পুরুষ সম্মিলনে ভয়ানক অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনা।

বোম্বাই প্রদেশস্থ কোন ব্রাহ্ম ভ্রাতার পত্র হইতে নিম্ন লিখিত অংশটী উদ্ধৃত হইল—

"বিগত ৫ই মার্চ্চ দিবসে কালিকাট্ নগর হইতে 'ষ্টিমার' আরোহণ করিয়া ৮ই দিবসে বোম্বাই আসিয়া পৌঁছিলাম। সমুদায় জগত নিদ্রিত থাকিলে একাকী যিনি জাগ্রত থাকিয়া মাতার ন্যায় পুত্রগণকে রক্ষা করেন সেই মঙ্গল ময়ের অনুগ্রহে এবারে সমুদ্র তরঙ্গহীন ছিল, আমাদের 'সমুদ্র পীড়া' হয় নাই। নগর নিকটস্থ সমুদ্র তীরে সহস্র সহস্র জহাজ নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাণিজ্য শালা সমুদ্রকূলে শোভা পাইতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন সকল দেশের লোক এখানে ব্যবসায়ের জন্য যাতায়াত করে। অমরা শ্রীযুক্ত কর্ষণ দাস মাধব দাস মহাশয়ের মালাবার পর্ব্বতস্থ উদ্যানে বাস করিতেছি। শুনিলাম ইনিও স্বদেশের উন্নতি সাধন করিয়া অনেক উৎপাতে পড়িয়াছেন। আমারা আসিবার পরদিনেই এখানকার বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে গিয়াছিলাম, বালিকারা এমনি সহজে ভূগোলের প্রশ্ন সকল উত্তর করিতে লাগিল যে আমরা দেখিয়া শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম। তিন শত বালিকা এই পাঠশালায় অধ্যয়ন করে। শুনিলাম কেবল পারসী বালিকাদের জন্য আটটী বিদ্যালয় আছে ইহা কি অত্যন্ত প্রীতিকর নহে? স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই উভয় স্থানের নিকটেই আমাদিগের দেশ পরাভব মানিয়াছে। ৯ই এবং ১০ই দিবসে এখানে দুইটী সভা হইয়া গিয়াছে। দুইটী মহল্লোকের সম্মানার্থে এই দুইটী সভা আহূত হয়। প্রথম সভাটীতে এক কালেই ২৫০০০ টাকা স্বাক্ষরিত হইল, দ্বিতীয়টীতে ৬৫০০০ টাকা স্বাক্ষরিত হইল। কি আশ্চর্য্য সভা না ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতেই ৯০০০০ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইল!! সুখের বিষয় এই যে এখানে লোকদিগের যেমন ধন তেমনি মন। এখানকার প্রধান প্রধান লোক সকলের সঙ্গেই আলাপ হইয়াছে। আমাদের সঙ্গে এক বাটীতে রেবরও ধনজী ভাই নৌরজী মহাশয় বাস করেন। ইঁহার সহিত আমাদের অত্যন্ত প্রীতি হইয়াছে। তাঁহার সহিত একত্রে আহার হইয়া থাকে, ইনি কলিকাতার খৃষ্টীয়ানদের মত নহেন। যাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহার যত্ন পাইতেছেন, খৃষ্টীয়ানেরাও ব্রাহ্মদিগকে সহায়তা করিতেছেন, সমস্ত ভারতবর্ষেই ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। এখানকার লোকেরা কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া একেবারে মাতিয়া উঠিবে, কারণ পারসীরা বাঙ্গালীদিগের মত নির্জ্জীব নহে, সর্ব্বদাই জাগ্রত। বিগত ১৫ই মার্চ্চ মঙ্গলবারে বোম্বাই নগরের টাউনহলে কেশব বাবু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় "ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠান ও উন্নতি এবং হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের অবস্থায় হিন্দুদিগের কর্ত্তব্য।" (Rise and Progress of the Brahmo Somaj, and the duties of educated natives in the present transition state of Hindoo Society)" শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ব্রহ্মানন্দ মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে যাওনের ফলাফল বোধ করি আমরা বৈশাখ মাসের পত্রিকায় বিশেষ রূপে প্রকাশিত করিতে পারিব।

—০—

THE BRAHMO'S LAST LETTER TO HIS BROTHER IN FAITH.

Dear Brother,

Indeed it is after several times disappointing you that I now attempt to scribble a few lines to get away with the bad habit of confining thoughts; but I think the letter would be equally dumb and dry as for the past many days of my infliction I have lost my strength, I have lost my health and the liveliness of my mind and brain; I can not think, recollect or contain. I see I have lost almost all my good parts except the heart which, because too much impure and dull, can feel very little. Alas! had it not been for the sin and impurity of my heart, I could have fairly escaped one-fourth—nay, half of my suffering. Being visited by affliction, as I am brought to be acquainted with myself, I am obliged to fly for refuge to the only Source of real comfort, (finding the heart vacant). The visionary fabric of my righteousness is dissipated, and I have discovered in my bosom, instead of holiness, nothing but folly error and sin. During the days of prosperity and health perhaps I made few inquiries concerning my heart's state. I conceived all was going on well, because I was in peace. I was dazzled by the brilliance of my prospects so as to be unable to discern the deviations I had gradually, though insensibily, made from the narrow path of rectitude. But feeling the weight of sorrow,

I have begun to scrutinize within, and am struck by the existence of palpable deformities, which I had overlooked before, or even mistaken for excellencies. I have now become acquainted with myself, and my distance from the pure standard of Divine truth—Ah my thoughts confound me here!—If I live to see aweek more I hope to speak of my sorrow, which I have the grace to call "Godly."

Perhaps you are anxious to know how I am. At the present time it is very bad with me; the pain within my left lung is fast increasing, it is insufferably severe and has made a bold attack on my physical inspiration and inward patience, and I am gradually being more and more reduced. It now appears plain that I am not worthy of any comfort. He, my Father in Heaven, has dealt mercifully with me in suffering me to be a poor sufferer, for though I could shed a sea of tears, yet I were not worthy of comfort. I deserve nothing but to be punished—I hope you would excuse me dear brother because I have been unable to describe the punishment I am undergoing—I do not think that my suffering has been yet able to bear proportion to the mass of my sin, as I sinned greatly in many things; sinned against man, sinned against my conscience, nay, even against the Holy God. I remember not that I have done any good but have been almost always impure and sinful and very slow to amendment. What shall I say, guilty as I am, and full of confusion? I have nothing to say but this: "Lord let thy will be done; grant me fortitude and resignation that I may bear with patience my sufferings and when too much weak, that I be secure within thine hand!" Patience and humility are more pleasing to me now than much comfort and devotion in prosperity. I cannot forbear regretting much for having failed to pay just tribute to your sympathy which is my only comforter on earth. You have truly participated the sorrow of your friend, you have truly sympathized with my sufferings; your sympathy towards me is not a present emotion of disinterested benevolence, but a long train of active duties. It has even sought to share the burden which it is unable to remove, it has entered into the depth of my feelings and though it has failed to dissipate the gloom which several times hung on me, it has always been successful in illuminating the darkness by pouring in upon the mind the balmy ray of heavenly consolation, with which even the night of desertion may be cheered. I have experienced the relief obtained by participation and am ready to acknowledge the powerful influence of the affectionate voice of your friendship, in exhibiting the sources of consolation, soothing my aching heart and elevating its thoughts and desires to that kingdom whence every tear is eternally banished.

I hope you would continue your epistles encouraging me to pray for patience and resignation with entire submission to the guidance and disposal of Infinite Wisdom and Goodness; so that I may be secure by leaving myself entirely in his hands, that my mind may be freed from sin and anxieties, and filled with that peace which "passeth understanding."

O how great and honorable is the office of God's ministers! who are to bless with their lips, to hold with their hands, to receive the grace of God and administer it unto others.

O how clean are those hands, how pure that month, how holy that body, how unspotted that heart, where the Author of Purity entereth!

May you live long in health, competence and peace to carry out your mission far and wide and thus fulfil the will of the Lord who is ever with you.*

---

* This gentle letter was written some five or six days previous to death. It abounds in meloncholy confessions of sin, deep spiritual truths realized from a strict self-examination, and meek expressions of heart-felt resignation, which rendered sublime by the approaching awe of death, recommend it to the attention and sympathy of all. May He from whom strength is craved by the dying Brahmo, bless his departed soul with purity and peace in its eternal abode. Ed. T. P.

যিনি যে প্রস্তাব লিখিবেন, তিনি ১৭৮৭ শকের ভাদ্র মাসের মধ্যে তাহা ব্রাহ্মসমাজপতি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়েরা পরীক্ষা করিয়া যাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন, উক্ত বৎসরের ১১ মাঘে তাঁহাকে সেই প্রস্তাবের পুরস্কার স্বরূপ ৫০০ টাকা প্রদত্ত হইবেক এবং সেই প্রস্তাবের স্বত্বও তাঁহারই থাকিবেক।

—০—

প্রথম প্রস্তাব।

পুরস্কার ৫০০ টাকা।

১ প্রশ্ন। ঈশ্বর-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি ও বেদান্ত দর্শনের মতের সহিত তাহার প্রভেদ কি, কর্ত্তব্য-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি ও বেদান্ত দর্শনের মতের সহিত তাহার প্রভেদ কি, এবং পরকাল-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি ও বেদান্ত দর্শনের মতের সহিত তাহার প্রভেদ কি?

২ প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্মের যে যে মত বেদান্ত দর্শনের মতের বিরুদ্ধ, সেই সেই মত বেদান্ত দর্শনের মত অপেক্ষা কি জন্য উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়?

৩ প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা পরিবার-মধ্যে ও সাধারণ সমাজে কি রূপ উপকারের সম্ভাবনা?

—ঃ০ঃ—

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পুরস্কার ৫০০ টাকা।

১ প্রশ্ন। ঈশ্বর-বিষয়ে, কর্ত্তব্য-বিষয়ে ও পরকাল-বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি?

২ প্রশ্ন। ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা পরিবার-মধ্যে ও সাধারণ সমাজে কি রূপ উপকারের সম্ভাবনা?

৩ প্রশ্ন। য়িহুদী, মহম্মদান্ ও খ্রীষ্টান্ মতের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম-মতের কোন্ কোন্ অংশে ঐক্য ও কোন্ কোন্ অংশে বিরোধ এবং সেই বিরুদ্ধ স্থলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি জন্য উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়?

☞ লেখকেরা নিম্ন লিখিত পুস্তকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সকল পাইবেন।—১৭৮৫ শকের মুদ্রিত তাৎপর্য্য সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চম কল্প।—এই সকল পুস্তক কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

বিগত ১১ই মাঘের উৎসবের দিবসে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় যে অভিনব ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন তাহার ১০০ খণ্ড ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত হইয়াছে। মূল্য ১।০ মাত্র। উক্ত পুস্তক যাঁহার আবশ্যক হইবে সমাজের কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

আগামী ১ লা বৈশাখ সন্ধ্যা ৭॥ ঘন্টার সময় পটল-ডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

—০—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৫ শকের অগ্রহায়ণ ও পৌষ এবং মাঘ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়	২৬৭৫৸১০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৯৫।৶৫
	২৮৭১৶১৫
ব্যয়	২৫০০৶১০
সম্পাদকের হস্তে	৩৭১/৫
এতদ্ভিন্ন	
বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	২৬৬৶৫
কোং কাগজ	৫০০

—০—

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০১
" শিবচন্দ্র দেব	১২
" রাজা কন্দর্পেশ্বর সিংহ ..	১২
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ..	১০

“ কেশবচন্দ্র সেন ৮
“ অক্ষয়কুমার মজুমদার ৬
“ হরগোপাল সরকার ৫
“ গোবিন্দচন্দ্র ধর ৫
“ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৫
“ ঠাকুরদাস সেন ৪
“ অভয়াচরণ গুহ ৩
“ বালকগোবিন্দ বর্ম্মা ২
“ অমৃতলাল বসু ২
“ মাধবচন্দ্র বসাক ২
“ হরনাথ ঠাকুর ২
“ গোপালচন্দ্র মিত্র ২
“ হলধর মল্লীক ২
“ রামসেবক দে ২
“ গোপালচন্দ্র পাল ২
“ কৈলাসচন্দ্র বসু ২
“ যদুনাথ বসু ২
“ রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল ২
“ কানাইলাল পাইন ২
“ বনমালি সেন ২
“ দীনদয়াল ঘোষ ১
“ কালীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ১
“ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১
“ কানাইলাল মিত্র ১
“ জগচ্চন্দ্র রায় ১
“ গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ১
“ ব্রজনাথ দত্ত ১
“ দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ১
“ শুবলচন্দ্র সেন ১
“ অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় .. ১
“ সাগরচন্দ্র সুর ১
হুগলি জেলার অন্তঃপাতিগ্নোষণা গ্রামস্থ কোন ভদ্র পরিবার হইতে প্রাপ্ত ১
“ প্রসন্নকুমার বিশ্বাস ১
“ যাদবচন্দ্র দত্ত ১
“ দয়ালচাঁদ বসু ১
“ বিশ্বেশ্বর ঘোষ ১
“ হরচন্দ্র বসু ১
“ হরদেব চট্টোপাধ্যায় ১
“ অক্রুরচাঁদ মল্লিক ১
“ রাধিকাপ্রসাদ লাহুড়ি ১
“ বিহারিলাল ভট্টাচার্য্য ১
“ নন্দলাল মিত্র ১
“ শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য .. . ১
সাঁতরাগাছি ব্রাহ্মসমাজ .. ১
“ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১
“ রাখালরাজ রায় ১
“ ধরণিধর সাহা ১
“ কালীকিঙ্কর মিত্র ১
“ কাশীকিঙ্কর মিত্র ১
“ গোবর্দ্ধন মিত্র ১
“ ক্ষেত্রমোহন নিউগী ১
“ দ্বারিকানাথ বাগচি .. .. ।০
“ গোপালচন্দ্র দে ৸০
“ পার্ব্বতিচরণ বসু ৷৷০
“ কেদারনাথ দে .... ।০
“ রামপ্রসাদ সেন ৷৷০
“ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বৌবাজার ৷৷০

২৭০৸০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল .. ৫০
“ গোপীমোহন ঘোষ ১১
“ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১২
“ রমাপ্রসাদ রায় ১০
“ অভয়াচরণ গুহ ৭
“ বৈকুণ্ঠনাথ সেন ৬
“ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৬
“ নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ৩
“ সাগরলাল দত্ত ৩
“ রামচন্দ্র ঘোষাল ৪
“ জয়গোপাল সেন ২

১১৯

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর .. ১০০
“ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২
“ কৃষ্ণচন্দ্র দে ১
“ ব্রজনাথ ধর ১

১০৪

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ৫৷৷৵০
“ রাখালচন্দ্র রায় ২
মুজঃফরপুর নিবাসি এক ব্যক্তি .. ২
“ কেশবচন্দ্র সেন ১

১০৷৷৵০

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ২
দানাধারে প্রাপ্ত .. .. .. (১০

—০—